স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন

কর্মশালা প্রতিবেদন

সম্পাদক
নীলুফার বেগম
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন
কর্মশালা

তারিখ : ১৬-১৭ মাঘ ১৪০১/২৯-৩০ জানুয়ারী ১৯৯৫
স্থান : বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

উপদেষ্টা

নীলুফার বেগম
সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ

পরিচালক

মোহাম্মদ জাহাংগীর হোসেন
উপ-পরিচালক

সমন্বয়ক

এ,কে,এম, খায়রুল ইসলাম
গবেষণা কর্মকর্তা

প্রতিবেদন সম্পাদক

নীলুফার বেগম
মোহাম্মদ জাহাংগীর হোসেন

র‍্যাপোর্টিয়ার

আ,ক,ম, মাহবুবুজ্জামান
ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা

শেখ মুস্তাফিজুর রহমান
সহকারী পরিচালক

কণ্ঠকা জামিল
সহকারী পরিচালক

শফিকুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা

সহযোগী

বিভিন্ন শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
মার্চ, ১৯৯৫

ভূমিকা

স্থানীয় উদ্যোগে স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন সাধন আমাদের দেশে বিরল ঘটনা । এজন্য স্বাধীন ও বাস্তবানুগ স্থানীয় সরকার কাঠামো দেশে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু আর্থ-সামাজিক বিকাশে এর গুরুত্ব অপরিসীম । বরিশাল বিভাগে পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানাধীন ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির নেতৃত্বে স্থানীয় উদ্যোগে সার্বিক উন্নয়নের একটি কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে জানা যায় ১৯৯৪ সালে । জাতীয় উন্নয়নে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বিবেচনা করে, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৬-১৭ মাঘ ১৪০১/২৯-৩০ জানুয়ারী, ১৯৯৫, দুইদিন ব্যাপী এই কর্মশালাটি আয়োজন করা হয় । এই কর্মসূচীর উপর, পরিচালিত একটি ঘটনা সমীক্ষা এই কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত হয় ।

কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন স্থানী সরকার বিভাগের সচিব সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, ক্ষেত্র পর্যায়ে কর্মরত সমাজ উন্নয়ন কর্মী, গণপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় অংশ নেন ।

বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার কাঠামোর নিম্নতম স্তর ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো পরিমার্জনের নিরীক্ষা, স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সংগ্রহের কৌশল, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও বেকার জনসাধারণের কর্মসংস্থানসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও তহবিল গঠনের কলাকৌশল সম্পর্কিত বিষয়ে দু'দিন ব্যাপী এই কর্মশালায় ব্যাপক আলোচনা হয় । প্রবন্ধ উপস্থাপন, নির্ধারিত ও মুক্ত আলোচনা, প্যানেল আলোচনা, দলীয় পর্যালোচনা, বিতর্ক এবং অনুশীলনীর মাধ্যমে কর্মশালায় তাৎপর্যমন্ডিত সুপারিশমালা প্রণীত হয় ।

ইতোমধ্যে কর্মশালাটির একটি 'ফলো-আপ কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়েছে । এ ধরনের উদ্যোগ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ, স্থানীয় উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য ও অন্যত্র প্রয়োগযোগ্যতা নিরূপণ এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ।

কর্মশালাটির সুপারিশমালা সরকার বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়। কর্মশালা আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মার্চ, ১৯৯৫
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

নীলুফার বেগম
মোহাম্মদ জাহাংগীর হোসেন

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : উদ্বোধন ১-১০

স্বাগত ভাষণ(২), প্রধান অতিথির ভাষণ(৩)
সভাপতির ভাষণ(৮), ধন্যবাদ জ্ঞাপন(৯)

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা ১১-৬৩

উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগ: একটি ঘটনা সমীক্ষা(১২)
নির্ধারিত আলোচনা(৪১) মুক্ত আলোচনা(৫৪)
সভাপতির ভাষণ(৬২)

তৃতীয় অধ্যায় : প্যানেল আলোচনা ৬৪-৮৬

ড: মহীউদ্দিন খান আলমগীর (৬৫)
ইসমাইল হোসেন(৭২) ইব্রাহীম খালেদ(৭৩)
ড: সালাউদ্দিন আহমেদ(৭৬) ডা: যোবায়দা হান্নান(৭৮)
প্রশ্নোত্তর(৮২) সভাপতির বক্তব্য(৮৪)

চতুর্থ অধ্যায় : সুপারিশমালা চূড়ান্তকরণ ৮৭-১০০

তৃতীয় ও চতুর্থ কর্ম অধিবেশন(৮৮)
পঞ্চম কর্ম অধিবেশন(৮৯) ক দলের সুপারিশ(৮৯)
খ দলের সুপারিশ (৯৪) গ দলের সুপারিশ(৯৬)
সুপারিশ উপস্থাপন অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ(৯৮)
কামারখালী ইউপি চেয়ারম্যানের প্রস্তাব (৯৯)

পঞ্চম অধ্যায় : সমাপনী অধিবেশন ১০১-১১০

সভানেত্রীর প্রারম্ভিক বক্তব্য(১০২) ভিটাবাড়িয়া ইউপি
চেয়ারম্যানের প্রতিক্রিয়া(১০২) প্রধান অতিথির ভাষণ(১০৩)
সভানেত্রীর ভাষণ(১০৯)

সংযোজনী-ক: কর্মসূচী ১১১-১১৪

সংযোজনী-খ: অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ১১৫-১১৮

সংযোজনী-গ: দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ১১৯-১২২

প্রথম অধ্যায়

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৯৫
(১০:০০-১০:৩০)

সভাপতি

কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা
রেক্টর, বিপিএটিসি, সাভার

প্রধান অতিথি

সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কার্যক্রম

ক. স্বাগত ভাষণ
খ. প্রধান অতিথির ভাষণ
গ. সভাপতির ভাষণ
ঘ. ধন্যবাদ জ্ঞাপন

স্বাগত ভাষণ

নীলুফার বেগম
এমডিএস, বিপিএটিসি
ও কর্মশালা উপদেষ্টা

"স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন" কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য যাঁরা দেশের দূর-দূরান্ত থেকে কেন্দ্রে এসেছেন তাঁদেরসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও স্বাগত জানাচ্ছি ।

আমাদের দেশে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের ঘটনা নিতান্ত কম । এজন্য যে ধরনের দৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো দরকার সে ধরনের দৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো দেশে তেমনটা গড়ে উঠেনি । সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের সংগ্রহ, পুঁজি বিনিয়োগ, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে । এ ধরনের একটি সফল নিরীক্ষার কাহিনী আমরা এই কর্মশালায় আপনাদের সামনে পেশ করবো। বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার আওতাধীন ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে একটি স্থানীয় উদ্যোগ কর্মসূচির প্রয়াস নেয়া হয়েছে, যেটা সমন্বিত কর্মসূচির প্রয়াস বলে আমরা জেনেছি । তার উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা বা দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী তৈরী করেছি যেটা আজকের কর্মশালার মুখ্য বিষয়, যার উপর আপনারা আলোচনা করবেন।

এই কাহিনীতে সমন্বিত প্রয়াসে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পুঁজি বিনিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ, মানব সম্পদ সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টান্ত রয়েছে। আপনাদের আলোচনার মাধ্যমে কর্মসূচিটির যদি কোন রকম সীমাবদ্ধতা থাকে সেটা বেরিয়ে আসবে । কর্মসূচিটিকে আপনারা গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পাবেন আমার আশা ।

এই কর্মকান্ডে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন । তাঁর সাথে সাক্ষাত এবং আলোচনায় আপনারা বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করি । অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে

আমাদের মাঝে এসেছেন সেজন্য আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। কেন্দ্রের রেক্টর মহোদয় কর্মশালা আয়োজনের পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, সেজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কেন্দ্রের সম্মানীয় সহকর্মীবৃন্দ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই আয়োজনের পেছনে খেটেছেন, সেজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্মানিত অভ্যাগতগণের কাছে এবং অংশগ্রহণকারীগণের কাছে। আপনাদের আলোচনা সার্থক, সুন্দর এবং সফল হোক। ধন্যবাদ।

প্রধান অতিথির ভাষণ

প্রধান অতিথি

সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

আমি কর্মশালার উদ্যোক্তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।

এ কর্মশালার নামকরণ করা হয়েছে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন। আমি 'স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের' পাশাপাশি 'উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগের' বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা উপস্থাপন করতে চাই। 'স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন' বলতে মনে হয় স্থানীয় উদ্যোগে অর্জিত উন্নয়ন, আর 'উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগ' বলতে বুঝায় উন্নয়নের সঙ্গে স্থানীয় উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করা। প্রশ্ন হলো, এটা করা হচ্ছে কিনা? করা উচিৎ হবে কিনা? করা প্রয়োজন আছে কিনা?

বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে যে চিত্র ফুটে ওঠে সেটা আশাব্যঞ্জক নয়। আমার বিশ্বাস স্থানীয় সংস্থার প্রতিনিধি যাঁরা আছেন তাঁরাও এটা স্বীকার করবেন, তাঁদের আয়ের উৎস অতি নগণ্য এবং আয়ও ততোধিক কম। তাও আবার যা নির্ধারিত হয় তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা তা আদায় করতে অক্ষম। একটা ইউনিয়নের আয় সম্ভবত: গড়ে ৫০-৬০ হাজার টাকা। খুব নিয়মিত সভা অনেক জায়গায় হয়না। অনেক জায়গায় হলেও সম্ভবত: নোটিশ বইয়ের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। কমিটি যেগুলো আছে সেগুলো অনেক জায়গায় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেনা - সক্রিয় নয় (কিছু ব্যতিক্রম বাদে)।

আমরা কি নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারি পরিস্থিতি এমন কেন ? পরিস্থিতি এই পর্যায়ে কেন আসলো ? ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় বৃটিশ আমলেও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণ নির্বাচিত হতেন। স্কুল বোর্ডের সভাপতিও সম্ভবতঃ নির্বাচিত হতেন । জেলা বোর্ডে সম্মানিত, স্বনামধন্য এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হতেন । এদের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্বও ছিলেন যারা বৃটিশ শাসকের সাথেও আপোষ করেননি । সে সময় স্থানীয় কাঠামোর হাতে ক্ষমতা বেশী ছিল । ১৯৪৭ সালের পরে ক্ষমতা আমলাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, ফলে সম্ভবতঃ আজকের এই পরিস্থিতি । আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারি তাহলে উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে না । পরিবার পরিকল্পনা, ইপিআই, সেনিটেশন কার্যক্রম, স্বনিয়োগ এসব কার্যক্রমের জন্য মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান ধারণা পরিবর্তনের যে প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা বলি – এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে । ভিটাবাড়িয়ার উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে স্থানীয় নেতৃত্ব কিভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন, কিভাবে জনসাধারণের উপর তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে সক্ষম হয়েছেন ।

আমরা গ্রামে গিয়ে দেখি রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন হয়নি । এর কারণ হিসেবে বলি, যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদ আয় নেই সেজন্য তারা উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতে পারছে না । আমরা এ বিষয়টিকে তিনভাবে দেখতে পারি । প্রথমতঃ আধুনিক ধ্যান ধারণার প্রচলন এবং চিন্তা-ভাবনা পরিবর্তনের ব্যাপারে আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করতে পারি । দ্বিতীয়তঃ নিজস্ব সম্পদ দ্বারা উন্নয়নের জন্য এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে (সেটা ইউনিয়ন পরিষদ হউক, মিউনিসিপ্যালিটি হউক, জেলা পরিষদ হউক) সক্রিয় করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ এসমস্ত কর্মকান্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টিও গভীর বিবেচনার দাবী রাখে ।

স্থানীয় জনগণকে যদি উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে পরিবর্তন সম্ভব । ভিটাবাড়িয়ার জনগণ গাছ লাগিয়েছে, সমবেতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, নৈশ প্রহরার ব্যবস্থা করেছে, উন্নয়নে কাজ করেছে, একত্রিতভাবে ছোট ছোট বাঁধও নির্মাণ করেছে, এগুলো সম্ভব ।

তবে এসব কর্মকান্ড যেগুলো দু'বছর আগে শুরু হয়েছিল সেগুলোতে কিছুটা ভাটা পড়েছে । অর্থাৎ যারা গ্রাম কমিটিতে আছে তারা আগের মত এগিয়ে আসছে না । আগের স্পৃহা এবং সেই উদ্যোগের একটু অভাব দেখা দিয়েছে বলা যায় । এই মন্তব্যটা আমার ধারণায় তাৎপর্যপূর্ণ । এছাড়া আমরা আশা করি যে, তাদের নিজস্ব সম্পদ বাড়িয়ে, সম্পদ আহরণ করে কর্মপরিধির বিস্তার ঘটাবে । এগুলো সম্ভব যদি তৃতীয় বিষয়টার প্রতি অর্থাৎ যারা সিদ্ধান্ত দেই বা নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত আমরা যদি এ ব্যাপারে একটু যত্নবান হই । অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংগে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়টি ভেবে দেখার সময় এসেছে । যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটি যখন কোন একটা উদ্যোগ নিচ্ছে, জনগণকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে, তখন সরকারী সিদ্ধান্ত যদি প্রয়োজনীয় সম্পৃক্তার সৃষ্টি না করে তাহলে উদ্যোগে ভাটা পড়বেই ।

আমাদের মন্ত্রণালয়ে বছরে প্রায় ১৯০০ কোটি টাকা ব্যয় হয় । এর মধ্যে সাড়ে এগার শ'কোটি সরাসরি এডিপি খাতে এবং সাড়ে তিনশ'কোটি নন-এডিপি খাতে বরাদ্দ করা হয়, যা উন্নয়ন বাজেটে প্রতিফলিত হয় । কেয়ার কিংবা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, এডিপি কর্মসূচি নয়, কিন্তু এগুলোতে ব্যয় হচ্ছে এবং এখানে স্থানীয় উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করা যায় । আমরা ইউনিয়ন পরিষদ, থানা, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন এবং জেলা কাউন্সিলকে বছরে অনুদান দিয়ে থাকি প্রায় ৪১৫ কোটি টাকা । উল্লিখিত ১৯শ'কোটি টাকার মধ্যে সরাসরি সম্পৃক্ত হচ্ছে এই ৪১৫ কোটি টাকা যেটা আমরা অনুদান দেই । এর বাইরে ১৩০০ কোটি টাকার কাজ এখনো রয়ে গেছে । এই ১৩০০ কোটি টাকার কাজে যদি আমরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত না করি তাহলে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হবেনা এবং ক্ষেত্র বিশেষে যদি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় তাহলে সে উদ্যোগে ভাটা পড়বে । কেননা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যখন দেখবে যে সরকার বা সমাজ তাদেরকে ব্যবহার করছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত তাদের অনুকূলে আসছে না, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত যদি অন্য জায়গা থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে উদ্দেশ্য অর্জিত হবেনা, এভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কোনদিনও শক্তিশালী হবেনা ।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারার পেছনে কয়েকটি কারণ বিরাজ করছে বলে আমি মনে করি । এগুলোর মধ্যে একটি আমলাতন্ত্র,

দ্বিতীয়টি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং তৃতীয়টি দেশে কর্মরত এনজিওসমূহ । আমলাতন্ত্র আমার মতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চাইবে না, তাদের মধ্যে অনীহা থাকবে । কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে আলাপ হয়েছে । মিউনিসিপ্যালিটি বা ইউনিয়ন পরিষদ স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত নিক, এ ব্যাপারে নেতৃবৃন্দের অনেকের আপত্তি আছে । তাঁদের মতে, যেহেতু তাঁরা কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচিত, ঐ এলাকার কাজ দেখার অধিকার তাঁর আছে । এখন এই অধিকারটা কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, সেটা বিবেচ্য বিষয় । এনজিওদের সংগে কথা বললেও সেখানে একই মনোভাব প্রকাশ পায় । তারাও নিজস্ব গতিতে, নিজস্ব ধারায়, নিজস্ব পন্থায় এগুচ্ছে । ও স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত সংস্থাগুলোর সাথে এনজিওগুলোর খুব একটা সম্পৃক্ততা নেই । এর পেছনে রয়েছে – দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, দলীয় কোন্দল, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের ইতিহাস ।

আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে । সেনিটেশন কভারেজ আমরা প্রসারিত করবো । দেশে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক সেনিটেশন কভারেজ হচ্ছে ১৬% । গর্ত করে যেটা করা হচ্ছে তার পরিমাণ ৩৫% । সত্যি বলতে, ২০% এর বেশী কভারেজ দেশের কোথাও নেই এবং সম্ভবত: এটি পৃথিবীর সর্বনিম্ন হারের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ । এতদিন ধরে জনস্বাস্থ্য বিভাগ বিষয়টির নেতৃত্ব দিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের দায়িত্ব ছিল তাদের । আমার বিশ্বাস সরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই উদ্বুদ্ধকরণ সম্ভব হবে না । স্থানীয় উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করতেই হবে ।

আমরা ইতোমধ্যেই প্রতিটি ইউনিয়নে ওয়াটসেন কমিটি (WATSAN Committee) স্থাপন করেছি । পানি ও সেনিটেশন কমিটিগুলোর প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইউ,পি চেয়ারম্যানগণ । তার সাথে এই কমিটিতে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আছেন এবং নির্বাচিত ব্যক্তিরা আছেন । আমাদের বিশ্বাস এ ধরনের চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আনতে হলে স্থানীয় উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করতে হবে । আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি, আমরা পৌরসভায় অনেক কাজ করে থাকি – পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন ইত্যাদি । এটা দু'ভাবে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি । একটা হচ্ছে আমাদের যে আমলাতন্ত্র

আছে, যে প্রতিষ্ঠান আছে, যে সংগঠন আছে তার মাধ্যমে । অর্থাৎ আমরা প্রকল্পগুলো চিহ্নিত করবো । প্রকল্পগুলোর জন্য প্রকৌশলী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে টেন্ডার আহবান করবে – অনুমোদন করবে । পৌরসভায় যে অর্থ বিভাজন দেয়া হয়েছে সে অর্থ দ্বারা পৌরসভা প্রকল্প চিহ্নিত করবে এবং বাস্তবায়ন করবে । আরেকটি পন্থা, সব অর্থ পৌরসভাকে দেয়া হবে বা ইন্জিনিয়ারকে দেয়া হবে, যৌথ স্বাক্ষরে এগুলো বাস্তবায়ন হবে । পৌরসভায় একটি কমিটি থাকবে, পৌর চেয়ারম্যান সেই কমিটির প্রধান হবেন, ইন্জিনিয়ার সাহেব থাকবেন, আরো সদস্যরা থাকবেন । সিদ্ধান্ত হবে যৌথভাবে এবং অর্থ ব্যয়ও হবে যৌথভাবে । দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে । দ্বিতীয়টি অংশগ্রহণমূলক অর্থাৎ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করা, আর প্রথমটি হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ।

আমরা বিশ্বাস করি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে, স্থানীয় উদ্যোক্তাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতেই হবে। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে তদারকীর যে পদ্ধতি আছে সেটা আপাতত: বেশ কিছু দিনের জন্য বহাল রাখতে হবে । সম্ভবত: আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখনো তেমন উন্নত হয়নি যেখানে কোন প্রশ্ন না করে আমরা সবকিছু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দিতে পারি। অধিকন্তু ১৯০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ১১০০ কোটি টাকা হচ্ছে বিদেশী অনুদান । এই অনুদানের জন্য কনসালটেন্ট আসে, তারা দেখে, তাদের কাছে জবাবদিহী করতে হয়। সেজন্য পুরোপুরি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সবকিছু ছেড়ে দেয়া যাবে না । আমাদের নীতি হলো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে, পাশাপাশি তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে, যেটা আমরা করছি । এখানেও আরেকটি প্রশ্ন উঠতে পারে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনগুলোর কাছে আমাদের যে আশা, স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি এটা অর্জন করতে পারবে? আমার বিশ্বাস পৃথিবীর কোথাও নির্বাচিত কয়েকজনের উপর এ ধরনের দায়িত্ব অর্পণ করা নেই । নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের মূল দায়িত্ব তারা পালন করবেন, যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, তার নীচে ওয়ার্ড রয়েছে, গ্রাম রয়েছে – এ সমস্ত স্থানীয় কাঠামোতে তারা কাজ করবেন তবে 'গ্রাম কমিটি' 'ওয়ার্ড কমিটি' এধরনের কিছু থাকা প্রয়োজন, যেখানে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ থাকবেন যারা নির্বাচিত কিংবা মনোনীত হতে পারেননি বা হননি ।

আমার বিশ্বাস, যদি চিন্তায় চেতনায় পরিবর্তন আনতে হয়, সকলকে সম্পৃক্ত করতে হয়, তাহলে এধরনের কমিটির অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন ।

উপসংহারে জোর দিয়ে, স্থানীয় উদ্যোগে উন্নতি করতে হলে স্থানীয় উদ্যোগকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে । কেবল স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের মধ্যে চিন্তা সীমিত রাখলে চলবে না, উন্নয়নের সাথে স্থানীয় উদ্যোগকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সে ব্যাপারেও দৃষ্টি দিতে হবে । আমার বিশ্বাস, আমার বক্তব্য আপনাদের জন্য কিছু বিতর্কের খোরাক জুগিয়েছে । আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ দেয়ার জন্য, কতিপয় বিষয় অবতারণা করার সুযোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ ।

সভাপতির ভাষণ

সভাপতি

কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা
রেক্টর, বিপিএটিসি

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদেরকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে স্বাগত জানাই । উদ্বোধন অধিবেশনের প্রধান অতিথি নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই এখানে উপস্থিত হয়েছেন । অগ্রিম উপস্থিতির মাধ্যমে বিষয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং এই কর্মশালার প্রতি তাঁর অংগীকার পুনর্ব্যক্ত হয় । তাঁর বক্তব্যে যে সমস্ত কথা তিনি তুলে ধরেছেন সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি আরও গুরুত্ব লাভ করে এই জন্য যে, তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এর সংগে মিশিয়ে দিয়েছেন ।

আপনারা সবাই স্থানীয় উদ্যোগের সংগে বিশেষভাবে পরিচিত এবং সম্পৃক্ত । আপনাদের কাছে স্থানীয় উদ্যোগ এবং উন্নয়ন এ বিষয়ে নতুন করে বলবার বিশেষ কিছু নেই । তবু আমি আপনাদের দৃষ্টি দু'টি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করবো । এক পরিবর্তন ও উন্নয়ন এক কথা নয়, এবং দুই আপাতঃ দৃষ্টিতে যাকে উন্নয়ন বলে মনে হয়, যে কাজটিকে ভাল কাজ বলে মনে হয় সেটি সত্যি সত্যি ভাল কাজ কিনা সেটি ভেবে দেখতে হবে । এক সময় আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে ধানের চাষ করা হয়েছিল । পরে একজন এক সময় মন্তব্য করেন যে, আমরা ধান বাড়িয়েছি, কিন্তু মাছের চাষ নষ্ট করেছি, একটি করতে গিয়ে আরেকটির ক্ষতি করেছি । ভাল করেছি কি মন্দ করেছি

আমরা জানিনা ।

আমি শুধু এটুকুই আপনাদের কাছে বলব যখনই কোন স্থানীয় উদ্যোগ উন্নয়নের নামে আমরা গ্রহণ করি তখনই এর ফল কি হতে পারে, এর অভিঘাত কি হবে, এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কি কি অন্যান্য পরিবর্তন দেখা দেবে, সেগুলো গ্রহণযোগ্য কিনা, সেটি সাবধানে বিবেচনা করবেন । দ্বিতীয়তঃ আর একটি প্রশ্ন এসে যায়, সেটি হলো উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং স্থানীয় উদ্যোগ সমার্থক কিনা ? যেটি স্থানীয় দৃষ্টিভংগিতে উন্নয়ন, জাতীয় দৃষ্টিভংগিতে সেটি সবসময় উন্নয়ন নাও হতে পারে । এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে যাতে কোন বিরোধ না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও অত্যন্ত জরুরী বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ।

আমরা জাতীয় উন্নয়নের সীমারেখার মধ্যে যদি স্থানীয় উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করতে পারি, যাতে একই সংগে স্থানীয় দৃষ্টিতে যা উন্নয়ন সেটি সাধিত হয় এবং জাতীয় দৃষ্টিভংগিতে যা উন্নয়ন তাও অগ্রগতি লাভ করে কিংবা অন্ততঃ ব্যাহত না হয়, তাহলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অর্থবহ ভারসাম্য স্থাপন করা সম্ভব হবে । এইসব বিষয় এবং অন্যান্য সম্পৃক্ত বিষয় আপনারা আজকে এবং কালকে বিশদভাবে আলোচনা করবেন। আমরা আপনাদের আলোচনার ফলাফল কি হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছি । আপনারা যে ফলে উপনীত হবেন, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন আমরা সেটি সরকারকে যথাসময়ে এবং যথাসম্ভব দ্রুত জানিয়ে দেব যাতে সরকারের পক্ষ থেকে সেটি যথোপযুক্তভাবে বিবেচনা করা সম্ভবপর হয় । ধন্যবাদ ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

মোহাম্মদ জাহাংগীর হোসেন
উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি
ও কর্মশালা পরিচালক

'স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মশালায় ব্যাপক সংখ্যায় যোগদান করে আপনারা আমাদেরকে যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এই অংশগ্রহণকারী সকলকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। আমি অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আজকের সভার মাননীয় সভাপতি এবং মাননীয় প্রধান অতিথিকে । তিনি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বক্তব্য এখানে উপস্থাপন

করেছেন । স্থানীয় উদ্যোগকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করে কর্মশালার আলোচ্য বিষয়ে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করলেন ।

অনুষ্ঠানের প্রধান এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে যিনি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন যাঁর কর্মকান্ডের ভিত্তিতে আমরা ঘটনা সমীক্ষা পরিচালনা করেছি, তিনি খান মো: এনায়েত করিম, বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার অন্তর্গত ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন । পরবর্তী অধিবেশনে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরবেন । ভান্ডারিয়া থেকে বেশ কিছু সমাজসেবকও কর্মশালায় উপস্থিত আছেন যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও শ্রমসাধ্য প্রয়াসের মাধ্যমে ভিটাবাড়িয়ায় এই উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে । তাঁরা কষ্ট স্বীকার করে আমাদের এখানে এসেছেন সেজন্য আমি তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যাঁরা দূর-দূরান্ত থেকে আমাদের এখানে এসেছেন এবং এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করছেন । আমাদের কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে এই কর্মশালাকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন সেজন্য আমরা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনাদের ক্ষেত্র পর্যায়ে কর্মের যে অভিজ্ঞতা, তা থেকে আমরা আমাদের চিন্তার পরিমন্ডলকে সমৃদ্ধ করতে পারব আপনাদের কাছ থেকে আগামী দু'দিন অনেক কিছু শিখতে পারব এবং এবিষয়ে আপনারা ফলবান সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন বলে আশা করি । ধন্যবাদ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৯৫
(১১:০০-১৩:৩০)

সভাপতি

ড: বোরহানউদ্দিন খান জাহাংগীর
সভাপতি ও অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কার্যক্রম

ক. প্রবন্ধ উপস্থাপন

খ. নির্ধারিত আলোচনা

গ. মুক্ত আলোচনা

ঘ. সভাপতির ভাষণ

উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগ: একটি ঘটনা সমীক্ষা*

মোহাম্মদ জাহাংগীর হোসেন
আ,ক,ম, মাহবুবুজ্জামান

১.০ ভূমিকা

১.০.১ স্থানীয় উদ্যোগে সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে সার্বিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জন এবং পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন সাধনের উপযোগী স্বাধীন ও স্বনির্ভর স্থানীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত দুরূহ কাজ । আমাদের দেশে উন্নয়ন গতিধারার বিকাশে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । স্থানীয় উদ্যোগে এধরনের স্বনির্ভর উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তোলা জটিল তবে একেবারে অসম্ভব নয় ।

১.০.২ পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানাধীন ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে এ ধরনের একটি বাস্তবানুগ অথচ আধুনিক অব-কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোকে কর্মোপযোগী ও বাস্তবসম্মতভাবে পরিমার্জনের একটি নিরীক্ষার সন্ধানও পাওয়া যায় এই উদ্যোগের মধ্যে । বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের গ্রাম সমীক্ষা কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে গিয়ে কেন্দ্রের জনৈক অনুষদের দৃষ্টিতে বিষয়টি প্রথমে ধরা পড়ে । অত:পর বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণরত কর্মকর্তাদের ছোট একটি দল এবিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালায় । তাঁদের মতামত অনুসারে এই প্রচেষ্টা আমাদের দেশের গ্রাম উন্নয়নে সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে । গ্রাম উন্নয়নের যে কর্ম-পদ্ধতি এখানে গড়ে উঠেছে তাতে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনের অবকাশ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ।

১.০.৩ উল্লিখিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় স্থানীয় উদ্যোগে এই ইউনিয়নে পাকা ও কাঁচা রাস্তার দু'ধারে অর্থকরী ফসলের চাষ এবং বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে । ইউনিয়নের প্রায় সকল বাড়িতে সেনিটারী পায়খানা স্থাপিত হয়েছে । এ এলাকায় জনসাধারণের কেউ ধুমপান করেনা । ইপিআই কর্মসূচি প্রায় ১০০ ভাগ সফল হয়েছে; গণশিক্ষা কর্মসূচি এগিয়ে চলছে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে ইউনিয়ন পরিষদকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রচলিত ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোর পরিবর্তন করে কর্মক্ষম করার নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে ।

---

* ২৯ জানুয়ারী কর্মশালার প্রথম কর্মঅধিবেশনে পঠিত মূল প্রবন্ধ

১.০.৪ ইউনিয়নের গরীব জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও প্রয়াস রয়েছে এই উদ্যোগের মধ্যে । এসমস্ত বিরল সাফল্য অর্জিত হয়েছে বহিরাগত কোন সংস্থা অথবা দাতাগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা ছাড়াই । তবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকেনি । এই এলাকায় পর্দা প্রথা, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্যাও বিরাজ করছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায় ।

১.১ নিবন্ধ প্রণয়নের যৌক্তিকতা

১.১.১ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত দেশের উন্নয়নে আলোর নিশানা হয়ে উঠতে পারে বিবেচনা করে এবিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় । তাছাড়া স্থানীয় উন্নয়নের কোন্ কোন্ বিষয়ে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, এসব বিষয়ে কতটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এই কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ কতটা এবং কী ধরনের, এসকল বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় পরবর্তীতে আবারও একটি সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান পরিচালিত হয় । কেন্দ্রের দু'জন অনুষদ এই অনুসন্ধানে অংশ নেন।

১.১.২ গ্রাম উন্নয়নের প্রচেষ্টা আমাদের দেশে নতুন নয় । পল্লী উন্নয়ন একাডেমীসহ বিভিন্ন সংস্থা এ বিষয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্ত উদ্যোগ বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় নিরীক্ষাধীন রয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে এ সমস্ত মডেল আরোপিত বলে প্রতিভাত হয় । প্রাথমিক অনুসন্ধানে ভিটাবাড়িয়ার উদ্যোগ ভেতর থেকে অংকুরিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয় । স্পষ্ট হয়ে উঠে এই উদ্যোগের স্বাতন্ত্র্য । তবে এসম্পর্কে চূড়ান্ত কোন মন্তব্য করা সময় ও তথ্যসাপেক্ষ বিষয় । ব্যাপক গবেষণা অথবা সমীক্ষা পরিচালিত হলে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের এই প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণ সম্ভব হতে পারে বলে মনে হয় ।

১.১.৩ উল্লিখিত বাস্তবতার আলোকে (ক) স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভিটাবাড়িয়ায় অনুসৃত কর্মপদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ; (খ) স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ; (গ) চিহ্নিত কর্মপদ্ধতি/রূপরেখার অন্যান্য স্থানে প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে পর্যালোচনা; এবং (ঘ) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্য সামনে রেখে এই

নিবন্ধ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ নিবন্ধ প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি

১.২.১ নির্ধারিত এলাকায় সরজমিন পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে এই নিবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। অনুসন্ধান কালে জনসাধারণের সাথে ব্যাপক মত বিনিময় হাট, বাজার, সভা, সমিতি ও বিভিন্ন স্থানে গমন, বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও প্রত্যক্ষকরণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতাই এর মূল উপজীব্য। মতামত বিনিময়ে কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৩ নিবন্ধের সীমাবদ্ধতা

১.৩.১ এই নিবন্ধে আলোচিত বিষয়সমূহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাধারণতঃ এধরনের পদক্ষেপ সুদূর প্রসারী ফলাফল সৃষ্টি করে থাকে, যা তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত অথবা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। বর্তমান নিবন্ধে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা অবধারিতভাবেই রয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। মাত্র এক সপ্তাহের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিবন্ধটি রচিত হয়েছে, ফলে সমস্যার সরূপ উদঘাটন এবং গৃহীত পদক্ষেপের বাস্তব চরিত্র বিশ্লেষণে নিবন্ধের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।

১.৩.২ বর্ণিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিবন্ধটি স্থানীয় উদ্যোগে অর্জিত উন্নয়ন সাফল্যের বিরল একটি দৃষ্টান্ত জনসমক্ষে তুলে ধরবে বলে আশা করা যায়। এই দৃষ্টান্ত দেশের অন্যত্র প্রয়োগোপযোগী হলে তা সারা দেশের উন্নয়নে বৈপ্লবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। উন্নয়ন কর্মী এবং গবেষকদের দৃষ্টি এই দৃষ্টান্তের প্রতি আকৃষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

২.০ স্থানিক বর্ণনা

২.০.১ বরিশাল বিভাগের সুন্দরবন সংলগ্ন সমুদ্র তীরবর্তী পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার উত্তরপূর্ব দিকে 'পুনা' এবং তার শাখা 'কচা' নদী দ্বারা বেষ্টিত ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন। ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ২১,৯১৭ জন। ইউনিয়নে মোট গ্রামের সংখ্যা ৪টি - শিয়ালকাঠি, মেদিরাবাদ-তারাবুনিয়া, উত্তর ভিটাবাড়িয়া এবং দক্ষিণ ভিটাবাড়িয়া। ইউনিয়নে মৌজার সংখ্যা ৪টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩টি, মাদ্রাসার সংখ্যা ১৫টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টি, গভীর ও

অগভীর নলকূপের সংখ্যা ২৩৫টি, সমাজকল্যাণ কেন্দ্র ১টি, পাকা ইট বিছানো সড়ক ৫টি (১০ কি:মি:) এবং কাঁচা সড়ক ৫টি (৩০ কি:মি:) । ইউনিয়নটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে ।

২.০.২ জোয়ারভাটা এলাকায় অবস্থিত এই ইউনিয়নের অধিবাসীদের পেশা কৃষিকাজ, সুন্দরবনে বাওয়ালীর কাজ করা, নৌকা চালানো, গোলপাতা এবং হোগলার ব্যবসা করা । এলাকার প্রধান ফসল ধান, পান, কলা, সুপারী, নারিকেল, কলাই, পেঁপে, পেয়ারা প্রভৃতি । অবস্থানগত কারণেই অসীম সাহসী এই এলাকার লোকজন । এলাকার প্রবীণ প্রায় সকল পুরুষেরই সুন্দরবনে গিয়ে গোলপাতা সংগ্রহের অভিজ্ঞতা রয়েছে । অনেকের আবার রয়েছে বাঘের সাথে লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কারো বা নিকটাত্মীয়, পিতা, ভাই বা জ্ঞাতি বাঘের থাবায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন । একটু আলাপ করলেই বুঝা যায় সুন্দরবনের নদীতে কুমীর, ডাংগায় বাঘ আর সর্প সংকুল পরিবেশে বাওয়ালী হওয়ার নেশা এখনও এদের রক্তে লেগে আছে । ছোট ছোট নদী আর খালে ভরপুর ইউনিয়নটি । অতিথিপরায়ণ এবং বিপদে আপদে পীর-মুর্শিদের দোয়া, কালাম ইত্যাদিতে জনসাধারণের গভীর বিশ্বাস । মহিলারা অত্যন্ত পর্দানশীন। চলাফেরা করেন সাধারণত: বোরখা পরে এবং প্রায় অবধারিতভাবেই প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটি ছাতা। এই ছাতা সব সময়েই যে রোদ বৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য তা নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পথে প্রান্তরে পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যই তা ব্যবহৃত হয় । এমন কি স্কুলগামী বালিকারাও এর ব্যতিক্রম নয় । এলাকার প্রায় ৭০% মানুষ মুসলমান ধর্মাবলম্বী, বাকী ৩০% হিন্দু । ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বিদ্যমান । সুন্দরবনে বাওয়ালীর কাজে পারিশ্রমিক তুলনামূলকভাবে বেশী । কৃষি শ্রমিকের গড়পড়তা মজুরী ৪০ টাকা । এলাকায় বহু বিবাহের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশী । অধিকাংশের সন্তান সংখ্যা ৫/৬ এর অধিক । জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে কম ।

২.০.৩ ভান্ডারিয়া নদীবন্দর হিসেবে অনেকদিন আগে থেকেই প্রসিদ্ধ । কলা এবং পান বোঝাই নৌকা, লঞ্চ ও কার্গো প্রতিদিন রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য প্রান্তে চলাচল করে এই নদীবন্দর থেকে । ভান্ডারিয়া থানায় ইউনিয়ন সংখ্যা ৭টি

তারমধ্যে ভিটাবাড়িয়া অন্যতম । ইউনিয়নটি বাংলাদেশের আর দশটি ইউনিয়নের মতই । গরীব জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই অধিক, তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য বলতে হবে । বেশীর ভাগ বাড়ীঘর সুন্দরবনে গোলপাতার ছাউনী দিয়ে নির্মিত ।

২.০.৪ ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান খান মো: এনায়েত করিম সদউদ্যোগে ইউনিয়নটির উন্নয়নকল্পে বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন । উদ্যোগ ও পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছে ১৯৯২ সাল থেকে । ইতোমধ্যে তা সাড়া জাগিয়েছে ইউনিয়নের প্রতিটি ঘরে ঘরে, থানার অন্যান্য ইউনিয়নে এবং জেলার অন্যান্য থানায় ।

২.১ গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (গ্রাউক)

২.১.১ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে ৪টি গ্রাম, সেগুলোর নাম : (১) উত্তর ভিটাবাড়িয়া (২) দক্ষিণ ভিটাবাড়িয়া (৩) উত্তর শিয়ালকাঠি এবং (৪) মেদিরাবাদ তারাবুনিয়া । ১৯৯৩ সনের হিসাব অনুসারে ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ২১,১১৭ জন । বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো অনুসারে ইউনিয়নে মোট ৩টি ওয়ার্ড এবং ৯জন নির্বাচিত ইউপি সদস্য রয়েছেন ।

২.১.২ ৩টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিকে ১০টি করে গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এধরনের প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন কমিটির পরিবার সংখ্যা ৮০ থেকে ১০০টি । সমগ্র ইউনিয়নে মোট ৩০টি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয় । গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ :

প্রধান উপদেষ্টা	১ জন	(ইউপি চেয়ারম্যান)
সমন্বয়ক/উপদেষ্টা	১ জন	(ইউপি সদস্য)
সভাপতি	১ জন	(গ্রামের বাসিন্দা)
সম্পাদক	১ জন	"
কোষাধ্যক্ষ	১ জন	"
সদস্য	৪ জন	
মোট	= ৯ জন	

ইউনিয়ন পরিষদের সংগে যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ১ জন নির্বাচিত ইউপি সদস্য এবং ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে সংযুক্ত রাখা হয়েছে ।

২.১.৩ ১৯৯৪ সালে নতুনভাবে মূল্যায়ন করে প্রতি ওয়ার্ডে গ্রাম কমিটির সংখ্যা ৯টি করে বিণ্যস্ত করা হয়েছে। ফলে ১ জন ইউপি সদস্য ৩টি গ্রাউকের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। বর্তমান কাঠামোয় গ্রাউকের সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে ১১তে উন্নীত করা হয়েছে। প্রতি গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে গ্রামের ১জন বর্ষীয়ান ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পদে এবং ১জনকে সদস্য পদে মনোনীত করা হবে। নতুন কাঠামোতে বিভিন্ন পেশা থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ এবং কমপক্ষে ১জন মহিলা সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯২ সালে প্রথমবারের মত প্রতি গ্রামে পূর্বেই ঘোষণা দিয়ে সবার উপস্থিতিতে প্রত্যক্ষ মতামত ও হাত তোলা পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে কমিটি গঠনে পরোক্ষ মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

২.২ গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কার্যক্রম

গ্রাম উন্নয়ন কমিটি নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে :

ক) রাত্রিকালীন প্রহরার মাধ্যমে গ্রামের চুরি-ডাকাতি রোধ ও নিরাপত্তা বিধান;

খ) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি ও উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ;

গ) সরকারী ও খাস জমিসহ সকল রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা এবং বেকার দরিদ্রদের আয়ের সংস্থান;

ঘ) ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সহায়তা;

ঙ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরকরণ;

চ) নলকূপের পানি পান নিশ্চিতকরণ;

ছ) স্যানিটারী/স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

জ) মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন পেশা/ট্রেড ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) প্রকাশ্যে ধূমপান ও ধূমপান সামগ্রী বিক্রি বন্ধকরণ;

ঞ) সালিসের মাধ্যমে মামলা প্রবণতা হ্রাসকরণ ও সামাজিক শৃংখলা বৃদ্ধিকরণ;

ট) সাময়িকভাবে ছাগল পোষা নিবারণ এবং গরু/মহিষ বাড়ীতে বেঁধে রেখে পালন নিশ্চিতকরণ;

ঠ) পোনামাছ ধরা বন্ধকরণ ও সমবায়ভিত্তিক মৎস্য চাষ বৃদ্ধিকরণ;

ঙ) রবিশস্যের আবাদ বৃদ্ধির জন্য সাময়িকভাবে বাঁধ নির্মাণে সমবেত প্রচেষ্টা গ্রহণ;

চ) বিলের/ক্ষেতের জোঁক নিধন এবং বলদ/মহিষের অসুখ ও অকালমৃত্যু রোধকরণ;

ণ) সকল নাগরিককে স্ব স্ব ধর্মীয় উপাসনা ও কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ।

২.৩ গৃহীত কার্যক্রমের বর্ণনা

২.৩.১ **উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম** : ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে যে কোন বহিরাগত প্রথমেই যেটি টের পাবেন, তা হলো; ইউনিয়নের জনগণ তাদের সমস্যাবলী সমাধানে এবং নতুন কিছু করার বিষয়ে বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে । সবার মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার মানসিকতা গড়ে উঠেছে । শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষ-রোপণ ও পরিচর্যাকরণ, সমবায় ভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রভৃতি বিষয়সহ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে তৎপরতা বেড়েছে । জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের সাফল্য নির্দেশ করে । মাঝে মাঝে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি কার্যক্রম সাধারণ জনগণকে তাদের সমস্যা চিহ্নিতকরণে এবং স্বীয় উদ্যোগে সমাধান আনয়নে আরও তৎপর করে তুলেছে । এসমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে ছাপানো লিফলেটও বিতরণ করা হয়েছে অনেক সময়, যা জনমনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়েছে ।

২.৩.২ **রাত্রিকালীন গ্রাম প্রহরা** : গ্রাম উন্নয়ন কমিটির অধীনস্ত প্রতিটি পরিবারের একজন সক্ষম পুরুষ নিয়ে গঠিত ৭-সদস্যের একটি পাহারা দল সারা রাত ধরে তাদের জন্য নির্ধারিত এলাকা পাহারা দেয় । ফলে একটি পরিবারের ১জন সদস্য প্রতি মাসে ২বার (২ রাত) গ্রাম পাহারায় নিযুক্ত থাকে । এদের গ্রাম পাহারা নিশ্চিতকরণের জন্য গ্রাউক সদস্যবৃন্দ পালাক্রমে তদারক ও পরিদর্শন করেন । রাত ১১টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত বহিরাগত কেউ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে প্রবেশ করতে পারে না । এমনকি ঐ গ্রাম বা ইউনিয়নের লোকও রাতে পূর্ব অনুমতি ব্যতীত চলাচল করতে পারে না । এর ফলে বিগত ২ বছরে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে কোন চুরি-ডাকাতি বা রাহাজানি ঘটেনি। গাছের ফল, ক্ষেতের ফসল প্রভৃতি অটুট দেখে বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে, এটি বাংলাদেশের একটি ইউনিয়ন । এলাকায় পাহারা প্রবর্তনের ফলে সুপারি, পান, নারিকেল এবং কলার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে । কাঁচা সুপারি কেউ এখন ছিঁচকে

চোরের ভয়ে বিক্রি করেনা । ফলে এসব পণ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৩.৩ রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণ : ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ এই ইউনিয়নের সফলতম উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম । ইউনিয়নভুক্ত সকল সরকারী রাস্তার দু'পাশে এবং খাস জমিতে কলা গাছ লাগানো হয়েছে ৪৫,০০০টি, কলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে ২০,০০০টি কাঁঠাল এবং ৫,০০০টি মেহগনি, নিম প্রভৃতি বৃক্ষের চারা লাগানো হয়েছে বলে জানা গেছে । রাস্তার ফলবান কলাগাছ, পেঁপে এবং কাঁঠালের সারি যে কোন আগন্তুকের চোখ জুড়ানোর জন্য যথেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে । প্রতিটি কলাগাছ লাগানোর জন্য কলা চাষীর উপর ৩ টাকা করে খাজনা ধরা হচ্ছে । এর ১টাকা গ্রাউকের কার্যক্রমে এবং ২ টাকা ইউনিয়ন পরিষদের আয় হিসেবে গৃহীত হয় । দরিদ্র, বেকার ও রাস্তার পাশের জমির মালিকদের কলাগাছ লাগানোর অনুমতি দেয়া হয় । প্রতিটি কলাগাছ থেকে গড়ে বার্ষিক ৭০ টাকা করে আয় হয় । ফলে ইউনিয়ন পরিষদের আয় ও তহবিল গঠনের সংগে সংগে যুগপৎভাবে দারিদ্র দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণও সম্ভব হচ্ছে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে । ভবিষ্যতে কাঁঠাল গাছে ফল ধরলে প্রতি বছরের জন্য ১টি গাছ ২০ টাকায় লীজ দিয়ে স্থানীয় সরকারের তহবিল গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে । এতে এলাকায় কাঁঠালের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বেকার জনসাধারণের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে ।

২.৩.৪ ছাগল পালন নিষিদ্ধকরণ ও গৃহে গরু/মহিষ পালন : এই ইউনিয়ন ছাগল পালন নিষিদ্ধকরণ ও গরু/মহিষ বাড়িতে বেঁধে পালনের বিধান করা হয়েছে । রাস্তায় রোপিত বৃক্ষ, রবিশষ্য, শাক-সব্জি, ফলমূল, ক্ষেতের ফসল প্রভৃতি রক্ষার জন্য ৩ বৎসর মেয়াদী এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

২.৩.৫ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা : ইউনিয়ন ৬ বছর বয়স্ক শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রায় একশত ভাগ নিশ্চিত হয়েছে । ইউপি চেয়ারম্যানের নিজস্ব উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়নটি 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হয়েছে। ফলে নিয়মিত উপস্থিতি[1] ৯২% নিশ্চিতকরণ সহজতর হয়েছে । ব্র্যাক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমও এক্ষেত্রে পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে ।

---

১. উৎস: থানা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস, ভান্ডারিয়া ।

আরেকটি স্হানীয় উদ্যোগ এর সংগে যুক্ত করা হয়েছে । তাহলো- যে পরিবারের শিশু শিক্ষার জন্য খাদ্য (গম) পাচ্ছে, সে পরিবারের জন্য স্ল্যাবযুক্ত পায়খানার স্ল্যাব ক্রয় (কিস্তিতে) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুতরাং সহযোগী কার্যক্রম হিসেবে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ[২] পরিবারে স্ল্যাবযুক্ত পায়খানা নির্মাণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়েছে । অবশ্য সেনিটারী পায়খানা স্হাপনে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্হাও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে ।

২.৩.৬ **উন্মুক্ত স্হানে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ ও বিক্রি বন্ধকরণ** : ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে রাস্তা-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে, সভা-সমিতিতে প্রকাশ্যে ধূমপান করা হয়না । ইউনিয়নের কোন দোকানে ধূমপান সামগ্রী বিক্রয় করা হয়না । প্রথমে ইউপি চেয়ারম্যানসহ গ্রাম উন্নয়ন কমিটিসমূহ এ বিষয়ে সভা-সমিতি, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে ধূমপান পরিত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে । পরে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, প্রকাশ্যে ধূমপান করা ও বিক্রি করা নিষিদ্ধ । বেশ কিছু ধূমপায়ী ধূমপান পরিত্যাগ করেছেন। বাকীরা গোপনে ধূমপান করেন । প্রকাশ্যে ধূমপান কোথাও দেখা যায়নি।

২.৩.৭ **পোনা মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ ও সমবায় ভিত্তিতে মৎস্য চাষ** : বছরের তিন মাস যখন মাছের পোনা ৯ ইঞ্চির ছোট থাকে, তখন পোনা মাছ ধরা এই ইউনিয়নে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । গ্রাউক এটি তদারক করে নিশ্চিত করে । তবে এখনও গোপনে কেউ কেউ পোনা ধরে বলে সংবাদ পাওয়া যায়, প্রকাশ্যে নির্দিষ্ট ৩ মাসে কেউ পোনা মাছ ধরেনা । পুরাতন পুকুর, ছোট খাটো ডোবা-নালা, বিল প্রভৃতি স্হানে সমবায় ভিত্তিতে মৎস্য চাষের ব্যবস্হা নেয়া হয়েছে এবং বেকার যুবক, দরিদ্র ব্যক্তি এবং পুকুরের মালিকদের যৌথ ব্যবস্হাপনায় এগুলো পরিচালিত হচ্ছে ।

২.৩.৮ **নলকূপের পানি পান ও গৃহস্হালী কাজে ব্যবহারকরণ** : এ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে । প্রতিটি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ইউনিয়নের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ লোকই এখন বিশুদ্ধ পানি হিসেবে নলকূপের পানি পান করেন । তবে গৃহস্হালীর অন্যান্য কাজে নলকূপের পানি ব্যবহারের হার শতকরা

---

২. উৎস: সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ।

১০ ভাগের বেশী নয় । নলকূপের স্বল্পতা এবং নলকূপের পানিতে লৌহ পদার্থের পরিমাণ বেশী বলে জনগণ রান্না, কাপড় ধোয়া ও বাসন মাজার ক্ষেত্রে নলকূপের পানি ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছে না।

২.৩.৯ সাময়িক বাঁধ নির্মাণ : এলাকাটি সমুদ্র উপকূল থেকে কাছে বলে জোয়ার ভাটার পানি খালের মাধ্যমে ইউনিয়নের মধ্যে চলাচল করে । শীত মৌসুমে বিভিন্ন খালে সাময়িকভাবে বাঁধ নির্মাণ করা হলে রবিশস্যের আবাদ করা সম্ভব । কিন্তু বাঁধ নির্মাণ ব্যয়সাধ্য বিষয় বলে কারও একার পক্ষে তা করা সম্ভব হতোনা এবং রবিশস্যের আবাদও তেমন হতোনা । বর্তমানে সমবেত প্রচেষ্টায় গ্রাউকের তত্ত্বাবধানে ৩২টি খালে এরূপ সাময়িক বাঁধ নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে । অপরদিকে গরু, মোষ এবং হাঁসের অত্যাচার না থাকায় ইউনিয়নে রবিশস্যের ফলন বেশী হচ্ছে । বিশেষত খেসারি কলাইয়ের চাষ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । জোয়ারের পানি সরে গেলে প্রায় বিনা চাষে খেসারি কলাই ও অন্যান্য রবিশস্যের বীজ বপন করা হয় । রবিশস্যের অধিক ফলন একদিকে যেমন কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে অপরদিকে গবাদি পশুর আহার যোগাচ্ছে । এলাকায় বিনাচাষে আলু আবাদের একটি নতুন ধারণা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এই প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

২.৩.১০ জোঁক নিধন : গ্রাউকের মাধ্যমে বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষকদেরকে জোঁক নিধনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে । বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে চাষীরা বিল এবং জলা এলাকায় চাষ করতে যাওয়ার সময় বাঁশের চোংগায় সোডা ও চুনের পানির মিশ্রণ জোয়ালের এককোণে বেঁধে নিয়ে যান এবং বলদের গায়ে জোঁক লাগালে সেগুলোকে ধরে চোংগার মধ্যে ফেলে দেন । এভাবে সমবেত প্রচেষ্টায় মাঠে জোঁকের প্রকোপ কমে আসে । বলদ অসুস্থ হয়ে আর অকাল মৃত্যুতে পতিত হয়না । এটা একটা লাগসই স্থানীয় প্রযুক্তি হিসেবে এলাকার গো-সম্পদ রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

২.৩.১১ সালিস ব্যবস্থাপনা : থানায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে ফৌজদারী মামলার সংখ্যা বিগত দু'বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে । এটা সম্ভব হয়েছে গ্রাউকের সালিস প্রথার মাধ্যমে । সালিসে বিবাদ নিষ্পন্ন

হচ্ছে বলে জনগণ অর্থ খরচ করে থানা-পুলিশ এবং কোর্ট-হাজত করছে কম। এতে শুধু অর্থের অপচয় হ্রাস পায়নি, শান্তি-শৃংখলাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মনে হচ্ছে বহুকাল পূর্বের গ্রাম্য-সালিস প্রথা এখানে আবার বলবৎ হয়ে মানুষকে হয়রানী থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে।

২.৩.১২ মানব-সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান : এসএসসি, এইচএসসি বা ডিগ্রী পরীক্ষার পরে ছাত্রদের অবকাশকালীন সময়ে বেকার যুবকদের এবং দরিদ্র, ভূমিহীন-কৃষক ও মজুরদের কৃষি, বৃক্ষরোপণ, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী পালন, পশু-চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে সাময়িক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে ইউনিয়ন পরিষদ একদিকে যেমন আত্ম-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অনেককে প্রশিক্ষিত করছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় প্রয়োজনে দক্ষ মানুষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু করেছে।[3] স্থানীয় কৃষক, জেলে প্রভৃতি সম্প্রদায়কে প্রচলিত ফসল ও মাছের রোগ নির্ণয়, প্রতিকার ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন এবং বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে উদ্বুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা স্থানীয় পর্যায়ে একটি ফলপ্রসূ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

.৩.১৩ ধর্মীয় উপাসনায় উদ্বুদ্ধকরণ : ইউনিয়নে মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থানও উল্লেখযোগ্য। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম পালনের জন্য একটি বড় আকারের সমাবেশস্থল নির্মাণ করা হয়েছে। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। অপরদিকে প্রতিটি মসজিদে একটি করে রেজিষ্টার রেখে স্থানীয় প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের তালিকা রাখা হয়েছে। প্রতি শুক্রবারে আবশ্যিকভাবে এবং প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের নামাজের ওয়াক্তে অনিয়মিতভাবে প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমদের হাজিরা নেয়া হয়। অনুপস্থিতির জন্য কোন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়না, কিন্তু এতে সামাজিক লজ্জা এড়াতে উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে। এতে যুবকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটেছে বলে জনগণের বিশ্বাস।

৩. ব্যর্থতা ও প্রতিবন্ধকতা

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাংলাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। এখানে গৃহীত কার্যক্রমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে।

৩. কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সুচারুরূপে সংরক্ষিত না হওয়ার ফলে এবিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যা ও তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব হয়নি।

৩.১.১ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় গৃহীত কার্যক্রমের প্রভাব :

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ সরাসরি বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ লাভ করেননি । কেননা গ্রাউক গঠনে বয়োজ্যেষ্ঠ, সম্পদশালী, উচ্চ বংশীয়, শিক্ষিত, প্রাক্তন মেম্বর প্রভৃতি পদের ব্যক্তিবৃন্দকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এতে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো গ্রাউকের মাধ্যমে সহায়ক শক্তি হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা দিচ্ছে । এছাড়া, যেকোন নতুন কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা তৃণমূল পর্যায় বা নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে (গ্রাউক থেকে ইউনিয়ন পরিষদে) গ্রহণের কৌশল প্রয়োগের ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্পৃক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে ।

৩.২ নেতৃত্ব

৩.২.১ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব খান এনায়েত করিম পরপর দু'টি নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন । তঁার পিতামহ ও পিতা যথাক্রমে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে বহুবার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত ছিলেন । বৃটিশ আমল থেকে এযাবত সর্বসাকুল্যে ৪টি টার্মে অন্য লোক চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, বাকী সময়গুলোতে বর্তমান চেয়ারম্যান পরিবারেই পদটি বারংবার সংরক্ষিত হয়েছে । উত্তরাধিকার সূত্রের নেতৃত্ব (যা বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় বিশেষ ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে) জনাব খানের আমলে অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে । জনাব খান একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং একটি রাজনৈতিক দলের থানা পর্যায়ের নেতা ছিলেন । তঁার পরিচিতির গন্ডী ব্যাপক এবং তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ক্ষমতার অধিকারী । ব্যক্তি জীবনে তিনি অমায়িক, মিশুক ও পরোপকারী । বংশ পরিচয়, রাজনৈতিক পরিচিতি, ব্যক্তিগত আচরণ ও নিষ্ঠা তঁার কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর ও ফলপ্রসূ করেছে ।

৩.২.২ জনাব খান মোঃ এনায়েত করিমের নামে কোন ব্যাংক ঋণ নেই এবং তিনি অন্যকে ঋণ প্রদানের জন্য কোন তদ্বির করেন না বলে স্থানীয় সোনালী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারগণ জানিয়েছেন । কৃষি বিভাগের থানা কর্মকর্তার মতে তিনি তার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এধরনের কর্মতৎপর, বিচক্ষণ এবং কুশলী নেতৃত্ব আর কোন ইউনিয়ন বা থানায় দেখেননি । কয়েকজন সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর সাথে আলাপকালে তঁারা মত প্রকাশ করেন, জনাব খান এনায়েত করিমের নেতৃত্ব প্রদানের

ক্ষমতা বরিশাল বিভাগের হাতে গোনা কতিপয় শীর্ষ স্থানীয় নেতার সমপর্যায়ের । তাঁর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এমন একজন পরাজিত প্রার্থীর মতে "জনাব এনায়েত প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব । তবে কয়েকজন ব্যক্তি জনাব এনায়েত করিমকে একরোখা, গোঁয়ার এবং স্বৈরাচারী বলে আখ্যায়িত করেছেন । তাদের ভাষায় 'চেয়ারম্যানের পেটোয়া ও সন্ত্রাসী বাহিনীর ভয়ে এলাকার লোকেরা অত্যাচার সহ্য করে, প্রতিবাদ করেনা এবং মুখ খোলে না, চেয়ারম্যান একজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক, তিনি নিজের মতামত অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন ।' এধরনের মতামত পোষণকারীর সংখ্যা অবশ্য খুবই নগণ্য এবং তাদের দাবীর যৌক্তিক ভিত্তি জোরালো বলে অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়নি।

৩.৩ **ভূমি কর বিষয়ক রাজস্ব আদায় :** ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে সর্বাধিক ৭৭.২৬% ভূমি কর হিসেবে সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে । ভান্ডারিয়া থানায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এটি একটি রেকর্ড । উল্লিখিত বছরে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,৫১,৫৬৯.০০ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ছিল ১,৯৪,২৯৩.০০ টাকা । থানার সহকারী কমিশনার (ভূমি) জানিয়েছেন এই অর্থ আদায় হয়েছে 'সার্টিফিকেট' ইস্যু ছাড়াই । ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের আন্তরিক এবং ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন । থানার অন্যান্য ইউনিয়নে ১৯৯৩-৯৪ সালের রাজস্ব আদায়ের একটি তালিকা[4] এখানে উল্লেখ করা হল :

ইউনিয়ন নং	ইউনিয়নের নাম	১৯৯৩-৯৪ সালে রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা	১৯৯৩-৯৪ সালের প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হার	মন্তব্য
১	ভিটাবাড়িয়া	২,৫১,৪৬৯.০০	১,৯৪,২৯৩.০০	৭৭.২৫	সার্টিফিকেট ছাড়া
২	ভান্ডারিয়া	৩,৫১,৪৪৫.০০	১,৫৮,৩৫২.০০	৪৫.০৫	
৩	নদমূলা	২,৭৫,০২৪.০০	২,০৫,৮৫৪.০০	৭৫.০০	
৪	ধাওয়া	২,৩৩,৭৯৬.০০	১,৬৫,১২০.০০	৭০.৬৫	
৫	গৌরীপুর	১,৬২,১৭৯.০০	১,২০,৯৫২.০০	৭৪.৫৭	
৬	তেলীখালি	৩,৫১,৪৪০.০০	১,২০,৯৬২.০০	৩৪.৪২	
৭	ইকরি	৩,৪০,২৮১.০০	২,৫০,৫১৫.০০	৭৬.৫৫	
	মোট	১৯,৬৫,৬৩৪.০০	১২,২৬,০৪৮.০০	৬২.৩৭	

৪. উৎস: ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ভান্ডারিয়া থানার রাজস্ব আদায়ের খতিয়ান, সহকারী কমিশনার (ভূমি)র কার্যালয় ।

৩.৪ কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধনে স্থানীয় উদ্যোগের সাফল্য : স্থানীয় উদ্যোগে কর্মসংস্থানে ক্ষেত্রে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন অগ্রসরমাণ সাফল্য প্রদর্শন করছে । বেকার ও দরিদ্রদের কলাগাছ রোপণের সামান্য খাজনার বিনিময়ে সুযোগ দেয়ার ফলে তাদের কর্মসংস্থান ও আয় বেড়েছে । সমবায় পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ কর্মসংস্থানে নতুন মাত্রা যোগ করেছে । নার্সারী প্রতিষ্ঠা এবং বৃক্ষরোপণও ভবিষ্যত কর্মসংস্থানের দিক নির্দেশ করছে । সেনেটারী পায়খানা নির্মাণের মধ্য দিয়ে অনেকের কর্মসংস্থান হয়েছে । সহায়ক কর্মসংস্থান হিসেবে আরও কিছু বিষয় যুক্ত হয়েছে । যেমন: কলা চাষ ও কলার ব্যবসা, মাছের ব্যবসা প্রভৃতিতে মানুষের টাকা বিনিয়োগ ও লাভ প্রাপ্তির সুযোগ এসেছে । রাস্তার কাজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ ঘটছে । নৌকা ও লঞ্চ নির্মাণ এবং সেই খাতে টাকা লগ্নীর হার বেড়েছে । খালে মৌসুমী বাঁধ দেয়ার ফলের এলাকায় রবিশস্য বিশেষ করে খেসারি কলাইয়ের চাষ লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । অর্থকরী ফসল এর বাজার মূল্য চড়া হওয়ায় কৃষক লাভবান হচ্ছে । এলাকায় পাহারা প্রবর্তনের ফলে অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে । ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৩.৫ জনসংখ্যা সমস্যা : ইউনিয়নটির মুসলিম জনগণ একটু বেশী মাত্রায় ধর্মপ্রবণ এবং সেকারণে রক্ষণশীলতার অধিকারী । এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা তথা জনসংখ্যা সমস্যার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয় ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম তালিকার শীর্ষে স্থান পেলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ ও প্রচারণা সীমিত । এ বিষয়ে এই ইউনিয়নে যথাযথ অগ্রগতি হয়নি বলে মনে হয় । দক্ষিণ ভিটাবাড়িয়া গ্রামের ১২০টি নমুনা পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপাত্তে দেখা যায় যে, শতকরা ৩৮ ভাগ পরিবারে ৬ ও ততোধিক সদস্য বিদ্যমান ।[৫] অধিকাংশ সক্ষম দম্পতিরই সন্তান সংখ্যা ২/৩ এর অধিক এবং প্রায়শ:ই এই সংখ্যা ছয়েরও অধিক ।[৬] এলাকায় পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহেরও প্রবণতা রয়েছে ।

---

৫. উৎস: ত্রয়োদশ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রাম-সমীক্ষা কার্যক্রম রিপোর্ট, জুন ১৯৯৪

৬. উৎস: সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ।

৩.৬ স্থানীয় সম্পদ আহরণ : ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ইউনিয়নে কর (Holding Tax) ধার্য করা হয়েছিল ১,১০,০০০/- টাকা, আদায় হয়েছে ৫০,৫৬৬/- টাকা অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ । এই হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রসরতা লক্ষ্য করা যায়নি । তাই বিষয়টি আশা-ব্যঞ্জক নয় । স্থানীয় সম্পদ আহরণের নতুন খাত 'রোপিত কলা গাছ থেকে খাজনা আদায়' ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তা আশাপ্রদ ছিলনা । শতকরা ২০ ভাগ খাজনা আদায় হয়েছে । তবে কলার মৌসুমে খাজনা আদায়ের সম্ভাবনা আছে ।

৩.৭ গ্রাউক কার্যক্রমের শৈথিল্য : গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করে যাচ্ছেন । ৯২ সালে কমিটি সদস্যদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা তীব্র ছিল, ৯৩ সালে কিছুটা ভাটা পড়লেও তেমন অসুবিধা হয়নি । ৯৪ সালে আগ্রহ ও উদ্দীপনায় আরেকটু কমতি লক্ষ্য করা গেছে । সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা ভিত্তিতে দায়িত্ব পালনের মানসিকতা কতদিন ধরে রাখা সম্ভব হবে, সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে । দু'একটি গ্রাউকের কার্যক্রম নিরীক্ষা করে খাতা-পত্র ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে । তদারকীর ক্ষেত্রে আলস্যের ফলে দু'একটি গ্রামে নৈশ প্রহরায় শৈথিল্য এসেছে । প্রথম দিকে নৈশ প্রহরায় অতিরিক্ত কড়াকড়ি ইউনিয়নবাসীদের অনেকে মেনে নিতে পারেননি বলে মনে হয়েছে ।

৩.৮ জরিপ ও খাতা-পত্র ব্যবস্থাপনা : ইউনিয়ন পরিষদ ১৯৯২ সাল থেকে বিবিধ বিষয়ে কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । তাদের সাফল্যের খতিয়ানও তাৎক্ষণিকভাবে চোখে পড়ার মত । কিন্তু সে সময়ের কোন 'বেইস লাইন বা বেঞ্চ মার্ক সার্ভে' না থাকার কারণে সাফল্য মূল্যায়ন যথার্থভাবে করা সম্ভব হচ্ছেনা । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন কমিটির পরিবার সংখ্যার সঠিক তালিকা, সরকারী রাস্তার প্রকৃত পরিমাণ, কলাগাছ ও কাঁঠাল গাছ রোপণের প্রকৃত সংখ্যা, জলরোধক পায়খানা না থাকা বাড়ীর সংখ্যা, প্রকৃত বেকার ও ভিখারির সংখ্যা প্রভৃতির কোন জরিপ ভিত্তিক তালিকা সংরক্ষণ করা হয়নি । ফলে এসব বিষয়ে প্রাপ্ত সাফল্য এবং বছর-ওয়ারী খতিয়ান মেলানো সম্ভবপর নয় । এমনকি এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ও হিসাব না থাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সহ অন্যান্য কার্যক্রমে প্রাপ্ত সাফল্যের প্রকৃত হিসাব প্রদান কষ্টকর । বিষয়টি অবশ্য এখন পরিষদের দৃষ্টিতে আনা হয়েছে এবং হয়তঃ ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃত হিসাবে খাতাপত্রে পাওয়া

সম্ভব হবে ।

৩.৯ কতিপয় ইউপি সদস্যের বিরোধিতা : ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে নবতর পদ্ধতিতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের কতিপয় (তিনজন) সদস্য । তাঁদের বক্তব্য অনুসারে; প্রথমতঃ গ্রাউক সংস্থির মাধ্যমে তাঁদের প্রাপ্য ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে, এমনকি পরিষদকে অকার্যকর বা পাশ কাটানো হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ তাঁদের নিজস্ব পাড়ায়/গ্রামে/ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় ও ইচ্ছানুসারে উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে । ফলে দ্রুত তাঁদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাঁদের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে । তৃতীয়তঃ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কতিপয় সিদ্ধান্ত ইউনিয়নে বলবৎ করেছেন যা অযৌক্তিক এবং ক্ষমতা বহির্ভূত । যেমনঃ ছাগল পোষা বন্ধকরণ, ধূমপান নিষিদ্ধকরণ এবং নামাজের ক্ষেত্রে হাজিরা প্রথা চালুকরণ ।

৪. পর্যালোচনা

৪.১ ভিটবাড়িয়াতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব সৃজনশীল, উদ্যমী এবং নিবেদিত প্রাণ হলে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা সফল করা সম্ভব । এ জন্য সম্পদ সংগ্রহ এবং অবকাঠামোগত প্রতিকূলতা থাকলেও সৃজনশীলতা, সততা এবং সদিচ্ছা দ্বারা তা অতিক্রম করা সম্ভব । যেমন ভিটাবাড়িয়াতে সামাজিক প্রণোদনা সৃষ্টির মাধ্যমে রাস্তার চালের পতিত জমিতে অর্থকরী ফসল, কলার চারা রোপণের মাধ্যমে একটি প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল । ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়া স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হয় এবং আগ্রহের সৃষ্টি করে । এই উদ্যোগ থেকে কৌশলী নেতৃত্ব (এক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান) স্থানীয় সরকারের তহবিল গঠনের জন্য কলাচাষীদের উপর কর নির্ধারণ করেন । সমগ্র ইউনিয়নে ১ লক্ষ কলার চারা রোপণের পরিকল্পনা করা হয়। এই উদ্যোগ থেকে স্থানীয় পর্যায়ের অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকা আয়ের একটি সম্ভাবনাময় উৎস এভাবে আবিস্কৃত হয় । দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে একেকটি কলাগাছ থেকে একজন চাষী বৎসরে গড়ে ৫০ টাকা আয় করে থাকেন । ৫০টি কলাগাছ লাগিয়েছেন এরকম একজন চাষীর ২ বৎসরে ৭ থেকে ১০ হাজার

টাকা নগদ অর্থ আয় হয়। আর এই সময়ের জন্য চাষীর ওপর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কর নির্ধারিত হয় ১৫০ টাকা । যেহেতু কলা একটি অর্থকরী ফসল - চাষীর নগদ প্রাপ্তির সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কর আদায় অসম্ভব মনে হয়না ।

৪.২ ১৯৯২ সালেও ভিটাবাড়িয়া এলাকায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক । বিশেষ করে সিঁধেল ও ছিচঁকে চুরি, ছোট খাটো ডাকাতি, গাছ থেকে কলা, পেঁপে, ডাব, নারিকেল, সুপারি এবং হাঁস-মুরগী চুরি করা এসব ছিল প্রতিদিনের ঘটনা । জনসাধারণ ক্ষেতের ফসল এবং সহায় সম্বল রক্ষার জন্য দুঃচিন্তায় আচ্ছন্ন থাকত । প্রতিদিন এরকম অসংখ্য অভিযোগ আসতো চেয়ারম্যান মেম্বরদের কাছে । এ সমস্ত অভিযোগের অনেকগুলোই ফৌজদারী মামলায় রূপান্তরিত হতো । জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে চেয়ারম্যান, মেম্বরগণ এসমস্ত বিষয়ে দৃঢ় অবস্থানও গ্রহণ করতেন না । এই অরাজক অবস্থা ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে এতটাই প্রকট ছিল যে জনসাধারণ এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকাংখা পোষণ করতো । এধরনের একটি নেতিবাচক ও অরাজক অবস্থাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান । তিনি জনগণের হতাশাকে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা ও ঐক্যে রূপান্তরিত করেন । এলাকার জনসাধারণকে সংগঠিত করার মাধ্যমে প্রথম উদ্যোগ হিসেবে চালু হয় স্বেচ্ছাভিত্তিক নৈশ পাহারা । এতে এলাকায় চুরি-ডাকাতি প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় । অর্জিত এই সাফল্য এবং ঐক্য আরো সংহত হয় গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে । গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এই পর্যায়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে । গ্রামের বেকার যুবক, দীন মজুর, দরিদ্র ব্যক্তি, স্কুল কলেজগামী ছেলেরা রাস্তার ঢাল আগাছামুক্ত করে কলার চারা লাগায় এসময় । এসম্পর্কিত প্রথম সফল পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এলাকার এক শিক্ষিত যুবক জনাব মোঃ সাইদুর রহমান (সাব্বির) । তার উদ্যোগের সফলতায় উৎসাহী হয়ে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এই উদ্যোগটিকে তাদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে । সিদ্ধান্ত হয় কলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে কাঠালের চারা রোপণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এই কাঁঠাল গাছ ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী সম্পদ এবং নগদ অর্থ যোগানদাতায় রূপান্তরিত হবে । আরও সিদ্ধান্ত হয় কাঁঠাল গাছ বড় হলে কলাগাছের মত নামমাত্র করের বিনিময়ে চাষীদের কাছেই বৎসর ভিত্তিতে ইজারা দেয়া হবে । এতে খাদ্য ঘাটতি পূরণ এবং স্থানীয়

তহবিল গঠন দুইই সম্ভব হবে।

৪.৩ ধীরে ধীরে অধিকতর সংগঠিত ও নতুন উদ্যমে শুরু হয় নৈশ পাহারা। পাহারার সুবিধার্থে ইউনিয়নকে ৩০টি ভাগে ভাগ করা হয়। এভাবে ৮০ থেকে ১০০টি পরিবারের বসবাসস্থলকে নিয়ে একটি পাহারা এলাকা গড়ে ওঠে এবং এই একেকটি এলাকায় একেকটি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গড়ে তোলা হয়। রাস্তার পাশে প্রতি দু'টি কলার চারার মাঝখানে একটি করে কাঁঠালের চারা রোপনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয় এবং কলা চাষীদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয় এভাবে লাগানো ২৫ হাজার কাঠালের চারা রক্ষণাবেক্ষণের। এই কর্মসূচিতে এপর্যায়ে কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, প্রথমতঃ অনেকেই ব্যক্তিগত ছাগল বিক্রি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তবে সামাজিক চাপে বাধ্য হয়ে এদের অধিকাংশ লোকই ছাগল বিক্রি করে দেয়। ২/১ জন শেষ পর্যন্ত ছাগল বিক্রি করতে রাজী হয়নি। এনিয়ে গ্রামে ছোট খাট কোন্দল এবং দলদ্বন্দও সৃষ্টি হয়েছে। তবে এর সংখ্যা ইউনিয়নে খুব বেশী নয়।

৪.৪ প্রকৃতপক্ষে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন ভিটাবাড়িয়াতে স্বতস্ফূর্তভাবে যে উন্নয়ন উদ্যোগের গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব স্থানীয় সমস্যার সমাধানকল্পে বাস্তবানুগ ও সৃজনশীল সমাধান নিয়ে গ্রামবাসীর সামনে হাজির হলেন। ইউনিয়নে প্রায় একুশ হাজার লোকের বাস এবং মোট পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। কিন্তু ইউনিয়নে মোট গ্রাম মাত্র ৪টি এবং মোট ওয়ার্ড ৩টি। ওয়ার্ড ভিত্তিক বা গ্রাম ভিত্তিক যেকোন কর্মসূচি গ্রহণই দুরূহ হয়ে পড়ে এই ইউনিয়নে। গড়ে প্রতিটি গ্রামের জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজার আর ওয়ার্ড প্রতি জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত হাজার। একেকটি ওয়ার্ডে নির্বাচিত ইউপি মেম্বরদের সংখ্যা মাত্র ৩ জন। সকল গ্রামের আয়তন এবং লোক সংখ্যাও সমান নয়। পাহারার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দেয়। চিন্তা ভাবনা করে প্রতিটি ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ১০০টি পরিবারকে নিয়ে একটি করে 'গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (গ্রাউক)' গঠন করা এবং পুরো ইউনিয়নকে ৩০টি এলাকায় ভাগ করে পাহারা, কলার চারা রোপণ কর আদায়, কাঠালের চারার পরিচর্যাসহ কার্যকরভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়, প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে। কাঠামোটি এই এলাকায় 'গ্রাম উন্নয়ন কমিটি' সংক্ষেপে 'গ্রাউক' নামে পরিচিত পেয়েছে। এই

কাঠামোর কাজের সাথে আরও কর্মসূচি যোগ হয় ধীরে ধীরে, জোয়ারের লোনা পানি এসে বর্ষা মৌসুমে ফসলের ক্ষতি করছে, যেভাবে মৌসুমী খালে বাঁধ দিতে হবে – গ্রাম উন্নয়ন কমিটি উদ্যোগ নিক। জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য দীর্ঘ খাল খনন করতে হবে, ৩০টি গ্রাউক থেকে স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো হোক। এভাবেই পিরোজপুর জেলার মধ্যে প্রকৃত স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রথম স্থান অধিকারকারী 'তুলাতলা' খালটি ভিটাবাড়িয়ায় খনন করা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির পুরস্কারের জন্যও খননকৃত এই খালটি পিরোজপুর জেলা থেকে মনোনীত হয়।

৪.৫ গ্রাম উন্নয়ন কমিটির দায় দায়িত্ব বাড়তে বাড়তে কলার চাষ, কাঠালের চারা রক্ষণাবেক্ষণ, নৈশ পাহারা, খাল খনন – এসবের সাথে এরপর যুক্ত হয় স্বাস্থ্যসম্মত 'সেনিটারী' পায়খানা প্রতিস্থাপনের কাজ। কারণ এলাকাটি ছিল ডায়রিয়াপ্রবণ এলাকা। প্রচারণা এবং গ্রাউক ও ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে এখন এই ইউনিয়নে প্রায় শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ বাড়িতে সেনিটারী ল্যাট্রিন প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বিস্ময়করভাবে প্রায় ১০০% ক্ষেত্রে ইপিআই টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। গ্রাউক এরপর দায়িত্ব নিয়েছে গণশিক্ষায় সহযোগিতা করায়। এরপর গ্রাউক পরিকল্পনা করছে ১৯৯৫ সালে নিজ নিজ এলাকায় যে হাতে গোনা ২/১ জন করে ভিক্ষুক আছে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, যাতে এরপর তাদেরকে আর ভিক্ষা করতে না হয়। ইতোমধ্যে গ্রাউক এবং ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ইউনিয়নটিকে ধূমপানমুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ছাড়া মৎস্য চাষ, গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, আধুনিক চাষাবাদ ইত্যাদিতেও গ্রাউক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করে। কিন্তু গ্রাউকের এই ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। প্রথমত: রাস্তার ঢালের কলা চাষীদের প্রদত্ত অর্থের এক তৃতীয়াংশ গ্রাউকের প্রাথমিক তহবিল গঠনের জন্য প্রদান করার রীতি চালু করা হয়। এরপর সদস্যদের চাঁদা ও অন্যান্য উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাউকের এক লক্ষ টাকা করে তহবিল গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়। সর্বোপরি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার একটি তহবিল গঠনেরও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। ইতোমধ্যেই ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ৩ একর জমির উপর একটি বৃহদাকার নার্সারী গড়ে তোলা হয়েছে যা থেকে এ বছর ৩০ হাজার ফল ও কাঠের চারা বিনামূল্যে ইউনিয়নবাসীদের মধ্যে

বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক।

৪.৬ ইউনিয়ন পরিষদের সৃজনশীল এই উদ্যোগসমূহের মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি স্থানীয় উন্নয়নে আরেকটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এভাবে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের ক্ষেত্রে (ক) উপযোগী সংগঠন সৃষ্টি (খ) মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং (গ) সম্পদ সংগ্রহ তথা তহবিল গঠন - এই তিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কঠিন সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে ভিটাবাড়িয়ায়।

৪.৭ ভিটাবাড়িয়া অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় কর্মোপযোগী 'গ্রাউক' কাঠামোর সন্ধান লাভ। দীর্ঘ দিন ধরে এবিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। আমাদের তাত্ত্বিকেরা দীর্ঘ দিনের গবেষণার মাধ্যমে যে কাঠামোর সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়েছেন ভিটাবাড়িয়াতে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণ বাস্তব কাজ ও অভিজ্ঞতার আলোকে তা অতি সহজেই নিজেদের মতো করে গড়ে নিয়েছেন।

৪.৮ ভিটাবাড়িয়া পদ্ধতির অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো:

১. জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের গণপ্রতিনিধির নেতৃত্বে এই পদ্ধতির উদ্ভব.

২. সবল, বিচক্ষণ ও সৃজনশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে এই কর্মসূচির বাস্তবায়ন

৩. ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোকে সৃজনশীলভাবে কর্মক্ষম করার নিরীক্ষা

৪. গ্রাম উন্নয়ন কমিটির ধারণা প্রবর্তন

৫. স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন

৬. আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের জন্য জনগণের মধ্যে প্রণোদনা সৃষ্টিতে অভূতপূর্ব সাফল্য, এবং

৭. ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম উন্নয়ন কমিটির নিজস্ব তহবিল গঠনের প্রয়োজনীয় অথচ সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.৯ ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমান কাঠামো অনুসারে ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রতি ওয়ার্ডে থাকে ৩ জন করে নির্বাচিত সদস্য। গড়ে যদি একটি ইউনিয়নে ৩০,০০০ লোক থাকে তাহলে একেকটি ওয়ার্ডের লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ হাজার অর্থাৎ ৩ হাজার লোকের জন্য ১ জন ইউপি মেম্বর। স্থানীয় সরকার কাঠামো সংশোধনের জন্য ১৯৯২

সালে গঠিত কমিশনের প্রস্তাবে ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করে এক মেম্বর এক ওয়ার্ড পদ্ধতি চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে।[7] এতে বাস্তব অবস্থার কোন হের ফের হয়নি। যদি বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোন কর্মসূচি একজন ইউপি সদস্যকে বুঝানোর প্রয়োজন পড়ে তাহলে একটি কর্মসূচির সম্পর্কে প্রণোদনা সৃষ্টির জন্য তার প্রয়োজন হবে কমপক্ষে ২ বৎসর। পক্ষান্তরে ৮০/১০০ পরিবার নিয়ে গঠিত গ্রাম উন্নয়ন কমিটি চালু হলে যেকোন উন্নয়ন কর্মসূচির সম্পর্কে কয়েকদিনের বা ১/২ মাসের প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ সম্ভব বলে ভিটাবাড়িয়ার অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে। ইউএনডিপি'র গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতেও কমবেশী ৮০টি পরিবার নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সেল/কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া বর্তমানে কাজ শুরু করেছে।

৪.১০ স্থানীয় সরকারের কাঠামো সংশোধনের জন্য গঠিত কমিটি দুই স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার যথা জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। একই প্রতিবেদনে আবার জেলা পরিষদ, থানা উন্নয়ন কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড (একটি ইউনিয়নে ৯টি) এবং গ্রাম সভার অস্তিত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে -- ধারণাগতভাবে যা বিভ্রান্তিকর। আমাদের বর্তমান কাঠামো এবং সংশোধনী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবকৃত রূপরেখায় ইউনিয়ন পরিষদের ভিতরে 'ওয়ার্ড' এবং 'গ্রাম সভা' উভয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে। ড: তোফায়েল আহমেদ "এ পৃথক সভা ও কমিটির গঠন ..... ইউনিয়ন পরিষদের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতির পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে হয় না" বলে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[8] তার প্রকাশিত এই সংশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং অংশত: বাস্তব সম্মত বলে মনে হয় ভিটাবাড়িয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে। ড: তোফায়েল উল্লিখিত মন্তব্য করে "ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরে ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম সংশ্লিষ্টতা ওয়ার্ড সদস্যদের মাধ্যমেই নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা যেতো" বলে মন্তব্য করেছেন। একটি ক্ষুদ্র ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম কমিটি/সভা, ওয়ার্ড, এবং ইউনিয়নের কাঠামো সৃষ্টির ফলে স্তর বিন্যাসের আধিক্যে কাজ জটিল হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে - হয়ত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন তিনি। এই বিষয়টিকে

৭. তোফায়েল আহমেদ ও আব্দুল কাদের, 'স্থানীয় সরকারের যুগ সন্ধিক্ষণ: কাঠামো কার্যগত পুনর্গঠনের আলোকে কিছু সুপারিশ', বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৫৯।

৮. প্রাগুক্ত (পৃষ্ঠা ৫৯-৬০)।

হিসেবের মধ্যে নিলে ইউনিয়নের তিনটি স্তরের একটি স্তর বাদ দেয়ার বিষয়টিও বিবেচনার দাবী রাখে। ড: তোফায়েল ও জনাব আব্দুল কাদের তাঁদের গ্রন্থে 'গ্রামসভা/কমিটি' এই স্তরটিকে বাদ দেয়ার সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন।[৯] অর্থাৎ তাঁদের ধারণায় প্রচলিত কাঠামোর কোন পরিবর্তন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে মাথাপিছু ১০ হাজার লোককে প্রণোদনা যুগিয়ে সার্বিক উন্নয়ন বাস্তবায়িত করার মতো যথেষ্ট সংগঠন 'ওয়ার্ড' নয়। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় ভাবে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়েছে। তাও আবার সনাতনী পুরো একটি গ্রামে একটি কমিটি নয়। ৮০/১০০টি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে কাজের সুবিধার্থে যা বর্তমানে চমৎকারভাবে কাজ করছে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি নিজ নিজ উদ্যোগে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজও করছে। অন্যদিকে ওয়ার্ড মেম্বরদের অনেকে নিজেদের ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে এই অজুহাতে কেউ কেউ গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে রাস্তার পাশে কলাগাছ রোপণের বিরোধিতা করছেন জনৈক মেম্বর। কলাগাছের পাতার কষ থেকে পথচারীর পোষাকে দাগ ধরে যেতে পারে, কলা চাষে রাস্তার ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি ঠুনকো অভিযোগ তুলে, আরেকজন মেম্বর রাস্তায় কাঁঠাল গাছ লাগানোর বিরোধী, তার মতে সরকার রাস্তার পাশে একাশিয়া, চামবল, মেহগনি লাগাতে পরামর্শ দিয়েছে। কাঁঠাল গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ সরকারী আদেশ অমান্য করছে। তিনি তার এলাকার রাস্তায় কলাগাছ এবং কাঁঠাল গাছ রোপণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। ইউনিয়নের সর্বত্র গরু/মহিষ বেঁধে পালন করার রীতি চালু হলেও একজন মেম্বর তার নিজের গরু/মহিষ নিজের ইচ্ছে মাফিক ছেড়ে দিয়ে পালন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কেউ কেউ ধূমপান নিরোধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করছে। ৩ জন ওয়ার্ড মেম্বর দীর্ঘদিন যাবৎ ইউনিয়ন পরিষদের কোন সভায় যোগ দেননা। এ সমস্ত মেম্বরগণ কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের উদ্যোক্তা হিসেবেও কাজ করেন না, কোন নতুন উদ্যোগে সহায়তাও করেন

৯. এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামগুলি সম্পূর্ণভাবে অসংগঠিত নয়। সমবায়, বেসরকারী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন দল, স্বেচ্ছাসেবী ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি রয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রামে আবারও একটি নতুন একটি বিধিবদ্ধ সংগঠন সৃষ্টি করে সংগঠনের সংখ্যা বাড়িয়ে বিভক্ত আনার চেয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে পুরো ইউনিয়নের একক সংগঠন হিসেবে রাখাই ভাল। (প্রাগুক্ত পৃ ৩৯-৬০)

না । এই বাস্তবতার নিরীখে অন্য আরেকটি বিষয়ও চিন্তা করা দরকার । প্রকৃতপক্ষে যদি গ্রাউক তার নিজ দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কাজ শুরু করে তাহলে, ওয়ার্ড মেম্বরদের ভূমিকা কিছুটা গৌণ হয়ে পড়ে - একথা সত্য । অনিবার্য ভাবেই ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাউকের মাঝখানে পড়ে ওয়ার্ড মেম্বরগণ মনে করতে পারেন তাদের অধিকার এর মাধ্যমে খর্ব হচ্ছে । সুতরাং এখান থেকে স্থানীয় সরকার কাঠামো সংশোধন সংক্রান্ত কমিশনের ইউনিয়নের অধীনে ওয়ার্ড এবং গ্রাম সভা একত্রে গঠনের সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ড: তোফায়েলের গ্রামে নতুন কোন সংগঠন না করাই যুক্তি সংগত এই ধারণাও অভ্রান্ত মনে হয় না । তিনি পুরো ইউনিয়নকে একক সংগঠন হিসেবে রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন । ওয়ার্ডই যেখানে কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে না সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন (যার গড় জনসংখ্যা ৩০,০০০) একটি মাত্র ইউনিট হিসেবে এককভাবে কার্যকর উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে এ ধারণা বাস্তব বলে মনে হয় না । ড: তোফায়েলের এই ধারণাকে আরও পরস্পর বিরোধী করে তোলে যখন তিনি অন্যত্র সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির স্বপক্ষে বলতে গিয়ে বলেন "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে সনাতনী গ্রামসমূহের প্রশাসনিক কোনরূপ বিভক্তি বা বিভাজনে .... না গিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলা ।"[10]

৪.১১ জনাব তোফায়েল কর্তৃক উত্থাপিত সব গ্রামে একটি করে সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব প্রকৃত অর্থে বাস্তব সম্মতও নয়, কারণ বাংলাদেশের সবগ্রাম একই আকার আয়তনের নয়। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে একটি গ্রামের লোকসংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশী । এ গ্রামে একটি মাত্র সংগঠন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না । তাই ৬০০ পরিবার ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠনের ধারণা আদর্শ বিবেচিত হতে পারে ।

৪.১২ উল্লিখিত অভিজ্ঞতার আলোকে ইউনিয়ন পরিষদকে শুধুমাত্র গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদ এই দুই স্তরের একটি কাঠামোয় রূপান্তরিত করা যায় কিনা বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন । অনুকল্পটি হতে পারে নিম্নরূপ:-

---

১০. তোফায়েল আহমেদ, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, পটভূমি, নীতি ও কৌশল: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, বার্ড, কুমিল্লা, মার্চ ১৯৯৩ (পৃ-১৭)

ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরে শুধুমাত্র ৩০টি গ্রাউক কাজ করবে এবং ইউনিয়ন পরিষদ হবে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট । চেয়ারম্যান (১ জন) এবং গ্রাউক সভাপতি (৩০ জন) থাকবেন এর পরিষদ সদস্য । বিশেষ বিবেচনায় কয়েকজন (৩/৫ জন) মহিলা সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন পরিষদে । প্রতিটি ৮০/১০০ পরিবারের ভেতর থেকে একজন গ্রাউক সভাপতি এবং সার্বিকভাবে ইউনিয়ন থেকে ইউপি চেয়ারম্যান সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন । প্রতিটি গ্রাউকের নিজস্ব বার্ষিক সভায় গ্রাউকের অন্যান্য সদস্য মনোনীত/নির্বাচিত হতে পারেন । এই পদ্ধতিতে ইউনিয়ন পরিষদের একটি অপ্রয়োজনীয়/অতিরিক্ত স্তর কমিয়ে ইউনিয়নে ১০০ পরিবারের ধারণা সম্পন্ন গ্রাম সভা/গ্রাউক বাস্তবায়ন করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ হতে পারে জাতীয় পরিষদের আদলে গঠিত একটি মর্যাদাপূর্ণ সংস্থা ।

৪.১৩ ভিটাবাড়িয়ার কর্ম অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হতে পারে, (১) ভিটাবাড়িয়াতে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে যে পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে এবং কাজ করছে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে কি ? (২) একইভাবে তা অন্যত্র কাজ করবে কি ? (৩) গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ধারণার নতুন কোন মডেল হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে কি ?

৪.১৪ প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় এখনও আসেনি । এক্ষেত্রে এটুকু বলা যায় স্থানীয় উদ্যোগে কাজ করার প্রেক্ষাপটে এই প্রক্রিয়ার জন্ম হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ রয়েছে । লক্ষ্যণীয় দিক হলো এখানে মূল নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক । এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব খান মো: এনায়েত করিম একজন নি:সন্তান দেশপ্রেমিক নাগরিক । তিনি উচ্চ শিক্ষিত (বিএ পাশ)। এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা রয়েছে। তাঁর সৃজনশীল নেতৃত্ব এই কর্মসূচির একটি সবল দিক । তার অবর্তমানে এই কর্মসূচি স্থায়িত্ব পাবে কিনা সে বিষয়ে সংশয়মুক্ত হওয়া কঠিন । দ্বিতীয় সারির কয়েকজন মেধাবী তরুণ অবশ্য ইতোমধ্যে নেতৃত্বের পর্যায়ে উঠে এসেছেন ।

৪.১৫ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সরল । ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার অন্তর্গত ডুমাইন ইউনিয়নে এই প্রক্রিয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কাজ শুরু করা হয়েছে । দেখা

গেছে স্থানীয় যুব সম্প্রদায় এবং গ্রামবাসী এতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে । এখন এই উদ্যোগকে ধরে রাখার জন্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হলে এই পদ্ধতি অন্যত্রও কাজ করতে পারে বলে মনে হয় । এই পদ্ধতিকে মডেল হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে, এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করে । যেমন এই পদ্ধতিতে মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ওপর তেমন কোন গুরুত্বারোপ করা হয়নি, গ্রাম উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে, আওতাভুক্ত এলাকার জরিপ সম্পন্ন হয়নি । গ্রাউকের রেকর্ড এবং হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি মোটেও সন্তোষজনক নয় । পদ্ধতিতে এখনও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রযুক্তি নির্ভর ছোট খাট প্রকল্প গ্রহণের মাত্রা যুক্ত হয়নি । উল্লিখিত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে ভিটাবাড়িয়া কর্মসূচিকে পূর্ণাংগতা দিতে হলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া যেতে পারে । **প্রথমত:** বেকার যুবকরা যাতে গ্রামেই কর্মসংস্থান করে নিতে পারে সে বিষয়ে ভাবা দরকার । এ ক্ষেত্রে যাদের কিছু পুঁজি আছে – তাদের জন্য ১০/১২ ধরনের কাজের কথা চিন্তা করা যেতে পারে । **দ্বিতীয়ত:** যাদের পুঁজি নেই তাদের জন্য সমবায়/সমিতি ইত্যাদি সংঘবদ্ধ উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে । নিজেদের শক্তি এবং ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে পুঁজি গঠনের ওপর জোর দেয়া দরকার । প্রথম গ্রুপ কাজ করতে পারে তাদের ব্যক্তিগত পুঁজি এবং উদ্যোগে । দ্বিতীয় গ্রুপের কাজের ক্ষেত্র হতে পারে রাস্তার পাশ, জলাভূমি এবং আরো বিশেষ কিছু ক্ষেত্র। যুব উন্নয়ন কেন্দ্র, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এ সমস্ত জায়গায় এসমস্ত যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যায়। 'বিসিক'কেও এজন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে । কাদেরকে ট্রেনিং দিলে কাজ হবে সে বিষয়ে তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে । তৃতীয়ত: সম্প্রদায়/পেশা এবং অর্থনৈতিক সামর্থ বিচার করে কিছু উদ্যোগ নেয়া সম্ভব । যেমন জেলেদের সংগঠিত করা, তাদের সমিতি করে দেয়া এবং সমবায়ের ভিত্তিতে তাদেরকে দিয়ে মাছের চাষ করানো। তাঁতীদেরকে সংগঠিত করে তাঁদের কাপড় বোনার ওপর জোর দেয়া যায় । এ বিষয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের সহায়তা নেয়া যায় । গ্রামীণ ব্যাংক এখন 'গ্রামীণ চেক' নামে একটা নতুন কাপড় তৈরী করাচ্ছে । পাশাপাশি সবকিছুর বাজারজাত করনেরও উদ্যোগ নেয়া দরকার । কাজকর্ম যদি ঠিকমতো শুরু হয় তাহলে অনেকেই কাজ পেতে পারে গ্রামে বসেই । এগুলো বাস্তবায়ন খুবই কঠিন কিন্তু তারপরও কঠিন কাজটি সংগঠিত করাই প্রয়োজন । মোট কথা গ্রামের সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই সার্বিক/সুষম উন্নয়নের

চেতনা জাগিয়ে দেয়া মূল কাজ। ইউনিয়ন পরিষদ যদি এসব কাজের নেতৃত্ব দেয় সেটাই সর্বোত্তম।

৪.১৬ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার বিষয়টিও খুব জরুরী, বিশেষতঃ গণশিক্ষা, নারী শিক্ষার বিস্তার এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহিলাদেরকে সংগঠিত করে কিছু কাজের ব্যবস্থা করা যায়। দেশে এবং বিদেশে নকশী কাঁথার চাহিদা এখন খুবই ভাল। তাছাড়া পাটি বোনা, ছোট খাট কুটির শিল্পের জিনিসপত্র তৈরীর কাজ শুরু হতে পারে। বিসিক থেকে পুতুল তৈরীর উপরও মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যারা আবার গ্রামে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে এর প্রসার ঘটাতে পারে। কাপড়ে রং করার কাজও মহিলারা শিখতে পারে।

৪.১৭ এসব কিছুরই ভাল বাজার আছে। এদিকে নজর দিলে অনেকেই চাকরীর পেছনে না ঘুরে নিজেরাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এই উদ্যোগগুলো দুই ভাবে হতে পারে। হয় সংগঠন করে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এগুলো হবে। নয়ত যারা এগুলোকে ব্যবসায়িক/কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে নিতে চায় তাঁদের ব্যক্তি অথবা ২/৩ জনের ছোট ছোট গ্রুপের উদ্যোগে এসব করতে হবে। তবে যেভাবেই এটা করার উদ্যোগ নেয়া হোক না কেন - প্রথমে বিষয়টা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। মোটিভেশনটা এমন হতে হবে যেন কোনভাবেই এটা গরীব মানুষকে আরো বেশী শোষণের উপায় না হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের দৃষ্টান্ত আছে। গ্রামের স্কুল কলেজের শিক্ষিত ছেলে/মেয়েরা সচেতনভাবে মহিলাদের কাজে নামানোর এই প্রক্রিয়ায় সামিল হতে পারে।

৪.১৮ মহিলাদের কিছু কিছু প্রচলিত কাজে সহায়তা (Support) করা যেতে পারে। কোন একজন সল্প শিক্ষিত তরুণ/বেকার ভদ্রলোক/মহিলা - হাঁস মুরগীর টিকাদানকে/ চিকিৎসা করাকে জীবীকা হিসেবে নিতে পারে। কেউ একজন একটা নার্সারী করে সবজী এবং ফলের চারা বিক্রির ব্যবস্থা শুরু করতে পারে। কেউ কেউ টাকার বিনিময়ে জমি চাষ করে দেয়ার ব্যবসা শুরু করতে পারে। যার মাত্র ৩/৪ বিঘা জমি আছে এ ধরনের লোকের সারা বছর হালের বলদ না পুষে Power tiller দিয়ে জমি চাষ করিয়ে নেয়া লাভজনক। সে বরং ২/৩ টা গাভী পুষলে সারা বছর তার বাড়তি

আয় হতে পারে ।

৪.১৯ উল্লিখিত বাস্তবতার নিরীখে সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করে এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো সরলীকরণের মাধ্যমে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে প্রদর্শিত এই পদ্ধতি গ্রাম উন্নয়নের একটি কার্যকর মডেল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে - যাতে স্থানীয় উদ্যোগে কাজ করার ক্ষেত্রে থাকবেনা কোন অহেতুক জটিলতা । (ক) উন্নয়ন উপযোগী সংগঠন (Organization) সৃষ্টি (খ) প্রশিক্ষণও প্রযুক্তি সরবরাহের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা দক্ষতা উন্নয়ন (Skill development) এবং (গ) সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে সঞ্চয় পুঁজি গঠন এবং ব্যক্তি, যৌথ ও সামাজিক উদ্যোগে বিনিয়োগ, সামাজিক কল্যাণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি - হবে এই মডেলের মূল ভিত্তি ।

৪.২০ বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সার্বিক সমন্বিত ও স্বাধীন বিকাশের কথা চিন্তা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এপ্রসংগে বেসরকারী সংস্থাসমূহের উন্নয়ন উদ্যোগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে । দেশে বেসরকারী সংস্থাসমূহ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বহুল প্রশংসিত । বেসরকারী সংস্থাগুলো যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সেটা নি:সন্দেহেই মহৎ, তবে এসমস্ত সংস্থার উদ্যোগের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, যেমন একেকটি সংগঠন একেকটি পৃথক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় । কোন সংস্থা হয়ত: স্বাস্থ্য বিষয়ে, কেউ গণশিক্ষা ইত্যাদি পৃথক পৃথক বিষয়ে কাজ করে । এই উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে সার্বিক সমন্বিত উদ্যোগের বিকল্প হতে পারেনা । এই উদ্যোগ বেসরকারী/ব্যক্তিগত খাতে সার্থকভাবে বিনিয়োগকারীও সৃষ্টি করতে পারছে বলে মনে হয়না । দরিদ্র জনসাধারণের (Target Group) জীবনযাত্রার মানের কেবলমাত্র প্রান্তিক উন্নয়নই এ সমস্ত সংস্থার ঋণ এবং অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে আংশিকভাবে সাধিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় । এসমস্ত সংস্থার প্রশাসনিক ব্যয়ও অত্যন্ত বেশী বলে অনেকে মনে করেন । অবশ্য এদের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতাইও বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পরোক্ষভাবে হয়ত জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারবে । কিন্তু স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে স্থানীয় উদ্যোগে সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কোন বিকল্প আছে বলে মনে হয়না ।

৪.২১ প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্থানীয় সরকারের সবচাইতে শক্তিশালী এবং নিম্নতম স্তর ইউনিয়ন পরিষদ যদি নিজ নিজ এলাকার স্বার্থে স্বনির্ভরতা অর্জনের দায়িত্ব পালন করতে পারে তাহলে সমগ্র দেশের উন্নয়ন অবধারিতভাবেই মাত্র সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। এজন্য সম্পদ যোগান দেয়ার প্রসংগ কখনই বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারেনা - ভিটাবাড়িয়ার অভিজ্ঞতা একথাই প্রমাণ করে। এজন্য সহায়ক (Support) কর্মসূচি গ্রহণই হতে পারে জাতীয় সরকারের দায়িত্ব। এজন্য যুগোপযোগী স্থানীয় সরকার কাঠামো নির্বাচন এবং তার প্রয়োগও এই সহায়ক কর্মসূচিরই অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা জরুরী। ভিটাবাড়িয়া কর্মসূচির এই অনুসন্ধানের পথ প্রদর্শক। স্বাধীনভাবে পুরোপুরি স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনই হচ্ছে বাঘের সাথে লড়াই করে টিকে থাকা ভিটাবাড়িয়ার জনসাধারণের প্রকৃত সাফল্য। শুধুমাত্র সাফল্য অর্জন করেই তারা ক্ষ্যান্ত হয়নি এজন্য কর্মোপযোগী একটি নতুন ও আধুনিক কাঠামোও তারা দেশবাসীর জন্য উপহার দিয়েছে - এই কর্মসূচি থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের অন্যত্র তা প্রয়োগে বাধা কোথায়?

৫. সুপারিশ

৫.১ ভিটাবাড়িয়ার কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের অন্যত্রও পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে স্থানীয় উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.২ এই পদ্ধতি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে -
প্রস্তাবিত কাঠামো নিম্নরূপ:

ক.	ইউপি চেয়ারম্যান	- ১ জন	- সরাসরি ভোটে নির্বাচিত
খ.	ইউপি সদস্য	- ৩০ জন	- *গ্রাউক সভাপতি, প্রতি ১০০ পরিবারের ভেতর থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত/মনোনীত
গ.	ইউপি মহিলা সদস্য	- ৬ জন	- সরাসরি মহিলা ভোটে নির্বাচিত

*প্রতিটি গ্রাউকের সদস্য সংখ্যা হবে ৯ জন

উপদেষ্টা	-	১ জন (ইউপি চেয়ারম্যান অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার একজন প্রবীন ব্যক্তি)
সভাপতি	-	১ জন
সম্পাদক	-	১ জন
কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন
সদস্য	-	৪ জন
সর্বমোট	-	৯ জন

এবং পরিবর্তিত কাঠামো দেশের অন্যত্রও উন্নয়ন সহায়ক হিসেবে কাজ করে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিরীক্ষাধর্মী গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

৫.৩ স্হানীয় পরিষদকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবাধ এবং ব্যাপক স্বাধীনতা প্রদান করা এবং যুগোপযোগী উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য Rural Support কর্মসূচি যুগোপযোগী করা এবং যথাযথভাবে তা বাস্তবায়ন করা । এজন্য অসংগতিপূর্ণ চিহ্নিত করে তা সংশোধিত করা ।

৫.৪ দেশে স্হানীয় কাঠামোর আওতায় সার্বিক উন্নয়ন গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

৫.৫ এই কর্মশালার একটি ফলো-আপ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে ।

৬. উপসংহার

৬.১ বাংলাদেশের স্হানীয় সরকার কাঠামো ঐতিহাসিকভাবেই একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠান । এই প্রতিষ্ঠান কখনই স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি - অতীতে স্হানীয় সরকার কাঠামোর স্বাভাবিক বিকাশের সকল পথই এদেশে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে - ঔপনিবেশিক এবং আমলাতান্ত্রিক স্বার্থে । অবশ্য গণপ্রতিনিধিদের পশ্চাদপদতা এবং সুবিধাবাদী ভূমিকাও এজন্য সমভাবে দায়ী বলে অনেকে উল্লেখ করেন। বর্তমানে দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের যুগেও স্হানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি - স্হানীয় উদ্যোগে সাফল্যের ঘটনা তাই দেশে এখনও বিরল । এ বিষয়ে যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনা নিতান্তই সময়ের দাবী - দেশবাসীর প্রাণের আকাংখা ।

৬.২ ভিটাবাড়িয়ার মতো সমগ্র দেশে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে যদি উন্নয়ন উদ্যোগ শুরু হত তাহলে সারা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়তো আমাদেরকে চমকে দিতে পারতো । সারা দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগ, শিশু মৃত্যু রোধ, গণ শিক্ষা বাস্তবায়ন, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, পরিবেশ উন্নয়ন, স্হানীয় সম্পদ সৃষ্টি আর স্বাস্হ্য সচেতনতায় আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারতাম মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে । শুরু হতে পারতো নতুন নতুন সৃজনশীল কর্মযজ্ঞ ।

৬.৩ আসুন আমরা সকলে মিলে স্বপ্ন দেখতে এবং আমাদের স্বপ্নের স্বপক্ষে কাজ করতে শুরু করি, সারা দেশটাই যেন রূপান্তরিত হয়েছে ভিটাবাড়িয়ায় । অন্য দেশের নাগরিকেরা ভিটাবাড়িয়ার পাশের ইউনিয়নের বাসিন্দাদের মতোই বলছে, আহা আমরা যদি হতাম ওই দেশের বাসিন্দা ! আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের নিজ নিজ ইউনিয়নকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার স্বাধীন উদ্যোগ শুরু করি ।

নির্ধারিত আলোচনা

কাজী বজলুল করিম
পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, জনগণের অংশগ্রহণ – এই ধারণাগুলো উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় কিছুকাল যাবৎ জনপ্রিয় ও দৃষ্টি আকর্ষক শব্দ হিসেবে বহুল আলোচিত হচ্ছে । এ ব্যাপারে মোটামুটি সকলে একমত যে, স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়িত হলে তা অধিকতর বাস্তবমুখী, দীর্ঘ মেয়াদী ও বাস্তবায়নযোগ্য হবে । শুধু তাই নয়, এতে জনগণের অংশগ্রহণও হবে স্বতঃস্ফূর্ত । এদিকে দৃষ্টি রেখেই সম্ভবতঃ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত "স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন" শীর্ষক একটি ঘটনা সমীক্ষা পরিচালনা করেছে এবং কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে এ কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস নিয়েছেন। এজন্য তারা প্রশংসার দাবীদার ।

আমি নিবন্ধটি খুটিয়ে দেখেছি । আমি খুব সংক্ষেপে আমার চোখে যে ভুলগুলি ধরা পড়েছে শুধু সেগুলি উল্লেখ করবো ।

নিবন্ধটি প্রণয়নের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে এবং ক্রমানুসারে উপস্থাপিত হয়নি। এখানে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে structural questionnaire এর মাধ্যমে । সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে দলীয় আলোচনা পদ্ধতিই ছিল প্রধান। এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, ২/১ জন ব্যক্তি বিশেষের মতামতই প্রাধান্য পেয়ে থাকে । জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বশীল মতামত পেতে হলে বিভিন্ন স্তর থেকে বাছাই করে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যেতে পারতো । উদাহরণস্বরূপ, উপকারভোগী, উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপক, যারা স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ইত্যাদি প্রত্যেক গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে উপস্থাপন করা যেতো । নির্ধারিত এলাকায় তথ্য গ্রহণের সময়কাল এমনকি মেয়াদকালও উল্লেখ করা হয়নি প্রবন্ধে অর্থাৎ কোন সময় কতদিন ধরে সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে । এগুলির উপর findings অনেকটা নির্ভর করে । দ্বিতীয়তঃ ইউনিয়ন সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । এটি তথ্যমূলক নয় বরং বর্ণনামূলক । বর্ণনা থেকে

ইউনিয়নের মৌলিক কোন তথ্যই পাওয়া যায়না । যেমন মোট আয়তন, মোট আবাদী, অনাবাদী জমির পরিমাণ, বসতবাটি, জলা-ভূমির পরিমাণ, জনসংখ্যার ঘনত্ব ইত্যাদি ।

আলোচ্য ইউনিয়নে ৪টি গ্রাম এবং ৪টি মৌজা আছে । গ্রাম বা মৌজা এখানে একই । অনেক ক্ষেত্রে তা হয়না । এটা যদি বিবেচনা করি, তাহলে তুলনামূলকভাবে এটি ছোট ইউনিয়ন । অর্থাৎ ৪টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন সাধারণতঃ হয়না । শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তাঘাটের কথা চিন্তা করলে এটি এমনিতেই তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের চাইতে ভাল । আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ইত্যাদির অবস্থা অত্যন্ত করুণ । প্রাকৃতিক অবস্থানের কথা চিন্তা করলে এটি ভিন্নতর অবস্থানে । নদীখালে ভরপুর, সুন্দরবন এলাকা সংলগ্ন । ফলে ইউনিয়টিকে বাংলাদেশের আর ১০টি ইউনিয়নের মতো (যেটা বলা হয়েছে পৃষ্ঠা-৫৩), সেটা সার্বিকভাবে সঠিক মনে হচ্ছে না । তবে গরীব জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যদি নির্ণায়ক হিসেবে ধরা হয়, তবে, এলাকার কতভাগ জনগোষ্ঠী দরিদ্র এবং কোন সংজ্ঞায় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন । এক্ষেত্রে জমির মালিকানা অনুযায়ী বিন্যাস করলে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যেতো । অথবা বাৎসরিক আনুমানিক আয় হিসেব করে পরিবারের শ্রেণীবিন্যাস করেও দেখানো যেতো । শুধু দরিদ্র বলে, এটা কিভাবে নির্ণীত হলো, বোঝা কঠিন ।

আমরা গৃহীত কর্মকান্ডের উপর সংক্ষেপে একটু আলোচনা করি । আমার মনে হয়েছে এখানে সরকারী ও খাস জমিতে বৃক্ষরোপণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় কার্যক্রম । এটিই মনে হচ্ছে, ইউনিয়ন পরিষদের সবচেয়ে সফল কার্যক্রম । অন্যান্য কার্যক্রমের ভিতরে কিছুটা চিন্তার ব্যাপার আছে । যেমন, বৃক্ষরোপণ ও ছাগল পালন পরস্পর বিরোধী । সম্ভবতঃ সে কারণেই ছাগল পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কিন্তু এটি সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য নয় । কারণ, এ ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করলে কোন এক সময়ে দেশে ছাগলের কোন প্রজাতিই থাকবে না । এছাড়া, দারিদ্র বিমোচনমূলক কর্মসূচীতে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ছাগল পালন সর্বত্রই, আমার জানা মতে, একটি অন্যতম আয়বর্ধক কর্মকান্ড বলে বিবেচিত । একইভাবে, গরু-মহিষ ও অন্যান্য গবাদিপশু বাড়িতে বেঁধে রেখে পালন করা কতটা স্বাস্থ্য সম্মত এবং একইসাথে দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে তোলা

'সুষম খাদ্য' জোগান দেয়া কতটা বাস্তব সম্মত ভেবে দেখা প্রয়োজন ।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বর্ণনা অনুযায়ী সফল হলেও, মোট জনগোষ্ঠীর বয়সের শ্রেণীবিন্যাস না থাকায় স্কুলে ভর্তিযোগ্য প্রকৃত শিশুর সংখ্যা কতো এবং প্রকৃতপক্ষে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা কতো, সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয় । ধূমপান বিরোধী আন্দোলন প্রশংসনীয় হলেও, ধূমপান নিষিদ্ধকরণের পদক্ষেপ অত্যন্ত কৃত্রিম বলে আমার কাছে মনে হয়েছে । মৎস্য চাষ সংক্রান্ত তথ্য থেকে এর সফলতা সম্পর্কে অনুধাবন করা সম্ভব নয় । কারণ এক্ষেত্রে পুকুরের সংখ্যা, অন্যান্য জলাভূমির আয়তন, মাছ চাষের আওতায় মোট এলাকা ইত্যাদির পরিসংখ্যান প্রয়োজন । নলকূপের পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগই নলকূপের পানি পান করেন বলা হয়েছে । তাহলে এর পরও হার বৃদ্ধির কথা কেন উল্লেখ করা হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। খালে সমবেত প্রচেষ্টায় বাঁধ নির্মাণ অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ । কিন্তু এখানে কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে । খেসারী কলাই এর চাষ বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করা কতটা সমর্থনযোগ্য সে বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন । সর্বক্ষেত্রে হচ্ছেও তাই । এ ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কিভাবে করা হয়েছে, বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন । এ থেকে আমাদের শিখবার আছে । এক্ষেত্রে প্রশিক্ষক কারা, প্রশিক্ষণের স্থান কোথায়, প্রশিক্ষণ সামগ্রীর উপকরণ কে সরবরাহ করে থাকেন, এ যাবৎ কতটি প্রশিক্ষণে কতজনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তার উল্লেখ প্রয়োজন । এ সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতেই এর কার্যকারিতা ও প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা যায় । একইভাবে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা এবং বিশেষজ্ঞদের গ্রামে নিয়ে যাওয়ার কৌশল জানা প্রয়োজন । দেখা যায় যেখানে থানা পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাই অসম্ভব পর্যাপ্ত লোকবল বা অর্থায়নের অভাবে, সেক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিয়নে এগুলি করা কতটা বাস্তবসম্মত, তা ভাবতে হবে ।

জনসংখ্যা নিরোধে আদৌ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা, হয়ে থাকলে কি ধরনের, তা কোথাও উল্লেখ নেই । সরকারের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের আওতায়ও তো কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হবার কথা । ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর মধ্যে কি

পরিবার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত নয় ? এক্ষেত্রে থানা কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন কর্মীদের প্রদত্ত পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা যেতো ।

জলাবদ্ধ পায়খানা গ্রহণকারী পরিবারের সংখ্যা উৎসাহব্যঞ্জক । এক্ষেত্রে জানা দরকার এগুলি সর্বতোভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা । এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না । অনেক জায়গায় দেখা যায় সেনিটারী পায়খানা বাড়িতে তুলে রেখেছে সবাই ব্যবহার করছে না ।

স্থানীয় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কলাগাছই বর্তমানে একমাত্র সম্ভাব্য উৎস । কাঁঠাল গাছ ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য উৎস । এক্ষেত্রে এগুলোর সম্ভাব্য ফলন, বাজার দর, বাজারজাতকরণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে সমস্ত হিসাব । একারণেই অন্যান্য উৎস সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে ।

ইউনিয়নের শিক্ষার হার ৫২.৬৫ । তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী । কিন্তু শিক্ষিতের সংজ্ঞা এবং হার কিভাবে নির্ণীত হয়েছে স্পষ্ট নয় । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য দু'ধরনের দেখা যায় । সম্ভবতঃ এটা মুদ্রণ ত্রুটি।

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এ ইউনিয়ন record সৃষ্টি করেছে । এতে কোন সন্দেহ নেই এবং উৎসাহব্যঞ্জকও বটে । কিন্তু উক্ত থানার অন্যান্য ইউনিয়নের রাজস্ব আদায় হারও প্রায় একই ধরনের । পার্থক্য এটুকুই যে প্রথমটি সার্টিফিকেট ছাড়া, অন্যগুলো সার্টিফিকেট ইস্যু করে আদায় করা হয়েছে । এক্ষেত্রে পুরো থানাটাই ব্যতিক্রম এবং এই সফলতার পিছনে মূল কারণ কি, এটা আমাদের জানা প্রয়োজন ।

কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধনের ক্ষেত্রে কলাগাছই একমাত্র কর্মকান্ড বলে মনে হয়, নতুন কোন দিগন্ত উন্মোচিত হয়নি । কিছু কিছু কর্মকান্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা বলা হয়েছে, কিন্তু কিভাবে এবং এ বিনিয়োগের অর্থলগ্নী কে করলো অর্থাৎ উৎস কোথায়, আমি জানতে আগ্রহী ।

জরীপ ও খাতাপত্র ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে যে, কোন base-line

survey করা হয়নি। এটি অত্যন্ত দুর্বল দিক। কিন্তু এক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জরীপ করা উচিৎ ছিলো এবং সমীক্ষায় পরিসংখ্যানসহ তথ্যাবলী সংযোজন করা প্রয়োজন ছিল। উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হলে এলাকার সঠিক পরিসংখ্যান সংবলিত তথ্য অপরিহার্য।

বর্তমানে স্থানীয় সরকার কাঠামোর আওতায় গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকারিতা নিয়ে যথেষ্ঠ সংশয় বিরাজমান, এক্ষেত্রে গ্রাউক একটি নতুন সংযোজন। তবে মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে কৃত্রিম গ্রাম সৃষ্টি করা কতটা যুক্তিসংগত। গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় গ্রাম বা পাড়ার সৃষ্টি হয়েছে একেক এলাকায় একেক ধরনের। কোথাও ভৌগলিক, কোথাও সামাজিক, কোথাও পেশাগত ভিত্তির উপর এগুলো প্রতিষ্ঠিত। এগুলোকে কোন আইন বলে দিবধাবিভক্ত করে ফেললে তা দীর্ঘস্থায়ী লাভ হতে পারে। এমনকি বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। স্থানীয় গ্রামবাসী তাদের ভাষায় গ্রাম বা পাড়া কে যেভাবে বিবেচনা করেন সেভাবেই থাকতে দেয়া সমিচীন। এক্ষেত্রে সংখ্যারোপ করাও যথার্থ হবে না।

গ্রাউকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কি? এতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্য প্রয়োজন। কমিটির সদস্যরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না স্থানীয় জনগোষ্ঠী, এটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাউক কার্যাবলীর তালিকায় সামাজিক এবং বিশেষতঃ সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রাধান্য দেখা যায়, অর্থনৈতিক কার্যক্রম তেমন নয়। এর মধ্যেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তেমন উল্লেখ নেই। যেমন পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ইপিআই, টিকাদান, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি।

স্থানীয় একজন বলিষ্ঠ নেতার ভূমিকাই এখানে মূল। এ যাবৎ সকল স্থানীয় উদ্যোগের পিছনে একজন নেতাকে চিহ্নিত করা যায়। বর্তমান উদ্যোগে জনাব এনায়েত করিমই একমাত্র নেতা হিসেবে এসেছেন। এ ধরনের নেতৃত্ব অন্যান্য ইউনিয়নে বিরল এবং নেতৃত্ব জোর করে সৃষ্টি করাও যায় না। ফলে এটা অন্য জায়গায় চালু করতে গেলে সেটা হবে আরোপিত। হয় সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে এবং ক্রমান্বয়ে আনুগতিক। ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে

এখন থেকেই চিন্তা ভাবনা প্রয়োজন । নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হলে কি পদক্ষেপ নিতে হবে ভেবে দেখা দরকার । এখানে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনা করা দরকার । প্রথমত: ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের কাজকর্মে গ্রাউক-কে উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সামাজিক এবং অর্থনৈতিক) পরিচালনা করার এবং বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে । কিন্তু পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতর দু'টি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বৃটিশ আমল থেকেই বিরাজমান । একটি স্থানীয় সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ এবং অপরটি সমবায় । বর্তমান সমীক্ষায় শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলা হয়েছে । সমবায় সমিতিসমূহের ভূমিকার কথা এড়িয়ে যাওয়া যায় না । উল্লিখিত ইউনিয়নে কোন ধরনের সমবায় সমিতি আছে বলেই মনে হয়না । থাকলে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল । দেশের প্রায় সব ইউনিয়নেই সমবায়সহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক দল বা গোষ্ঠী কাজ করে যাচ্ছে । এসমস্ত সংগঠনের কার্যক্রম গ্রাউকের কাঠামোর ভেতরে কীভাবে সন্নিবেশিত করা যাবে এটা আলোচনা করা প্রয়োজন । সমগ্র নিবন্ধটি বর্ণনামূলক, কিছুটা ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত, নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনের অভাব এখানে রয়েছে। সমগ্র চিত্রটাই কিছুটা অস্পষ্ট । একই কথা বহুবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে । এটা আরও সংক্ষিপ্ত হতে পারতো । তবুও শেষ কথা, স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের যে কোন প্রচেষ্টাই প্রশংসনীয় এবং এ ধরনের উদ্যোগ লিপিবদ্ধ করাটার গুরুত্বও অনস্বীকার্য । এ বিবেচনায় বর্তমান নিবন্ধের গুরুত্ব অপরিসীম । ধন্যবাদ ।

মু: আফতাবউদ্দিন খান
মহাপরিচালক, এনআইএলজি, ঢাকা

বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষকে মোবারকবাদ এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করার জন্য । অভিনন্দন, নিবন্ধের প্রণেতার প্রতি, যাঁরা এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছেন এবং প্রতিবেদন পেশ করেছেন । নিবন্ধটি একটি success story । একটি বিরল উদ্যোগ, সেই হিসেবে আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, এনায়েত সাহেব, তিনি প্রশংসার দাবী রাখেন এবং তাঁকে অভিনন্দন । যেখানে সবাই সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে চান এবং তারা সরকারের সাহায্যেই উন্নয়ন কর্মকান্ড

পরিচালনা করতে চান সেক্ষেত্রে তিনি একটি অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন । এটি খুবই আনন্দের বিষয় এবং প্রশংসার দাবী রাখে ।

এই উদ্যোগ অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদে গ্রহণ করা যায় কিনা প্রবন্ধে সে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে । একই সাথে প্রবন্ধটিতে ২/১ জায়গায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এ অবস্থার স্থায়িত্ব কতটুকু হবে এবং এও বলা হয়েছে যে কিছু কিছু প্রাথমিক উন্নয়নে ভাটাও পরা শুরু করেছে । কাজেই মনে হয় কার্যক্রমটি অন্যান্য ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করার আগে আমাদের অপেক্ষা করা উচিৎ । এই উদ্যোগ পুরোপুরি সফল হয়েছে, বলার সময় এখনো আসেনি । যদি এটা কার্যকর হয় শুধু তখনই অন্য ইউনিয়নে প্রয়োগ করার চিন্তা-ভাবনা করতে পারবো ।

আমরা জানি ইউনিয়ন পরিষদ অত্যন্ত দৃঢ় সংগঠন এবং এটা জনগণ কতৃর্ক স্বীকৃতি লাভ করেছে । আপনাদের হয়তো মনে আছে, একবার ইউনিয়ন পরিষদের সংগে সংগে গ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছিল এবং ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, গ্রাম সরকারের যিনি প্রধান হবেন তিনি হবেন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য । যাতে নাকি একটা ক্ষমতা স্তর maintain করা যায়, hierarchy ঠিক থাকে । কিন্তু পরবর্তীতে সেটা না করে গ্রাম সরকারকে একটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় । তাতে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গ্রাম সরকার একটি প্যারালাল সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং তা জটিলতার সৃষ্টি করে । আমাদের চিন্তা করতে হবে, এই যে আমরা গ্রাউক করতে চাচ্ছি এটা কি ইউনিয়ন পরিষদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন, না complementary সংগঠন । যদি complementary সংগঠন হয় তবেই হয়তো আমরা গ্রাউক-কে develop করার চিন্তা করতে পারি ।

এটা ঠিক, যে কোন উন্নয়নে জনগণের অংশীদারিত্বের প্রয়োজন, কিন্তু জনগণের অংশগ্রহণ কি অবয়বে হবে ? এ ব্যাপারে অনেকে মনে করেন, the term participation is like an old hat, which lost its shape because everybody wears it. আমাদের বোঝা উচিৎ আমরা কি আকারে, কোন অবয়বে জনগণের অংশীদারিত্বকে নিশ্চিত করবো স্থানীয় উন্নয়নে । আরও ২/১টি বিষয় লক্ষ্যণীয় । যেমন- ইউনিয়ন পরিষদের কিছু কার্যক্রম আবশ্যিক, কিছু optional বা

additional । গ্রাউক এর বৃক্ষরোপণ, EPI কার্যক্রম, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এগুলি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । কিন্তু ধূমপান বিরোধী আন্দোলন, জুমার মসজিদে নিয়মিত হাজিরা দেয়া, এগুলিকে আমরা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নাও নিতে পারি । তাতে হয়তো জটিলতা বাড়বে ।

ছাগল পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে । এটা হয়তো সারাদেশে প্রয়োগ করা যাবেনা, এলাকাভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে হয়তো করা যেতে পারে । বৃক্ষের প্রধান শত্রু ছাগল, আবার অনেক গরীব মহিলা ছাগল পুষে জীবন ধারণ করেন । গবেষণায় দেখা যায়, সারা বছর ধরে একটা ছাগল পুষে বিক্রি করলে ২ হাজার টাকা পাওয়া যায় কিন্তু সেই ছাগল হয়তো ২ লক্ষ টাকার বৃক্ষ নিধন করে, অথচ এর বিনিময়ে আমরা মাত্র ২ হাজার টাকা পাচ্ছি । তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় সারা দেশে ছাগল পালন নিষিদ্ধ করা উচিৎ হবে না, কিন্তু স্থানীয়ভাবে নির্দিষ্ট period এর জন্য অর্থাৎ রোপিত গাছ একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার উপরে উঠার পর পালন করার বিষয় অনুমোদন করা যায় । তাতে খুব একটা অসুবিধা হবে বলে আমরা মনে করিনা ।

প্রবন্ধে লক্ষ্য করেছি যে, কতিপয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এটাকে গ্রহণ করতে পারছেন না । এখন দেখতে হবে কিভাবে তাঁদের সম্পৃক্ত করা যায়, বুঝানো যায় । তাদের কাজের স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে যদি এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে হয়তো নেতিবাচক মনোভাব দূর হতে পারে । শুধুমাত্র গ্রাউকের মাধ্যমে কাজটি করা হলে মনে হবে যেন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন ইউনিয়ন পরিষদকে বাদ দিয়ে অন্য একটি নতুন সংগঠন এর মাধ্যমে আমরা কাজ চালাবার চেষ্টা করছি । এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে । আমরা গ্রাম সংগঠন করবো, অনানুষ্ঠানিক সংগঠন করবো, সেটা যেন আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয় ।

প্রবন্ধে রাস্তার দু'পাশে কলাগাছ রোপণ একমাত্র আয় হিসেবে বলা হয়েছে । এখন হঠাৎ যদি ঝড়ে সব কলাগাছ পড়ে যায়, তাহলে তার এলাকায় অর্থনৈতিক অবস্থার কি হবে ? কাঁঠাল গাছ রোপণের জন্য প্রাথমিক ব্যয় কিভাবে আসবে? বলা হয়েছে, গ্রাউকের সদস্যগণ চাঁদা দেবেন, তারা কিজন্যই বা চাঁদা দেবেন, এটা contradictory concept হয়ে যাবে । যেখানে আমরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মেম্বারদের

সম্মানী দিচ্ছ, সেখানে তাঁদের কাছ থেকে আবার টাকা নেওয়ার বিষয়টি আমার কাছে খুব স্বাভাবিক ঘটনা মনে হচ্ছে না । তবুও এটা আমরা এ মুহূর্তে অন্যত্র প্রয়োগ করার সময় হয়েছে কিনা তা ভেবে দেখতে পারি । কারণ আমাদের দেশে কোন কিছুই objective হয়না subjective হয়ে যায় । যেমন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যখন সৃষ্টি করা হয় তখন তার অধ্যাদেশ, প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, প্রতিষ্ঠান প্রধানের দর্শনই প্রতিষ্ঠানের দর্শন হয়ে যায় । চেয়ারম্যান এনায়েত সাহেব বড় পরিবারের ছেলে, প্রভাবশালী ব্যক্তি, শিক্ষিত, নিবেদিত প্রাণ - এ সকল গুণাবলী তাঁর মধ্যে আছে । কিন্তু তাঁর অবর্তমানে আমরা এ কর্মসূচী ধরে রাখতে পারবো কিনা এটা চিন্তা করতে হবে । এক সময়ে চট্টগ্রামের রাংগুনিয়ায় জনৈক চেয়ারম্যান জনাব নূরুল ইসলাম একটি আদর্শ ইউনিয়ন সৃষ্টি করেন । জনাব নূরুল ইসলাম সাহেবের ইউনিয়নে চমৎকার কাজ হচ্ছে । পাশের ইউনিয়নে খুব খারাপ অবস্থা । আবার নূরুল ইসলাম সাহেবের অবর্তমানে সেই ইউনিয়নের অবস্থা আগের মতো হয়ে গেল । যদি এই অবস্থাটি কার্যকর হয়, সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহলেই শুধুমাত্র আমরা এটা replicate করার কথা ভাববো ।

প্রবন্ধকার বলেছেন, আমরা স্বপ্নদোষে দুষ্ট । নিশ্চয়ই আমরা ভালো স্বপ্ন দেখবো, সুন্দর স্বপ্ন দেখবো । কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে সে স্বপ্নগুলো যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত না হয় । তবুও ব্যর্থতাই যেখানে আমাদের সর্বব্যাপী সেখানে ২/১টি যদি সফলতা থাকে, সে সফলতার কাহিনী আমাদের শুনা দরকার, তাতে আমরা সাহস সঞ্চয় করতে পারি অনুপ্রাণিত হতে পারি । কেননা undoubtedly this effort is a silver lining in the cloud । যেখানে আমরা সবাই উন্নয়ন প্রচেষ্টা নিজেরা গ্রহণ করতে পারিনা, সরকারের নিকট থেকে অর্থের সহায়তা নিতে হয়, সেখানে অবশ্যই এই উদ্যোগ তার যোগ্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারে । সম্প্রতি টোকিওতে আমি দেখেছি, সেখানকার Municipal Corporation সরকারের ধার ধারেনা । তারা সরকারের কাছ থেকে এক পয়সাও নেয়না, এবং প্রধান মন্ত্রীকেও তারা তোয়াক্কা করেনা ।

একটি নজীর সৃষ্টি করার জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেবকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যোগ্য নেতৃত্বে তিনি যে উদ্যোগটি গ্রহণ করেছেন সেটি কার্যকর হোক, বস্তুনিষ্ঠ একটি রূপ লাভ করুক, যাতে অন্যান্য এলাকায় জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হয়ে এ ধরনের কার্যক্রমকে গ্রহণ করতে পারেন। ধন্যবাদ

খান জনাবেত করিম
চেয়ারম্যান, ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ভান্ডারিয়া

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের কর্মকান্ডের উপর যে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে, সেজন্য আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যারা কষ্ট স্বীকার করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডের উপর আলোচনা করার জন্য, উৎসাহ প্রদান করার জন্য, তাঁদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকার, প্রথমে বংগবন্ধুর সরকার সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য বাকশাল সৃষ্টি করেছিলেন। তারপরে মরহুম জিয়াউর রহমান সাহেব গ্রামের মানুষের উন্নয়নের জন্য গ্রাম সরকার সৃষ্টি করেছিলেন। তার পরবর্তী জাতীয় পার্টির এরশাদ সরকার ইউনিয়ন পরিষদের নীচে পল্লী পরিষদ গঠনের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনে, বিভিন্ন কর্মকান্ডে গ্রামোন্নয়নের উদ্যোগ দেখা গেছে, কিন্তু এর কোনটাই বাস্তবে রূপ নেয়নি। ইউনিয়ন পরিষদ একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন, বৃটিশ আমল থেকে এটি পরিচালিত হচ্ছে। এলাকার প্রভাবশালী লোক, কর্মঠ লোক, সৎ লোক সাধারণতঃ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। এখানে যে সংগঠনগুলো করা হয়েছিল বিভিন্ন সরকারের আমলে, সেগুলো দেখা গেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বি সংগঠন হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ কারণে আমার মনে হয় এগুলি বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি। আমরা বাস্তবতার আলোকে চিন্তা ভাবনা করে গ্রাম উন্নয়ন কার্যের সুবিধার জন্য প্রস্তাব রেখেছি এবং বাস্তবে তার রূপ দেবার চেষ্টা করছি এবং আমরা অনেকটা সফলও হয়েছি। এই গ্রাম উন্নয়ন কমিটিকে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক শক্তি হিসেবে নিতে চাই। ১৯৯২ সনে আমি দ্বিতীয় বার যখন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

নির্বাচিত হই, তখন এই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কাজ শুরু করি । আমাদের কর্মকান্ড পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ আমাদের ইউনিয়ন পরিদর্শন করেছেন এবং সবাই আমাদের উদ্যোগকে প্রশংসা করেছে ।

আমরা গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন (গ্রাউক) করেছি । কারণ আমাদের লোকসংখ্যা ২১,০০০, এটি মাঝারী ধরনের ইউনিয়ন । এখানে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্যের পক্ষে ইউনিয়নের সকল জনগণের সাথে সংযোগ রাখা কঠিন হয়ে যায় । তাই আমরা গ্রাউক করে কার্যক্রম শুরু করেছি এবং বিশেষ করে এজন্য যে সরকারের ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদ আদি প্রতিষ্ঠান হলেও এর কার্যক্রম খুবই সীমিত। গ্রাম গঞ্জের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবদের সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজ হলো সার্টিফিকেট দেয়া, অমুকের চরিত্র ভালো, কিংবা নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট । তাঁদের আর বিশেষ কোন কাজ থাকেনা । তাই আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করেছি এবং এর মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয়ে অগ্রগতি লাভ করেছি, সে বিষয়ে আমি আলোকপাত করবো ।

গ্রামে-গঞ্জে অশিক্ষিত মানুষের জন্য আইনের ব্যবস্থা করা কঠিন ব্যাপার। কেউ যদি মামলা করে, বিপদে পড়ে, থানায় যেতে হয় পুলিশ অফিসার, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যেতে হয়, উকিল, মাতব্বরদের কাছে ধরণা দিতে হয় । এতে সময় ও পয়সা দুই-ই খর্চা হয় । বিগত সরকারের আমলে আইন কার্যক্রম থানা লেভেলে ছিল, বর্তমানে জেলায় । যেখানে যাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় । আমরা চাচ্ছি গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে, সালিসীর মাধ্যমে যদি বিরোধ মীমাংসা হয়ে যায়, সেটা খুবই ভালো হয় । আমরা গ্রাউকের মাধ্যমে নৈশ প্রহরার ব্যবস্থা করেছি যাতে চুরি ডাকাতি রাহাজানি না হয়, যাতে মানুষের কোর্টে যেতে না হয় । যাতে মানুষের থানায় যেতে না হয়, শুধু শুধু হয়রানী হতে না হয় । এক্ষেত্রে আমরা ৯০% সফলতা অর্জন করেছি ।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ । কৃষি উন্নয়নই বাংলাদেশের উন্নয়ন । কৃষি উপকরণ কৃষকের কাছে পৌঁছতে না পারলে আমাদের সমস্যা হয়ে যাবে । গ্রামে গঞ্জে কৃষি উন্নয়নে প্রধান দু'টি বাধা হলো একটা গরু ছাগল এবং ছিচকে চোর । নৈশ প্রহরার

মাধ্যমে এসব ছোট ছোট চুরি আমরা ঠেকাতে পেরেছি । গরু ছাগল মহিষ কৃষি'র জন্য বিরাট অন্তরায় ছিল । বেড়া দিয়ে কৃষি উৎপাদন লাভজনক হয়না । আমরা গরু-ছাগল বেঁধে রেখে প্রতিপালন করে দেখেছি, তাতে অসুবিধা হয়না । বরং স্বাস্থ্য ভালো থাকে । কারণ নিয়মিত খাবার দেয়া যায়, নিয়মিত পরিচর্যা করা যায় এবং গরুর স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয়না। ছাগল পালন সাময়িকভাবে বন্ধ করেছি । ছাগল কৃষির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমরা যে বৃক্ষ রোপন করেছি, ছাগল থাকলে কোন অবস্থায়ই এর সফলতা সম্ভব নয় । সে কারণে মাত্র ২ বৎসরের জন্য আমরা ছাগল পালন বন্ধ করেছি এবং আমরা ৯৫% সফলতা অর্জন করেছি।

কলা চাষ করে গ্রামের বেকার যুবকদেরকে আমাদের কলাচাষ কর্মসূচীতে এনেছি । এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, রাস্তার মালিক সরকার । কিন্তু রাস্তার জন্য যে সমস্ত জমির মালিক জায়গা দিয়েছে চেয়ারম্যান মেম্বারদের সম্মানার্থে, সে সব জমির মালিকদের অর্ধেক দেয়ার ব্যবস্থা রেখেছি ।

শিক্ষার ব্যাপারে আমরা গ্রাউকের মাধ্যমে কাজ করে সফলতা লাভ করেছি । সেখানে আমাদের গ্রামের জরীপকৃত ৯৬% ছেলে মেয়ে স্কুলগামী । পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের এলাকার জন্মহার যেখানে ১.৮, সেখানে গ্রাউকভুক্ত গ্রামের জন্ম হার ১.৪১ । এখানে আমরা successful । রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও আমরা সফল হয়েছি । কর আদায়ের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এটা সত্য যে সাধারণত: কর আদায় করা খুব মুশকিল । আমরা গ্রাউকের সদস্যদের একার্যে নিয়োজিত করেছি । আমাদের উদ্দেশ্য হলো কর আদায়কারীই যদি কর দাতা হয় তাহলে আমরা সফল হবো । কর আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা আর একটি ব্যবস্থা করেছি । আমরা ইউনিয়ন পরিষদে একটি নার্সারী করেছি । সেখান থেকে প্রত্যেক পরিবারে ৫টি ফলের গাছ এবং ৫টি কাঠের গাছ চারা দেবো । পরবর্তীতে গাছের ফল বিক্রি করে লোকজন ইউনিয়ন পরিষদের কর প্রদানে বাধ্য থাকবে। এভাবে আমরা কর আদায় করতে চাই, যেটার সাফল্য ইউনিয়ন পরিষদের সবচেয়ে কম, সেক্ষেত্রে সফল হওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রশিক্ষণ হয় । প্রতিবার ১০০ যুবকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং এর ব্যয় ইউনিয়ন পরিষদ/গ্রাউকের সহায়তায়

মেটানো হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন, আমরা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, থানা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ এ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ব্যক্তিজীবন, চরিত্র গঠন এলাকার উন্নয়ন ইত্যাদি কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সরকার ছোট মাছ নিধন বন্ধের জন্য বহু প্রচার করে থাকেন। মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় দেখি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী কর্তৃক অবৈধ জাল ও জেলে ধরা হয়। আমার ইউনিয়নে গ্রাম কমিটির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণের ফলে বর্তমানে তিন মাসের জন্য ছোট মাছ ধরা বন্ধ থাকে। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের এলাকায় মাছের চাষ ভালো হচ্ছে এবং মাছ বড় হবার সুযোগ পাচ্ছে। ইউনিয়নের মজা খাল, মজা পুকুরে গ্রাম কমিটির মাধ্যমে এলাকার যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে, আমরা মাছের চাষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় বলতে সরকার যে সাহায্য দেয়, বাৎসরিক যে গম দেয়, এডিবি'র থেকে উন্নয়ন খাতে কিছু দেয় এবং যে কর ধরা হয়, এর সাথে আমরা নিজস্বভাবে বিভিন্নখাত থেকে, যেমন কলাগাছ থেকে, কাঁঠাল গাছ থেকে, মৎস্য চাষ ইত্যাদি থেকে যে দুই তৃতীয়াংশ পাবো এবং সরকারের সম্পদ থেকে যে আয় পাবো এগুলি মিলিয়ে সরকারের যদি সহযোগিতা থাকে তাহলে বৎসরে কমপক্ষে ৫-৭ লক্ষ টাকা প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে আয় হতে পারে। যদি প্রচেষ্টা থাকে এবং সরকারের সকল সম্পত্তি ব্যবহার করার সুযোগ থাকে তাহলে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদ ৫-৭ লক্ষ টাকা আয় করতে পারে। আয়ের ব্যাপারটি যদি সফল করা যায় তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের অসচ্ছলতা দূর করা যাবে বলে আমি মনে করি। গ্রাউক এর মাধ্যমে এই আয় বৃদ্ধি সম্ভব এবং এর মাধ্যমে সরকারের অন্যান্য বিভাগীয় যে কার্যক্রম আছে সেগুলি যদি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হই তাহলে অবশ্যই আমরা সফল হবো।

গ্রাম উন্নয়ন কমিটির রূপরেখা হলো, এটা হবে ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক কমিটি। ইউনিয়ন পরিষদ প্রস্তাব রাখবে গ্রাম উন্নয়নের জন্য, থানা পরিষদ সেটা অনুমোদন দেবে এভাবে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির আয়ুস্কাল ২ বৎসর পর আবার এটা নতুনভাবে তৈরি হবে।

পরিশেষে, ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের আলোকে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো । আমরা গ্রামে থাকি, গ্রামের জনগণের সাথে চলাফেরা করি, আপনারা যারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি এবং বিজ্ঞ, যারা উপস্থিত আছেন তাঁদেরকে আমাদের কর্মকান্ড যাতে সফল হতে পারে এবং আরও সুন্দর, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রচলিত হতে পারে, এতে করে অন্যান্য এলাকায় গরীব জনগণের উন্নয়ন, মুক্তি আসতে পারে সে ব্যাপারে আপনাদের সহায়তা কামনা করি । ধন্যবাদ ।

মুক্ত আলোচনা

মো: সাহাদাৎ হোসেন
থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, ধামরাই, ঢাকা

আমি গর্ব অনুভব করছি, আমার থানার নাম ভান্ডারিয়া এবং খান এনায়েত করিম সাহেব আমার সুপরিচিত । উনার সমর্থনে আমি কিছু কথা বলবো । আমি বলতে চাই, যে জিনিসটা প্রথমে আসে যে জিনিসটা কিন্তু প্রথম খুব কঠিন থাকে । আমরা যেদিন প্রথম স্কুলে গেছি, শিখতে খুব কঠিন লেগেছে । আস্তে আস্তে আমরা শিখে গেছি । বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে । প্রথম আমরা যখন চিন্তা করেছি, মনে হয়েছে কত কঠিন কাজ । কিন্তু সুসংগঠিত একটা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি অবশেষে ।

খান এনায়েত করিম সাহেবের সেই কর্মকান্ডে ২/১ জন শত্রু আছে এটা বলা হয়েছে । এরা তাঁর কাজের প্রতি ঈর্ষাপরায়ন । সকল কার্যক্রমের বিরোধিতা সব সময়ই থাকে । ২/১ জন বিরোধিতা করেই, এজন্য পুরো কর্মসূচী আমরা বাদ করে দেবো কিনা আমাদের ভাবতে হবে । যদিও এনায়েত করীম সাহেব যেটা করেন সকলের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, কারণ উনি সমাজসেবী, সবার পক্ষে এটা করা সম্ভব কিনা প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু সরকার থেকে কোন নির্দেশ আসলে তখন আমরা সবাই সেটা পালন করতে বাধ্য হবো । সরকারের যদি নীতিমালা থাকে তবেই এটা করা সম্ভব হবে । কৃত্রিমভাবে গ্রাম ভাগ করার বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে । স্থানীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে পাড়াকে একক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে । ধূমপান সামগ্রী বিক্রি একেবারে বন্ধ করার ক্ষেত্রে বরং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ধূমপান নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে ।

ভিটাবাড়িয়ায় অনুসৃত পদ্ধতির সবগুলো না হলেও কিছু কিছু চালু করে সরকার দেখতে পারেন এর কার্যকারিতা। নচেৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করিম সাহেবের মতো কেউ এগিয়ে আসবে বলে মনে হয়না। এজন্য সরকারী নির্দেশ প্রয়োজন।

ফজলুল কবির
প্রকল্প পরিচালক, বার্ড

মূল সম্মেলনটা যদি ভিটাবাড়িয়ার অভিজ্ঞতার সাথে গোটা বাংলাদেশের আরও বিভিন্ন এলাকার উন্নয়ন অভিজ্ঞতাগুলির সমন্বিত আলোচনা হতো আমরা তাহলে হয়তঃ লেকড়ের সন্ধান পেতে পারতাম। আমরা যদি শুধু এনায়েত করিম সাহেবের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে অন্যগুলো হারিয়ে যাবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন একটা ইউনিয়নের উন্নয়ন দিয়ে হবে না। এটাকে নিয়েই হয়তো বাংলাদেশকে উন্নত করা যাবে না। তবে আমি অবশ্যই সম্মান প্রদর্শন করছি জনাব এনায়েতকে, ব্যক্তি এনায়েতকে। তিনি একটা কাজ করেছেন, যেটা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। প্রতিবেদনটিকে আমি পরিসংখ্যান ঘাটতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটা সাফল্যের কাহিনী হিসেবে অভিহিত করতে পারি। উন্নয়নের পরিসংখ্যান যদি না থাকে তাহলে আদৌ কোন উন্নয়ন হয় কিনা তা আমি বলতে পারবো না। base line যদি না থাকে, তবে ১৯৯২ থেকে আমি কি উন্নতি করলাম তা আমি কি indicator দিয়ে পরিমাপ করবো? ভিটাবাড়িয়াতে যেভাবে গ্রাম ৪টা ভাগ করা হয়েছে, সেভাবে ভাগ করার প্রয়োজন নেই এজন্য যে, ভিটাবাড়িয়া পুরো বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনা। ভিটাবাড়িয়ায় ৪টা গ্রাম, তাতে ২১,০০০ লোক। বোঝা যাচ্ছে যে, অনেক লোক বাস করছে এ ৪টি গ্রামে। বাংলাদেশের সব গ্রাম কিন্তু এধরনের নয়। আমরা অনেক গ্রাম দেখেছি, যেখানে হয়তো ছয়শ লোক নিয়ে একটি গ্রাম। যেখানে ৫০টি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম। ভিটাবাড়িয়ার গ্রামকে দেখে যদি বলি বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামও ভাংতে হবে, তবে সেখানে কিছু বিশ্লেষণ এবং আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ভিটাবাড়িয়াতে জনগণ কীভাবে উন্নয়নের অংশগ্রহণ করছে? আদৌ কি গ্রামের মানুষ planning process এ অংশগ্রহণ করছে? সেখানে কি গ্রামের মানুষের তথ্যগুলো রয়েছে? পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরা যায়। আমাদের কিছু

কিছু গ্রাম আছে, যেখানে গ্রামের পারিবারিক তথ্য কার্ড রয়েছে। এ তথ্য কার্ড দেখে আপনি বলতে পাচ্ছেন ২ বছর পর এই পরিবারটার আদৌ কোন উন্নতি হলো কিনা। সেসব তথ্য কিন্তু এখানে আসেনি। আমাদের এসব অভিজ্ঞতা নেবার প্রয়োজন আছে, যেগুলো হয়তো কাজে লাগানো যেতে পারে। কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়ন এ ইউনিয়নে শুরু হয়নি।

প্রশ্ন তোলা যেতে পারে নেতৃত্বের বিকাশ কি শুধু চেয়ারম্যান কিংবা ইউ,পি সদস্যদের মধ্যেই হবে? নেতৃত্বে সাধারণ মানুষকে উঠে আসার জন্য যে প্রক্রিয়া সেটা খুলে দিতে হবে। কে খুলবে? ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সেটা করবেন না। সেটা করতে গেলে এমন লোকের সৃষ্টি করে নিতে হবে যারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসবেন। প্রবন্ধে স্বেচ্ছাশ্রমে নিরুৎসাহের কথা বলা হয়েছে, এটা স্বাভাবিক। ঐ গ্রামের মানুষের কথা ভাবছি, গ্রামের একজন মানুষ সে বছরের পর বছর স্বেচ্ছাশ্রম দেবে এটা ভাবা যায় না। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীতে সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি গঠন হচ্ছে। পুঁজি গঠন হচ্ছে বলে একজন ম্যানেজার, একজন ক্যাশিয়ার, একজন একাউন্টেন্ট সেখানে কাজ করতে পারছে। তাঁদেরকে মাসিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ভাতা দেয়া সম্ভব হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠানেরও বাংলাদেশে অভাব নেই। আমার মনে হয় এভাবে ভাবলে চলবেনা যে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে গ্রামের মানুষ কাজ করবে, এবং সেটা বোধ হয় আজকে এনায়েত সাহেব চেয়ারম্যান আছেন বলেই করতে পাচ্ছেন, যখন উনি থাকবেন না তখন ঐ স্বেচ্ছাশ্রম থাকবে কিনা জানিনা। স্বেচ্ছাশ্রম আদৌ থাকা ঠিকনা, কারণ আমি নিজেই যেখানে বিনা পয়সায় চাকুরী করবো না।

গ্রাম উন্নয়ন কমিটিকে চেয়ারম্যান সাহেব সহায়ক শক্তি বলেছেন। আমার মনে হচ্ছে, ইউনিয়ন পরিষদই যদি গ্রাম উন্নয়নের জন্য একীভূত হয় বা সম্পৃক্ত হয়, তাহলেই গ্রামের উন্নয়ন সম্ভব।

মো: মজিবর রহমান
যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় সর্বনিম্ন স্তরের প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের উপর কর্মশালা আয়োজনের জন্য । ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের স্বকর্মসংস্থানের যে উদ্যোগ ইউ,পি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যে সফলতা অর্জন করেছে তার জন্য ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ এবং তাঁর চেয়ারম্যান সাহেবকে ব্যক্তিগত এবং মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে অভিনন্দন । আপনারা খুশী হবেন যে, ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড সরকারী পর্যায়ে অত্যন্ত সফল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে । ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড পর্যালোচনাপূর্বক আমরা উক্ত ইউনিয়ন পরিষদকে জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি এবং চেয়ারম্যান সাহেব তাঁর ত্যাগ পরিশ্রম এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হতে যাচ্ছেন এ বছর। আমি তাঁর মতামত ইউনিয়নের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং মানুষের ভাগ্যকে উন্নয়নের জন্য তাঁর মনের যে প্রেরণা লক্ষ্য করেছি, তাঁকে প্রশংসা না করে পাচ্ছি না। উনি নিশ্চয়ই কিছু কিছু কর্মকান্ড গ্রহণ করে প্রশংসার দাবীদার হয়েছেন । কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি কোন সাফল্যের কাজ করে তাহলে তা নি:সন্দেহে প্রশংসার দাবীদার এবং সে উদ্যোগকে প্রেরণা না যোগালে তা সাফল্যের মুখ দেখবে না এবং অন্যের অনুকরণীয় হবে না ।

আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং ধুমপান বিরোধী আন্দোলনে ইউনিয়ন পরিষদ যে সফলতা দেখিয়েছে তা নিশ্চয়ই প্রশংসা পাবে। বিলের ক্ষেতের জোঁক নিধন এবং অন্যান্য কর্মকান্ড বিশেষ করে কলাগাছ ও কাঁঠাল গাছ রোপণ এবং এভাবে ইউনিয়নের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য যে কাজকর্ম হাতে নেয়া হয়েছে তা নি:সন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। তবে এক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যর্থতাও ওনার রয়েছে। সেগুলো সমালোচকরা সমালোচনা করেছেন ।

এই ইউনিয়নের ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে কর ধরা হয়েছিল ১,১০,০০০ টাকা, তার মধ্যে আদায় হয়েছে মাত্র ৫০,০০০ টাকা । এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ যে যথেষ্ঠ সফলতা দেখিয়েছে, তা বলা যায় না, তেমনিভাবে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ দেশের জন্য বিরাট

সমস্যা । সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে একেকটি পরিবারে সন্তান সংখ্যা ৫/৬ জন । এটা কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না । তবে চেয়ারম্যান সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমিয়ে আনতে তারা সক্ষম হচ্ছেন ।

ইউনিয়ন পরিষদের যে উন্নয়ন কর্মকান্ড তা জাতীয় কর্মকান্ডের সংগে পরিপূরক যদি হয় তাহলেই সামগ্রিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড সফল হতে পারে এবং তা জাতীয় কর্মকান্ডে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে । এক্ষেত্রে সমীক্ষায় দেখানো হয়নি জাতীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ কতটা অবদান রাখতে পেরেছে । এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করা হয়নি । এখানে দেখানো হয়েছে নেতৃত্বের কোন্দল রয়েছে । কিছু কিছু পরিষদ সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইউপির কর্মকান্ডে বাঁধার সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে এনায়েত করিম সাহেবের নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে বলে সমীক্ষায় যে দাবী করা হয়েছে তা কিন্তু আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না ।

ইউনিয়ন পরিষদ নিজের ইউনিয়নের আয় বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ করছে । এ পর্যন্ত আয় ব্যয় কি হয়েছে, সুফল কি অর্জিত হয়েছে, তা কিন্তু সমীক্ষায় দেখানো হয়নি । অবশ্য এটা একটা long term plan । ভবিষ্যতে হয়তো এর সুফল ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপকভাবে পাবে । ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের কোন বিষয়ও সমীক্ষায় আলোচিত হয়নি । কলাগাছ, কাঁঠাল গাছের পাশাপাশি যদি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি না হয়, রাস্তাঘাট না হয়, ব্রিজ কালভার্ট না হয়, তাহলে সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবেনা । সুতরাং গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতি মনোযোগী হওয়া দরকার, নাহলে গৃহীত পদক্ষেপ সুদূর প্রসারী সফলতা বয়ে আনবে বলে মনে হয়না ।

সমীক্ষায় একটি প্রস্তাবিত ইউ,পি কাঠামো দেখানো হয়েছে । সেটি একেবারেই বাস্তব ভিত্তিক হবে না । ইউনিয়ন পরিষদের যে আয় হয় তা থেকে চৌকিদার দফাদারদের বেতন মিটানোই সম্ভব হয় না । Tax আদায় হয় না । কি কারণে হয় না সেটা চেয়ারম্যান সাহেব উল্লেখ করেছেন । যেখানে চৌকিদার দফাদারদের বেতন দেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মহিলাসহ ১২ জন মেম্বরদের ভাতা মেটানো যায় না, মাসের পর মাস তা বকেয়া থাকে । সেখানে প্রস্তাবিত একটা

ইউনিয়ন কাঠামোতে আর্থিক ব্যয় কিভাবে চালানো যাবে, সেটা সবক্ষেত্রে আমি চিন্তা করতে পারিনা। সুতরাং আমার মনে হয় এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনার অবকাশ আছে।

ড: এ,কে,এম, আবুল কালাম
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ
জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমি প্রবন্ধের রচয়িতাদ্বয় ও আলোচকদের ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে খান এনায়েত করিম সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে তিনি তাঁর ইউনিয়নে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যে আলোচনা হয়েছে তার সাথে, আমি নতুন মাত্রা যোগ করতে চাই, যেটা প্রাসংগিক। এ বিষয়টা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা যায় কিভাবে, আইনানুগ করা যায় কিভাবে সরকারী পদ্ধতির ভিতরে; আমার মনে হয় এটি একটি নতুন মাত্রা এবং শেষ পর্যন্ত এটিই চূড়ান্ত মাত্রা যেটা আমাদের ঠিক করা প্রয়োজন।

আমরা জানি এদেশে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন নতুন কিছু নয়। বৃটিশ আমলের পূর্ব থেকেই এদেশে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন হয়ে আসছে। মূলত: আমাদের গ্রামগুলো ছিলো আত্মনির্ভরশীল। তাই স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন নতুন কিছু না হলেও আমরা সেটাকে ধরে রাখতে পারিনি আমাদেরই কারণে।

মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের লেখা এ ধরনের একটি উদ্যোগের কথা আমি পড়েছি। এ উদ্যোগের কথা বিভিন্ন সরকারী নীতি নিয়ম কানুনের ভেতর বলা আছে। যেমন বলা যায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, তাঁদের দায়-দায়িত্বের ভিতরে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের কথা বলা আছে এবং এ সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগেও অনেক কিছু করার সুযোগ আছে, যেটাকে আমরা নীতি দ্বারা বা সরকারী যে নিয়মকানুনের মাধ্যমে সন্নিবেশিত করিনি। একই সাথে গ্রাম থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের যে অবকাঠামো, এর ভিতরেও আমরা এটাকে সন্নিবেশিত করিনি। এ সমস্যাগুলো অতীতে আমরা বহুবার দেখেছি। যেমন, থানাতে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই, জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। ইউনিয়ন পরিষদের যে

সভাপতি, তাঁকে কে supervise করবেন, জেলা পর্যায়ে দায়িত্ব আছে কিনা, এসব বিষয়ে আমাদের উদ্যোগের সাথে কিভাবে সন্নিবেশিত করা যায়, তা ভেবে দেখা দরকার।

সালেহ আহমেদ
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সাহেব ২টি প্রশ্ন আমাদের মাঝে রেখেছিলেন। ভিটাবাড়িয়া গ্রাম উন্নয়নকে কেন্দ্র করে। প্রধান অতিথি বলেছিলেন স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন অথবা উন্নয়নের সাথে স্থানীয় উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত উন্নয়নের উদ্যোগ আছে এবং সেটার সাথে স্থানীয়ভাবে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এ দুটোর মধ্যে মিল অথবা গড়মিলের বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। অনেকে বলেছেন ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে উন্নয়ন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমার বিবেচনায় সামগ্রিকভাবে ভিটাবাড়িয়ার উন্নয়ন কর্মকান্ড আমাদের মধ্যে একটি তাগিদ দিচ্ছে, স্বাধীনতা উত্তর কালের বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়, সমবায় সমিতি BARD পরিচালিত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, গ্রাম সরকার ইত্যাদি উদ্যোগগুলিও আমাদের বার বার সেই একই উন্নয়নের তাগিদ সৃষ্টি করছে।

ষাটের দশকের পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে থানা দপ্তরের সরকারী দপ্তরগুলো ছিলো; সেগুলোকে ১টি জায়গায় এনে থানা সচিবালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে থানার জন্য যেমন উন্নয়ন প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে, যদি আমরা সে থানা সৃষ্টির সময়ের সাথে তৎকালীন জনসংখ্যা, তৎকালীন সমস্যার সাথে আজকের থানার সমস্যা বা জনসংখ্যার তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে তৎকালীন থানার সমস্যার চেয়ে বহুগুণ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, ভিটাবাড়িয়া গ্রাম উন্নয়নের যে উদাহরণ আমাদের কাছে আসলো, সেটুকু আমাদের মধ্যে একটা তাগিদ যোগ করেছে। অন্যান্য যে প্রচেষ্টাগুলি চালানো হচ্ছে, চালানো হয়েছে, সেই সাথে আজকের ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার একটা রূপরেখা আমাদের মধ্যে আসা প্রয়োজন।

ড: তোফায়েল আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমি শুধু কবির সাহেব যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলোর সাথে supplement করছি। ভিটাবাড়িয়ার উদ্যোগে ভুলত্রুটি যাই থাক সেটাকে তুলে ধরার জন্য পিএটিসি ধন্যবাদ পাবার যোগ্য এবং পরবর্তীতে এ ধরনের বিভিন্ন উদ্যোগ বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে এগুলোকে নিয়ে সমন্বিতভাবে কিছু করা যায় কিনা বিভিন্ন সংস্থা যেমন পিএটিসি, এনআইএলজি, বার্ড প্রচেষ্টা নিতে পারে । কথা হলো আমরা হঠাৎ করে গ্রামকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করি, পরবর্তীতে এটা স্তিমিত হয়ে যায় । এখন বোধ করি এটা আবার চাংগা হয়ে উঠছে। তো এখন যদি আবার জিনিসটা focus এ চলে আসে, এখন ইউনিয়নকে রেখে যদি গ্রামকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয়, তাহলে experience তো প্রচুর আছে । এখন দরকার এগুলোকে জড়ো করা । কুমিল্লা মডেল এ development এর মূল কেন্দ্রবিন্দু এখন পরিবার । সংগঠনের একক হচ্ছে গ্রাম, সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং support দেয়ার জন্য থানা । এরকম একটা linkage সৃষ্টি করা হয়েছে প্রকল্পটার মাধ্যমে ।

স্থানীয় সরকার বিভাগের পাশাপাশি আমরা ইউনিয়ন পরিষদের অবকাঠামো সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করি । সেজন্য, ইউনিয়নের বিল্ডিং এর layout সদস্য সংখ্যা, তার linkage, অর্থায়ন, বিচার ব্যবস্থা, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । পরবর্তীতে কুমিল্লাতে আরও ২/১ টা কাজ হয়েছে ওখানে গ্রাম, ইউনিয়ন থানাক link করার চেষ্টা করা হয়েছে । আমি মনে করি আমরা কোন এক সময়ে experienceগুলি share করতে পারি । ধন্যবাদ ।

মো: ফজলুল রহমান
থানা সমাজসেবা অফিসার, সাভার

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের গ্রাউিক সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে । এখানে মাত্র ৪টা গ্রাম, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে গ্রাউিক করা হয়েছে তিনটা । আমার বিবেচনায় পাড়া ভিত্তিক কমিটি হলে সম্ভবত: ভালো হতো । সমাজ সেবার কর্মকান্ড এখানে সন্নিবেশিত করলে ভালো হতো প্রবন্ধটিতে। রিপোর্টে শিশু শিক্ষা দেখানো হয়েছে, বয়স্ক শিক্ষা

দেখানো হয়নি । সেটা দেখানো হলে হয়তো ভালো হতো । বহুবিবাহ দেখানো আছে । এর প্রতিকার দেখানো হয়নি । এটা দেখানো যেতো । ধন্যবাদ ।

উপস্থাপকের জবাব
মোহাম্মদ জাহাংগীর হোসেন

মাত্র ২ মিনিট সময় দেয়া হয়েছে উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের জবার দেবার জন্য । ২ মিনিটে কোন জবাব দেয়া যায় না । সুতরাং আমি জবাব দেবার চেষ্টাই করছি না । যারা আজকে এই প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেছেন এবং মুক্ত আলোচনা করেছেন সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ কারণে যে, তাঁরা আমাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে উন্নততর করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন, প্রকারান্তরে তাঁরা আমাদের প্রচেষ্টাকেই সাহায্য করছেন । বিভিন্নভাবে আপনারা যে সমালোচনা করেছেন, তাতে বোঝা যায় এবিষয়ে আপনারা কত ব্যাপকভাবে আগ্রহী । আমরা আপনাদের এই আগ্রহকে পুঁজি করে আরও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো । ধন্যবাদ ।

অধিবেশন সভাপতির ভাষণ
ড: বোরহান উদ্দিন খান জাহাংগীর

আজকের এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে একজন বিশেষ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। সে বিশেষ ব্যক্তির কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছেন ২ জন গবেষক । আর সে দু'জন গবেষকের বক্তব্যের উপরই এখানে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। আলোচনার মূল ২টি ধারা তৈরী হয়েছে, ১টি ধারার মধ্যে এক ধরনের তাত্ত্বিকতার ঝোঁক আছে যারা তত্ত্ব দিয়ে সমস্যাকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে হচ্ছে কিছু উচ্ছ্বাস প্রবণতা । দু'টির মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্য রয়েছে ।

বাংলাদেশে গত ২২ বছর ধরে গ্রামে উন্নয়নের যে উদ্যোগ তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে ২টি উপাদান সক্রিয় । ১টি হচ্ছে পুঁজি, আর ১টি হচ্ছে শ্রম । এই গ্রাম উদ্যোগকে আমরা পুঁজির সম্পর্কে নিয়ে আসছি, না শ্রমের সম্পর্কে নিয়ে আসছি, এটা ভাববার

বিষয় : তার কারণ মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা বার বার আমরা বলছি, সেই মানব উন্নয়নকে আমরা শ্রমের সপক্ষে ধরে রাখবো, না পুঁজির সপক্ষে ধরে রাখবো এটা কিন্তু আমাদের গ্রাম উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। বরং মনে হচ্ছে গ্রাম উন্নয়নের প্রধান ঝোঁক পুঁজির দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের মতো স্তর বিন্যস্ত দেশে, যেখানে দরিদ্র জনসংখ্যা খুবই বেশী, জমি কম, পুঁজি নেই, সেক্ষেত্রে আমাদের বোধ হয় নতুন করে ভাববার সময় এসেছে, যে আমরা কতদিন পর্যন্ত, কোন মুহূর্ত পর্যন্ত গ্রাম উন্নয়নকে পুঁজির সপক্ষে ধরে রাখবো, মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা ভেবে, সেটি কিন্তু পরিস্কার করা দরকার। তা যদি আমরা না করি, আজ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে এখানে গ্রাম উন্নয়নকে কেন্দ্র করে একটা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশের অনেক দুর্ভাগ্য যে, আমরা কোন প্রতিষ্ঠানকে ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখতে পারিনি। যে দেশে প্রতিষ্ঠানকে আমরা গড়পড়তা ৩ থেকে ৪ বৎসরের মধ্যে বদল করি, সেক্ষেত্রে যদি এলোমেলোভাবে পুঁজির সপক্ষে মানব সম্পদ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকে, এবং সরকারের ভূমিকা যদি ক্রমাগত হ্রাস হতে থাকে, কিংবা সরকারের ভূমিকা যদি পুঁজির সপক্ষে যেতে থাকে, তাহলে সমস্যা তৈরী হবে। এটি কিন্তু আমরা ভেবে দেখতে পারি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্যানেল আলোচনা

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৯৫
(১৪:৩০-১৬:৩০)

বিষয় : স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন: অবকাঠামো নির্মাণ, তহবিল গঠন ও বিনিয়োগ

সভাপতি

জনাব মাহে আলম
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, তহবিল গঠন ও বিনিয়োগ
(প্যানেল আলোচনা)

ড: মহীউদ্দিন খান আলমগীর
সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্থানীয় উদ্যোগ বিশ্লেষণের জন্য একে তিন ভাগে ভাগ করা যায় । প্রথমত: স্থানীয় উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এবং শহর অঞ্চলে কতিপয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে । বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে গণগ্রন্থাগার এবং দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনায় এ প্রতিষ্ঠানগুলি অনুসরণীয় কাজ করছি । প্রতিষ্ঠানগুলি তথাকথিত Society's Act-এর আওতায় নিবন্ধনকৃত । এদের আরেকটি সম্পূরক নিবন্ধন সম্ভবত সামাজিক কুশল (Social Welfare) ডিপার্টমেন্টের আওতায় দেয়া হয় । এর বাইরে হাল আমলে কিছু ন-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা এনজিও আঞ্চলিক ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে কাজ করছে । ন-সরকারী অথবা এনজিও হিসেবে আমরা সেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাই, যারা অর্থায়নের জন্য অংশত বা সম্পূর্ণ বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল । এরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে Society's Act-এর আওতায় নিবন্ধকৃত । এসব প্রতিষ্ঠান কতিপয় ক্ষেত্রে (যেমন ব্যাংক) কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধকৃত এবং সকল ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্য নেয়ার আগে যে অনুমতি ভিত্তিক নিবন্ধন তথাকথিত এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিতে হয়, সেই এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধকৃত । এরা প্রায় সকল পর্যায়ে (যেমন চিকিৎসা, সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি, গ্রাম উন্নয়ন, আঞ্চলিক উন্নয়ন, বনায়ন), এমনকি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কাজ করছে এবং এদের কাজ সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন ।

তৃতীয় পর্যায়ে আছে স্থানীয় পরিষদসমূহ । ইউনিয়ন পর্যায়ে আছে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ের পরিষদ ইতোমধ্যে বিলুপ্ত করা হয়েছে । জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড বা জেলা পরিষদ এখনও আইন অনুযায়ী টিকে আছে কিন্তু এখানে কোনও নির্বাহী বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নেই । প্রায় ৯০/৯২টি পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন আছে । অর্থাৎ দেখছি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো তৃতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত । বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা মেরে ফেলেছি । দেশে স্থানীয় সরকার এবং গ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল

সেগুলিকে আমরা মেরে ফেলেছি । মেরে ফেলার কারণ মোটামুটিভাবে সনাক্ত করা যায় । সনাক্ত করছি কারণ এগুলি দূর করা দরকার । প্রথমত: আমলা সমষ্টিতে আমরা যারা কাজ করছি তারা এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী । আমরা ক্ষেত্র এবং সময় বিশেষে মনে করছি যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ সরকারী কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা দেয়া। যখনই তারা সংবর্ধনা দিতে পেরেছেন বা দিতে এগিয়ে এসেছেন তখনই আমরা তাদের স্বাগত করেছি এবং ক্ষেত্র ও সময় বিশেষে অর্থানুকূল্য কিংবা অন্যধরনের সাহায্য দেয়ার চেষ্টা করেছি । এ কাজের প্রকৃত কার্যকারণ সূত্র নেই এবং এসব প্রতিষ্ঠান সময়ের ব্যস্ত পরিসরে উন্নয়নের প্রতিকূলে কাজ করেছে ।

দ্বিতীয় বিপত্তি হচ্ছে সামরিক শাসন । ১৯৫৮ থেকে শুরু করে এ দেশে যখনই সামরিক শাসন এসেছে তখনই সামরিক শাসনের ধারক ও বাহক হিসেবে যারা ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা রাজনৈতিক স্বার্থে, নিজেদের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য এই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন । পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে তা যদি বিশ্লেষণ করি তবে দেখব সেখানেও এটা একটা বিরাট প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে ।

তৃতীয়ত আইনগত প্রতিবন্ধকতার দিকে আপনাদের সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পরিষদের (পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং রাংগামাটিতে বিশেষ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত) ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আইনগত অন্তরায় হচ্ছে এদের আর্থিক ক্ষমতা বলে তেমন কিছু নেই । আইন করে কতিপয় আয় আহরণ করার উৎস এদের অনুকূলে সনাক্ত করা হয়েছে । এগুলি ১৯৫৮ সালে যেমন ছিল এখনও তেমন আছে, আমরা আয়ের ভিত্তিতে এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেইনি । আমাদের আইন করে এ আয়ের উৎসগুলো সুস্পষ্টভাবে এবং বৃহত্তর অবয়বে তাদের অনুকূলে নির্দিষ্ট করতে হবে । এটা সম্ভব আমরা না হলে, একই আইনের আওতায়, জাতীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ উদাহরণত: (শতকরা ২৫ ভাগ) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ করা প্রয়োজন । না নইলে স্থানীয়, স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠবে না ।

আইনে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যাতে নেতৃত্ব না গড়ে উঠে তার অনুকূলে আমরা একটি বিধান রেখেছি। আইন অনুযায়ী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা যদি অনাস্থা প্রস্তাবও পাশ করেন, তাহলেও তাদের সরানো যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বা তথাকথিত "prescribed authority" বা competent authority তাদেরকে না সরান।

এখানে দু'টি শর্ত। একটি প্রয়োজনীয় শর্ত আরেকটি পর্যাপ্ত শর্ত। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় লোকের কাছে জবাবদিহির দায়ে দায়বদ্ধ থাকবে। তারা ঠিকমত কাজ না করলেও তাদেরকে স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা কিংবা জনগণ সরাতে পারবেন না। তারা প্রাথমিক পদক্ষেপটি নিতে পারেন, কিন্তু চূড়ান্ত পদক্ষেপটি নিতে পারেন না। চূড়ান্ত পদক্ষেপটি নিবেন কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি হিসেবে যারা নির্বাচিত হন, তারা মনে করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের প্রতি অনুগত থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় জনগণের প্রতি তাদের জবাবদিহির কোন দায়বদ্ধতা নেই। তারা নির্বিচারে তহবিল তসরুপ করতে পারেন, জনগণের রায় উপেক্ষা করতে পারেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়, জমিদার হিসেবে কাজ করতে পারেন। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে, জনগণের ভোটে যারা নির্বাচিত হবেন তাদেরকে সরানোর ক্ষমতাও জনগণের থাকবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। যতদিন পর্যন্ত আমরা জনগণের অনুকূলে আমাদের বিশ্বাস প্রসারিত না করি ততদিন পর্যন্ত এই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি বিকাশ লাভ করবে না। কথাগুলি সার্বিকভাবে ইউনিয়ন, জেলা এবং পৌরসভার জন্য প্রযোজ্য। এছাড়াও থানা পর্যায়ে একটি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিৎ। আমরা উপজেলা গঠন করেছিলাম। সেখানে ভুল ভ্রান্তি ছিল। যে আইনের ফাঁকে রাজনৈতিকভাবে এগুলিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে সেই আইনের ফাঁক যদি বন্ধ করে আমরা স্থানীয় জনসাধারণের কাছে জবাবদিহির দায়ে উপজেলা চেয়ারম্যানকে দায়বদ্ধ করতাম তবে উপজেলা বা থানা পর্যায়ে একটি বস্তুনিষ্ঠ কার্যকর স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারত।

জেলা পর্যায়ে আমাদের এখন কোন প্রতিষ্ঠান নেই । জেলা পরিষদ বা জেলা বোর্ডের নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি নেই । জেলা পরিষদের মংগলের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন করা উচিৎ । এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দুটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে । প্রথমত, নির্বাচনের নাম করে যেন এখানে নিযুক্তি না আসে । এরশাদ আমলে জেলা বোর্ডের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে নিযুক্তি দেয়া হয়েছে । কোন বিশেষ সাংসদকে জেলা পরিষদের সভাপতি হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকার এ নিযুক্তি দিয়েছে । যে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তাকে জেলা পরিষদের সভাপতি হিসেবে কেউ ভোট দেয়নি । যে ক্ষমতা ও কার্যকরণের প্রথাগত শ্রেণী বিভাগ হিসেবে তিনি সংসদে আছেন, সেখান থেকে তাঁকে যদি জেলা বোর্ডের সভাপতি হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয় তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে । এরশাদ আমলে এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে । যখনই নিযুক্তি দেয়া হয়েছে তখনই সেই সাংসদ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁর আনুগত্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে । এটা পরিহার করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বলা হয়েছে পরোক্ষভাবে জেলা পরিষদের সভাপতিকে নির্বাচন করা হবে। কারা নির্বাচন করবেন ? নির্বাচন করবেন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঐ জেলায় অবস্থিত পৌরসভার সদস্যবৃন্দ, কমিশনার এবং চেয়ারম্যান সবাই মিলে একটি নির্বাচন কলেজের মাধ্যমে নির্বাচন করবেন । আমি মনে করি এটাও মারাত্মক ভুল । জেলা পরিষদের সভাপতির জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়া উচিৎ। নির্বাচিত করার পর ক্রমান্বয়ে জেলা পর্যায়ে জনকল্যাণ ও জন উন্নয়নমূলক যে কাজগুলি আছে সেগুলি তাদের অনুকূলে হস্তান্তর করতে হবে । বর্তমানে জেলা পর্যায়ে হাসপাতাল, স্কুল কলেজগুলি ভালোভাবে কাজ করছে না । এ প্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা কাজ করছেন তাদের জনসাধারণের কাছে জবাবদিহিত্ব নেই । জেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধির অনুকূলে এ জবাবদিহিত্ব ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করতে হবে । ঠিক তেমনই স্থানীয় নির্মাণমূলক যে কাজগুলি আছে, যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, এগুলি তাদের অনুকূলে দিতে হবে । জাপানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে এ কাজগুলি করা হচ্ছে সেখানে agency delegation এবং functional delegation হিসেবে করা হয় । Functional delegation এর

আওতায় বা কার্যকারণ সূত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কতগুলি কাজ সুস্পষ্টভাবে স্থানীয় সরকারের কাছে দিয়ে দেয়। এছাড়াও ভিন্নতর একটি delegation আছে। এটাকে তারা বলেন agency delegation। যেমন কেন্দ্রীয় সরকার একটি হাসপাতাল করবেন, কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব জেলা পরিষদকে দেয়া হবে।

এবার সিটি কর্পোরেশনের প্রসংগে আসি। দেশে চারটি সিটি কর্পোরেশন আছে। এই সিটি কর্পোরেশনের যে আইন আছে সে আইনের আওতায় তারা সম্পত্তি কর আহরণ করে থাকেন। ঢাকা, খুলনা এবং চট্টগ্রামে এই সম্পত্তি কর যদি সুষ্ঠুভাবে আহরিত হয় তাহলে এর পরিমাণ বিশাল হতে পারে, কিন্তু দেখা গেছে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন না হওয়ার ফলে এখানকার কর্মচারীরা জবাবদিহির দায়ে দায়বদ্ধ নন। এখানে নানারকম দুর্নীতি ঢুকে গেছে, যে দুর্নীতির আওতা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি এ প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করতে পারছেন না। এদেরকে কর আদায়ের সর্বময় ক্ষমতা দিতে হবে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের তদারকি, চাকুরিচ্যুতি, শৃঙ্খলাবিধি আরোপ প্রভৃতির সর্বময় ক্ষমতা দিতে হবে। যদি না দেয়া হয় তবে যা ইপ্সিত তা পাওয়া যাবেনা। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি থেকে উৎসারিত আয় খুব বেশী নয়। রাজশাহী, খুলনা বা ভবিষ্যতে স্থাপনীয় সিটি কর্পোরেশনগুলির কর্মপরিধি বাড়ানোর অনুকূলে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান দিতে হবে। সে অনুদান একটি সুচিন্তিত সূত্র অনুযায়ী দিতে হবে। কেবল মাত্র দলীয় সমর্থনের ভিত্তিতে কিংবা আত্মীয়তার ভিত্তিতে দেয়া হলে ভুল করা হবে।

বাংলাদেশে কতিপয় ন-সরকারী প্রতিষ্ঠান যে কাজ করছেন সে কাজগুলি বাংলাদেশের স্থানীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান করতে পারবেন বলে আমি মনে করিনা। নীলফামারীতে কুষ্ঠ সেবা অথবা মৌলভীবাজারে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে হাসপাতাল ভিত্তিক যে মানব সেবা এরা করে যাচ্ছেন এগুলির বিকল্প দৃষ্টান্ত স্থাপনের মত হৃদয়ের গভীরতা সার্বিকভাবে বাংলাদেশের কারও আছে বলে মনে হয় না। এদের কাজ উৎসাহিত ও অনুসরণ করতে হবে।

ন-সরকারী প্রতিষ্ঠানের দুটি ক্ষেত্রে এখনই যদি আমরা সংস্কারমূলক পদক্ষেপ না নেই, তাহলে সময়ের ব্যস্ত পরিসরে ইতোমধ্যে তারা যে ভালো কাজগুলি করেছেন, সে

কাজগুলি প্রসারিত করা সম্ভব হবে না। প্রথম পদক্ষেপ, ন-সরকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে ক্রমান্বয়ে স্থানীয় উৎসের অবদান বাড়াতে হবে। আমি সার্বিকভাবে ন-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ কয়েকবার বিশ্লেষণ করে দেখেছি এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যে তথ্য পেয়েছি সে তথ্য দুঃখজনক। প্রায় সর্বাংশে এর আয় বিদেশ থেকে আসে। হাল আমলে আশা বা আঞ্চলিক পর্যায়ে ঢাকা প্রশিকা, প্রান্তিকভাবে ব্র্যাক কিছু স্থানীয় অনুদান, অবদান বা স্থানীয় সম্পদ উৎস ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন। এর মংগলজনক ব্যতিক্রম বাদ দিলে, প্রায় সকল ক্ষেত্রে নিরংকুশভাবে এরা বিদেশী সাহায্য বা দাতা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার মাত্রা চট করে আমরা দূর করতে পারব না। কিন্তু এটা দূর করার জন্য সময়বদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ একটি কার্যসূচী আমাদের থাকতে হবে। যদি না থাকে তবে যখন এ সাহায্য কমে যাবে বা বন্ধ হয়ে যাবে তখন ন-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যে তৎপরতা সে তৎপরতা সীমিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এ বাজেট বিশ্লেষণে আরেকটি বিষয় আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে। দেখা গেছে সার্বিকভাবে ন-সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় সকল ব্যয়ের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ উন্নয়নমূলক খরচের সিংহভাগ বেতন এবং পারিতোষিকে খরচ হয়। যখন প্রশ্ন করা হয়, তখন তারা বলেন এর মধ্যে উন্নয়ন কর্মকান্ড নিহিত আছে। কারণ তারা সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি করেন। আমি স্বীকার করি তারা সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি করেন, কিন্তু উন্নয়নমূলক কোন প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ যদি বেতন এবং পারিতোষিকে ব্যয় হয় তবে সে প্রতিষ্ঠান বেশী দিন টিকতে পারে না। সে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জনসমর্থন বেশীদিন থাকে না। বাংলাদেশে অনেক সমাজকর্মী এ সকল ন-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁরা যত তাড়াতাড়ি এ দুটি ব্যত্যয় দূর করার দিকে নজর দেবেন তত তাড়াতাড়ি এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি আরও ফলপ্রসূভাবে আমাদের সমাজ উন্নয়নে মানস পরিবর্তনে কাজ করতে পারবে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। এ নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইতোমধ্যে আমি গণ-গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়ের কথা বলছি। আরো একটি প্রতিষ্ঠান হলো শিশু সদন বা এতিমখানা। এগুলি যেন আমরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করি। হাল আমলে আমি দেখেছি, যখন এদের সম্পর্কে কথা হয়, তখন বলা হয়,

এদের হিসাব নিরীক্ষা করা দরকার, এরা কাকে নিযুক্ত দেন সেটা দেখা দরকার, এতিমদের কতটুকু ভাত খেতে দেন সেটা দেখা দরকার। কিন্তু সরকারী কাঠামো যদি আদর্শভিত্তিক কাঠামো না হয়, তাহলে এ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সফল হবে না। আমরা আদর্শভিত্তিক সরকারী কাঠামোর কথা বলছি না। আমরা ব্যক্তি উদ্যোগের কথা বলছি, সমষ্টিগত উদ্যোগের কথা বলছি না। সে উদ্যোগে সম্ভবত আমরা বিশ্বাসী নই। তাই যদি হয়, তবে আমি মনে করব নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে এসে এগুলিকে উৎসাহিত ও প্রসারিত করতে হবে এবং এদের অনুকূলে সরকার এবং সমাজের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের সকল প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনার কাজ সমন্বয় করে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু কৈশিক পর্যায়ে আমরা সমন্বয়কে প্রশাসন আর ব্যবস্থাপনার অভিধান থেকে বিসর্জন দিতে বসেছি। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রশাসন আর ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত। যার ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে ১৯৩০, ১৯৪০, ১৯৫০ এমনকি ১৯৬০ দশকে যে হারে এ ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল, সে হারে বা সংখ্যায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠছে না। দাতব্য চিকিৎসালয়, গণগ্রন্থাগার এসব প্রতিষ্ঠান প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নতুনভাবে এগুলি কেন গড়ে উঠছে না, তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে তিনটি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিকে অন্যান্য স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশী আর্থিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাদের ক্ষমতা বেশী। স্থানীয় জনসাধারণের কাছে তাদের জবাবদিহির দায়ে দায়বদ্ধ করা হয়েছে। আমি মনে করি এগুলি সব ইতিবাচক পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপগুলি গুটিয়ে ফেলার কথাবার্তা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। এ পদক্ষেপগুলি আরও বিস্তৃত এবং ফলপ্রসু করার অনুকূলে আমাদের সিদ্ধান্ত দিতে হবে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশের অন্যতম প্রতিবন্ধক সাংসদরা। তারা তাদের নিজস্ব ভূমিকা থেকে নির্বাহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান। তারা চাননা, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি ভালোভাবে গড়ে উঠুক। যদি এ প্রতিষ্ঠানগুলি ভালোভাবে গড়ে উঠে, তবে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির বলয় সংকুচিত হবে।

তারা আইন প্রণয়ন ও আইন সংশোধনের প্রতি যত না মনোযোগী, তার চেয়ে বেশী মনোযোগী, স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব প্রতিপত্তি ভিত্তিক যে কাজ আছে, সে কাজ সম্পাদনের প্রতি। এর থেকে তারা যদি মুক্ত না পান তবে স্থানীয় সরকার, বেসরকারী অথবা ন-সরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে যে আইনগত সংস্কার প্রয়োজন সে সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন না। ধন্যবাদ।

জনাব ইসমাইল হোসেন
অতিরিক্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

আমি প্রথমেই প্রবন্ধ লেখক জনাব মোহাম্মদ জাহাংগীর হোসেন এবং জনাব আ,ক,ম, মাহবুবুজ্জামানকে একটি সুন্দর প্রবন্ধ উপহার দেয়ার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রবন্ধটি চূড়ান্ত করার আগে কয়েকটি ভুলত্রুটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

সাধারণত: স্থানীয় উদ্যোগ বলতে আমরা এনজিওদের কর্মকান্ডকে বুঝে থাকি। কিন্তু ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের যে উন্নয়ন কর্মকান্ড তা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে এটি একটি ব্যতিক্রমী এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সাধারণত: দেখা যায় আমাদের দেশের অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মকান্ড বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এদিক থেকেও ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে ইউনিয়নের মানুষের উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ভিটাবাড়িয়ার এ উদাহরণ অন্যান্য জেলা বা ইউনিয়নে অনুসরণ করা যায়।

আমি পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কাজ করার সময় বহু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও এনজিওর সংস্পর্শে এসেছি। ভিটাবাড়িয়ার অনুরূপ কর্মকান্ড পথরগাড় সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক হিংসা বিদ্বেষের কারণে তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন এবং তার উন্নয়ন পরিকল্পনাও আর বাস্তবায়িত হয়নি। স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় রাজনীতির প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনে কাজ করার সময় এনজিওর সাথে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করেছি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় উন্নয়ন, এ দুটি ধারণাকে যদি একীভূত করা যায় তবে এ সমস্যা দূর হতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ড

পরিচালনার জন্য জেলা পরিষদকে আরও শক্তিশালী করা দরকার ।

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি দিক আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে । তারা মানুষের বস্তুগত এবং নৈতিক উন্নয়নের কথা একই সাথে চিন্তা করেছেন। আমাদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে । নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য আমরা মানুষ হিসেবে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছি ।

আমাদের দেশের উন্নয়ন স্থানীয় ভিত্তিক হওয়া উচিৎ । আমাদের বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফের উপদেশনার উপর নির্ভর করা উচিৎ নয় । আমাদের দেশে প্রায় ১৬,০০০ এনজিও আছে । বিদেশী সাহায্য হিসেবে প্রচুর অর্থ এনজিওর মাধ্যমে এ দেশে আসছে। কিন্তু এ অর্থের কোন হিসাব নিকাশ নেই । জেলা পরিষদকে জোরদার করে এনজিওর কর্মকান্ডের উপর নজর রাখার দায়িত্ব দেয়া যায় । জেলা পরিষদকে এনজিওদের কর্মকান্ড সমন্বয়ের দায়িত্ব দেয়া যায় । বর্তমানে এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে এনজিওদের উপর যে নজর রাখা হয় তা পর্যাপ্ত নয় । ধন্যবাদ ।

ইব্রাহিম খালেদ
<u>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক</u>

কর্মশালার আলোচ্য বিষয় স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন । উদ্যোগ এবং উন্নয়ন এ দুটি বিষয়ের উপর বেশী জোর দেয়া দরকার । তারপর এর অবকাঠামো, কিভাবে তহবিল পাওয়া যায়, কি করে বিনিয়োগ হতে পারে এ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করবো ।

স্থানীয় উদ্যোগের প্রথম পূর্বশর্ত একজন অনুঘটক, যিনি সংগঠন করবেন । অন্যান্য অবকাঠামো সংগঠনের পরে আসবে । মানুষ গরীব, কারণ তারা অজ্ঞ এবং সংগঠিত নয়। সংগঠিত হতে পারলে দারিদ্র দূর করা সম্ভব । সংগঠনকে তিনভাগে ভাগ করা যায় । প্রকল্প সরকারী, স্থানীয় সরকারের অথবা বেসরকারী হতে পারে, সবক্ষেত্রেই একজন অনুঘটক বা উদ্যোক্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । একজন ব্যক্তির উদ্যোগকে ঘিরেই সংগঠন গড়ে উঠে । যেহেতু মুক্ত বাজারের যুগ, সেহেতু সবধরনের সংগঠন (যেমন: সরকারী, বেসরকারী এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)কে কাজ করতে দেয়া উচিৎ । যেখানে অনুঘটক হওয়ার মত যোগ্য লোক থাকবে সেখানেই সফল সংগঠন গড়ে উঠবে । সরকারের এ ধরনের সংগঠনগুলিকে সহযোগিতা করা উচিৎ ।

সংগঠনের উপযোগিতা নির্ভর করে এর নমনীয়তার (flexibility) উপর । কারণ স্থানীয় উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন অনমনীয়তা (rigidity) পরিহার করা । উন্নয়নে বাঁধা ধরা নিয়মের কোন অবকাশ নেই ।

বিনিয়োগের জন্য তহবিল গঠনের কাজটি ঘর থেকে হওয়া অপরিহার্য । যারা সংগঠন করবেন তাদের যত সামান্যই হোক নিজস্ব সঞ্চয় দিয়ে তহবিল গঠন করতে হবে । এটা সবচেয়ে সম্মানজনক এবং উৎপাদনমুখী পন্থা । স্থানীয় উদ্যোগ যদি গ্রামে হয় তবে গ্রামের গরীব মানুষের সঞ্চয় আহরণ সুকৌশলে হতে হবে, যেন তাদের সঞ্চয় করতে তেমন বেগ পেতে না হয় । যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, উডেপ এবং অন্যান্য এনজিও সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের যে কৌশল গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত কার্যকরী কৌশল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে ।

গ্রামের মানুষ সপ্তাহে দু'টাকা সঞ্চয় করতে পারলেও মাসে দশ টাকা সঞ্চয় করতে পারে না । স্বল্প সঞ্চয় এবং স্বল্প মেয়াদী সঞ্চয় গ্রামের সাধারণ মানুষের তহবিল গঠনের উত্তম পন্থা । তহবিল গঠনের প্রক্রিয়ায় নিজস্ব একটা তহবিল যখন হয়ে যায়, তখন সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত হতে আমরা দেখেছি । এ সহযোগিতা বিদেশী সংস্থা, সরকার এবং অধুনা ব্যাংকসমূহ প্রদান করছে । পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ঋণের wholesale করছে । গ্রামে গেন্জেও ঋণ দেয়া কঠিন কাজ বলে গ্রামের উন্নয়নে নিয়োজিত একটি সংগঠনকে তারা অল্প সুদে বড় অংকের টাকা দিয়ে থাকে । এটা তাদের তদারকি করতে হয়না এবং এ টাকাটা তারা ফিরে পাবেন বলে অল্প সুদে ঋণ দেন । যারা টাকা নিচ্ছেন তারা তদারকির খরচ পুষিয়ে নেয়ার জন্য একটু চড়া সুদে বিনিয়োগ করছেন । এভাবে ব্যাংকের সাথে স্থানীয় সংগঠনগুলোর একটি সুন্দর সহযোগিতা ও সমন্বয় লক্ষ্য করছি এবং এটা একটি আশাপ্রদ পদক্ষেপ ।

বিনিয়োগের ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এটা কখনই চাপিয়ে দেয়া যায়না। বিনিয়োগ উদ্যোক্তার মেধা ভিত্তিক হতে হবে । বিনিয়োগ না হলে উন্নয়ন হবে না। কিন্তু বিনিয়োগ হলেই উন্নয়ন হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিনিয়োগ এবং উন্নয়নের মধ্যে অনেকগুলি শর্ত আছে । এ শর্তগুলি পূরণ হলে বিনিয়োগ থেকে

উৎপাদন আসবে । বিনিয়োগ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রযুক্তিটি বিনিয়োগকারী ব্যবহার করতে সক্ষম হন । একজন ব্যক্তির তখনই বিনিয়োগ করা উচিৎ যখন অর্থনৈতিক কাজটি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং যার থেকে এমন একটা লাভ আসবে যা থেকে চলতি বিনিয়োগের সবটা উঠে আসবে এবং স্থায়ী বিনিয়োগের একটি অংশ উঠে আসবে । এরকম না হলে বিনিয়োগে কখনই উৎপাদন হবে না । এধরনের ছোট অংক গ্রামাঞ্চলের উদ্যোক্তারা তাদের সাধারণ জ্ঞান দিয়ে করতে পারেন । যারা গ্রামে বিনিয়োগ করবেন, তাদের বিনিয়োগের পরিধি যেহেতু বাণিজ্যিক বা অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় অনেক কম সেহেতু তাদের আদায়ের হার সর্বোচ্চ হতে হবে বা কাছাকাছি হতে হবে ।

বিনিয়োগের সময় দু'ধরনের কর্মকান্ডের তালিকা করা উচিৎ । প্রথমত: স্থানীয় দক্ষতার তালিকা অর্থাৎ স্থানীয় লোকদের যে বিষয়ে দক্ষতা আছে কিন্তু তহবিলের অভাবে করতে পারছে না । সেধরনের একটি তালিকা করা দরকার দ্বিতীয়ত: নতুন প্রযুক্তি যা দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় তার একটি তালিকাও তৈরী করা প্রয়োজন । আমাদের গ্রাম এখনও কৃষি নির্ভর । বিশ্ব ব্যাংকের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রামের মানুষ ১৮০ দিন অর্থাৎ বছরের অর্ধেক সময় কাজ করে । বাকী সময়টা তারা যদি কাজ না করে তাহলে শুধু কৃষির আয় দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখা সম্ভব নয় । বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কৃষির পরিপূরক হিসেবে অকৃষি খাত প্রবলভাবে চালু না করলে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেংগে পড়বে । ব্যাংকের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রামে যে পরিমাণ টাকা প্রবেশ করছে তার থেকে বেশী টাকা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসছে । গ্রামীণ যে আমানত তা গ্রামে সম্পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না । এমনকি গ্রাম থেকে যে সবল্প টাকা আয় হচ্ছে সেটাও গ্রামে পুনর্বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর অর্থ এখানকার প্রতিষ্ঠানগুলির অদক্ষতা । গ্রামে কাজ বাড়াতে হবে কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতে। স্থানীয় উদ্যোগের জন্য সরকার, স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার প্রশ্ন খুব একটা উঠে না বরং সমন্বয়ের প্রয়োজনীতাই বেশী এবং সরকার এক্ষেত্রে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতে পারে । ধন্যবাদ ।

ডঃ সালাউদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা

ভিটাবাড়িয়ার অভিজ্ঞতাকে নতুন এবং সফল একটি উদ্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে ভিটাবাড়িয়ার কর্মকান্ড খুব একটা নতুন বা সফল নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ভিটাবাড়িয়ার সাথে অন্যান্য ইউনিয়নগুলির খুব একটা পার্থক্য নেই। দ্বিতীয়ত হোল্ডিং ট্যাক্স এর আদায়ও মাত্র ৪৫%। তবে ভিটাবাড়িয়ার কিছু ইতিবাচক দিক অবশ্যই আছে। যেমন, এখানে গ্রাম উন্নয়ন কমিটিগুলো স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছে। এটি একটি প্রশংসনীয় ব্যাপার।

আমি একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। স্থানীয় উদ্যোগের সাথে স্থানীয় সরকারের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এটা না করা হলে স্থানীয় কোন উদ্যোগই সফল হবে না। আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার নিয়ে এতো বেশী পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় উন্নয়নের সাথে স্থানীয় সরকারের কোন সংযোগ ঘটেনি। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট, এটা সবাই স্বীকার করেন। প্রবন্ধের শেষের দিকে বলা হয়েছে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যায়, যেমন: গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদ। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আছে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি কি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের Statutory body হবে? ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কি সম্পর্ক হবে সেটা কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

১৯৮২ সালে ফিলিপাইনে স্থানীয় সম্পদ আহরণের উপর একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছিল। সে স্থানীয় সম্পদ আহরণের প্রকল্পে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ভোক্তা শ্রেণীর ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন ইউনিটগুলি যদি শক্তিশালী হতো তবে এনজিও-র এতো প্রয়োজন ছিলনা। কার্যকর ইউনিয়ন পরিষদ যদি থাকত তবে ইউনিয়ন পরিষদকে বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া যেতো। জেলা পরিষদ যদি শক্তিশালী হতো তবে এলজিইডি'র দরকার ছিল না। এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোন অধিদপ্তর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু জেলা পরিষদের দুর্বলতার কারণে

ক্রমেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে ।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বলা হয় যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব সম্পদ আহরণ করে স্থানীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করবে । কিন্তু বড় কোন প্রকল্পের জন্য, বিশেষত: দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীর জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য অপরিহার্য । তার জন্য কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ দরকার । আমরা বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার কথা বলি, তবে কাজ হবে না । কারণ বিকেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে ক্ষমতা অর্পণ (devolution) এবং দায়িত্ব অর্পণের (delegation) প্রশ্নগুলি চলে আসে । স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পদ দিতে হবে । সম্পদ না দিয়ে কাজ করতে বললে তা খুব বেশী ফলপ্রসূ হবে না ।

স্থানীয় পর্যায়ে কর আদায় করা বেশ কঠিন । স্থানীয় সম্পদ আহরণ নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর । এক. কে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড করবে? দুই. প্রশাসনিক এবং আইনগত কাঠামো; তিন. কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা অর্পণের ইচ্ছা; চার. স্থানীয় সরকারের স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপ মোকাবেলা করার ক্ষমতা । স্থানীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় । এটা বন্ধ না হলে স্থানীয় উদ্যোগ, স্থানীয় পরিকল্পনা, স্থানীয় সম্পদ আহরণ কোনটিই সফলভাবে সম্পন্ন হবে না ।

বর্তমানে grgvইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বলে আর কোন প্রতিষ্ঠান কার্যত: নেই । স্থানীয় উদ্যোগে অনেক জায়গায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে । এ সকল কর্মকান্ডকে টিকিয়ে রাখার বিষয়টি খুব জরুরী । এর দুটি দিক আছে: একটি ম্যাক্রো আরেকটি মাইক্রো । কোন প্রকল্প টিকে থাকবে না, যদি সেটা সার্বিক অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় । দ্বিতীয়ত:, কোন প্রকল্প যদি ভোক্তারা নিজের প্রকল্প হিসেবে মনে না করে, তবে সেটা টিকবে না । বিশ্ব ব্যাংক নিজস্ব প্রকল্পগুলির স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করেছে । দুর্ভাগ্যবশত: দক্ষিণ এশিয়ার প্রকল্পগুলির স্থায়িত্বের হার নীচের দিকে । মাত্র ৫৭% প্রকল্প Sustainable অন্যদিকে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়ায় এ হার ৮৫% । এ বিষয়গুলি ভালোভাবে খতিয়ে না দেখলে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন কর্মকান্ড সার্বিকভাবে সফল হবে না ।

ডা: যোবায়দা হাসান

<u>প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা ডায়াবেটিক হাসপাতাল</u>

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় উদ্যোগ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন সাধিত হলে জন জীবন সুফল পাবে, এ কথা নিশ্চিত। স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন। জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করতে হবে একেবারে তৃণমূল থেকে। কুমিল্লা জেলার নাংগলকোট থানার আশার কোটা গ্রাম, কুমিল্লা শহরে অবস্থিত ডায়াবেটিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এ ধরনের দু'টি সফল উদ্যোগ। এ দুটি কার্যক্রমের সময় সীমা ছিল একদশক। অল্প সময়ে কার্যক্রম দুটির সুফল উদ্ভাসিত হয়েছে। এর নেপথ্যে সংশ্লিষ্ট রয়েছে জনশক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম।

আশার কোটা গ্রাম

এই গ্রামটি কুমিল্লা জেলার নাংগলকোট থানায় ২নং পেরিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত, ৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই গ্রামটির মোট জনসংখ্যা ১,৪৯৯ জন। গ্রামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে বছরে প্রায় তিনটি ফসল ফলে। উন্নত প্রযুক্তির চাষাবাদে গ্রামবাসী সার্বিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

১৯৮৪ সালের পূর্বে গ্রামটি ছিল দীর্ঘ দিনের পিছিয়ে থাকা জনপদ। জীবন যাপনের জন্য নূন্যতম মৌলিক চাহিদার যোগানও ছিল নগণ্য। থানা সদরের সাথে এই গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দুর্গম এবং সময় সাপেক্ষ। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করা সম্ভব হত না, যোগাযোগের অভাবে। গ্রামের রাস্তাঘাট, কৃষি সেচ ব্যবস্থা, পেশাগত সংগঠন, আয়মূলক প্রকল্প, জনগণের মধ্যে সচেতনতাবোধ, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এসব কিছুই ছিল না।

১৯৮২ সালে গ্রামে উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে গ্রামবাসীকে সংগঠিত করা হয়। কর্মী সৃষ্টি করা, স্থানীয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলা, গ্রামের প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গ্রামবাসীরা ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যমে

কাজ শুরু করেন। স্বেচ্ছা ভিত্তিতে রাস্তা তৈরী, নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্বুদ্ধ করা, সরকারী সহযোগিতা সংগ্রহ ও স্বাস্থ্য রক্ষাসহ বিবিধ কাজ শুরু হয়।

স্বাস্থ্য সেবা পরিবার পরিকল্পনা ও সেনিটেশন

জনগণকে স্বাবলম্বীকরণে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা এবং স্বেচ্ছায় ভূমিদানের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র গ্রামের সকল মানুষের চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা সুবিধাদি নিশ্চিত করছে। যার ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ০.১ ভাগে নেমে এসেছে। একই সাথে ইপিআই কর্মসূচীর মাধ্যমে শতকরা ৯৫ ভাগ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে গ্রামটির শতকরা ৭০ ভাগ জনগণ পাকা পায়খানা ব্যবহার করছেন।

কৃষি ও সেচ

আশার কোটা গ্রামে বর্তমানে অনাবাদী জমি নেই। তিনটি গভীর নলকূপ দুটি অগভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে ফসলের উৎপাদন দ্বিগুণ উৎপাদনের হয়েছে। ১৯৮৪ সালে এ গ্রামে ধান উৎপাদন ছিল ৯.৪০০ শত মন, বর্তমানে ১৫,২২২ মন ধান উৎপাদন হচ্ছে।

যোগাযোগ ও পল্লীপূর্ত

৮৩-৮৪ সালের পর স্বেচ্ছা শ্রম ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। গ্রাম থেকে যে কোন যানবাহন ঢাকাসহ অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। পার্শ্ববর্তী থানাগুলোর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন অনেক সহজ।

মৎস্য ও পশুপালন

গ্রামে স্বনির্ভর কর্মসূচীর আদর্শের তিনটি মৎস্য চাষ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রায় ২০ একর জমিতে মৎস্য চাষ, পোনা উৎপাদন শুরু হয়েছে এছাড়া হাঁস-মুরগীর খামারও রয়েছে।

বৃক্ষ রোপণ

গ্রামের রাস্তাঘাট উন্নয়নের সাথে সাথে রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। প্রতিটি বাড়ীতে প্রচুর ফলমূলের গাছ থাকায় নিজেদের জ্বালানী ও ফলের চাহিদা

নিজেরাই মিটাতে পারছে ।

অর্থনৈতিক অবস্থা

গ্রামে বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা অতীতের দশ বছর থেকে এখন অনেক উন্নত হয়েছে । গ্রামে কোন যুবক বেকার নেই, ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে । যারা ভিক্ষাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল, তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়েছে ।

আবার কোটা গ্রামে উন্নয়নের ধারা সক্রিয় রাখার জন্য শাখা সমিতি উন্নয়নের ভিত্তি বা খুঁটি হিসেবে কাজ করছে । উক্ত শাখা সমিতির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয় । গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে ১২টি বিভাগ রয়েছে । প্রতিটি বিভাগে ৫ জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছে ।

১। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	– মহিলা সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত
২। কুটির শিল্প বিভাগ	"
৩। খাস, অনাবাদী জমি চাষ মৎস্য চাষ ও পশুপালন বিভাগ	– কৃষি শ্রমিক সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত
৪। সমবায় ব্যাংক ও গ্রাম তহবিল বিভাগ	"
৫। সদস্য সচিব ও গণশিক্ষা বিভাগ	– যুব শাখা সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত
৬। যুব বিষয়ক, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	"
৭। কৃষি ও সেচ বিভাগ	– কৃষক শাখা সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত
৮। আইন শৃংখলা ও বিচার বিভাগ	"
৯। যোগাযোগ ও পল্লী পূর্ত বিভাগ	"
১০। প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিভাগ	– অন্যান্য পেশাজীবি সমিতি প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত
১১। ধর্ম সমাজ সেবা বিভাগ	"
১২। সভাপতি সমন্বয় সাধন বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন বিভাগ	– সকলের মতামত সাপেক্ষে সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয় ।

উপরে বর্ণিত শাখা সমিতিসমূহ বিভিন্ন হারে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করে থাকে । এ সমিতিগুলো নির্ধারিত হারে সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন হিসাব নিকাশ খাতায় সংরক্ষণ করে । শাখা সমিতিসমূহের মধ্যে কৃষক সমিতি তাদের সঞ্চিত আমানত

দিয়ে যৌথভাবে একটি গভীর নলকূপ বসিয়েছে। মহিলা সমিতি চাল ব্যবসা ও ছাগল প্রকল্পের জন্য ঋণ বিনিয়োগ করেছে। কৃষি শ্রমিক সমিতি সঞ্চিত অর্থ দিয়ে জমি লগ্নি করেছে। তাছাড়া উক্ত গ্রামের ৫০ জন বিত্তহীনকে রিকশা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও হাঁস-মুরগীর প্রকল্পের জন্য ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। যুবক সমিতি অর্থ সঞ্চয় করে। যৌথ প্রকল্প গ্রহণ করে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধান মাড়াইযন্ত্র ভাড়া দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে। এভাবে গ্রামবাসীরা আস্তে আস্তে তাদের আয় বাড়ানোর জন্য কর্মমুখর হয়ে উঠেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

আশার কোটা গ্রামে বর্তমানে শিক্ষার হার শতকরা একশত ভাগ। গ্রামে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি বালিকা মাদ্রাসা, একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা, দুইটি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে একটি উচ্চ মাধ্যমিক মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি চলছে।

কুমিল্লা ডায়াবেটিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

১৯৮৪ সালে অক্টোবর, স্থানীয় চিকিৎসক, আইনজীবী, সাংবাদিক ও কিছু সমাজ সেবীর নিজস্ব উদ্যোগে কুমিল্লায় একটি ডায়াবেটিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্পদের স্বল্পতার দরুণ স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে প্রাথমিকভাবে ডায়াবেটিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতে হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করার জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৮৫ সালে একটি ভাড়া বাড়িতে চালু হয় ডায়াবেটিক চিকিৎসা কেন্দ্র, পরবর্তীতে ভাড়া বাড়িটি স্থানীয়ভাবে বন্দোবস্ত নেয়া হয়। এ ব্যবস্থার ফলেই ডায়াবেটিক কেন্দ্রটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে যায়। সেখানে যে পুরাতন বাড়িটি ছিল সেটি ভেংগে চার লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন বাড়ি তৈরি করা হয়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

কেন্দ্রটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর নির্মিত মান অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। এখানে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু বিভাগসহ ১০০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল, ইসিজি, আলট্রাসনোগ্রাফী, ৫০০ এমএমএক্স-রে বিভাগ, হৃদরোগ বিভাগ, মা ও শিশুর পুষ্টি

বিভাগসহ এম্বুলেন্স সার্ভিস রয়েছে ।

স্থানীয় তহবিল গঠন

এ প্রতিষ্ঠানটি সূচনা লগ্নে উদ্যোক্তাদের অনুদান দিয়ে তহবিল গঠন শুরু হয় । পরবর্তীতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে থেকে এককালীন অনুদান গ্রহণ করা হয় । এছাড়া সরকারী কর্মকর্তা পুলিশ প্রশাসন, মন্ত্রীবর্গ জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকেও অনুদান সংগৃহীত হয় । সিনেমা হল, বাস যাত্রী, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিনের অর্থ, লটারীর টিকেট বিক্রয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে চিকিৎসা কেন্দ্রটি সক্রিয় রাখা হয়েছে । আয়ের অন্যান্য উৎস হচ্ছে প্যাথলজী, রেজিষ্ট্রেশন, গাইড বই বিক্রয়, ইনসুলিন বিক্রয় ।

প্রশ্নোত্তর

খায়রুল কবীর

জনাব ইসমাইল হোসেনের কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে । আপনি নৈতিক অবক্ষয়কে উন্নয়নের একটি বাঁধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তবে নৈতিক অবক্ষয়কে কিভাবে এবং কে রোধ করবে সে সম্পর্কে কিছু বলেননি । আপনি এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করলে উন্নয়নকর্মী হিসেবে আমরা উপকৃত হবো ।

ইসমাইল হোসেন

প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ । মূল্যবোধের অবক্ষয় সবাইকে সমবেতভাবে রোধ করতে হবে । সমীক্ষায় উপস্থাপিত হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ঐ এলাকার সকল ধর্মালম্বীদের জন্য উপাসনার ব্যবস্থা করেছেন। হিন্দুদের জন্য একটি উপাসনালয় তৈরী করেছেন এবং মুসলমানদের প্রতি শুক্রবারে মসজিদে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে উৎসাহিত করছেন । আমাদের আত্মিক এবং বস্তুগত উভয় প্রকার উন্নয়ন দরকার ।

মাহে আলম

বিষয়গুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিৎ । ভাবাবেগ দিয়ে এগুলিকে বিচার করা উচিৎ নয়। ধর্মীয় বোধ, নৈতিক বোধ এবং মূল্যবোধ তিনটি পৃথক জিনিস । মানুষের অগ্রগতির সাথে সাথে সব কিছুরই পরিবর্তন আসছে। তবে দেখতে হবে মূল্যবোধের অবক্ষয়, না রূপান্তর হচ্ছে । জীবনের চাহিদা এবং বস্তুগত সভ্যতার

সাথে আমরা রূপান্তরিত হচ্ছি যা আমরা মানসিকভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। যে মূল্যবোধ মানুষের অগ্রগতির পথে অন্তরায় না হয়ে, জীবনকে সুন্দর করে, সে মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমার মতে মানুষের বক্তব্য, চিন্তাধারা এবং স্বাধীনতাকে আমাদের সম্মান করা উচিৎ।

জনৈক প্রশ্নকর্তা :

ড: মহীউদ্দিন খান আলমগীর এর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার কয়েকটি পর্যবেক্ষণ আছে। ড: আলমগীর সাংসদদের অনীহাকে স্থানীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমার মতে স্থানীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তার পেছনে তিনটি কারণ আছে: একটি হচ্ছে স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। যত সরকার এসেছেন তারা স্থানীয় সরকারকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেননি। স্থানীয় সরকারের কাঠামো সম্পর্কে। কেউ মনে করেন এর তিনটি ইউনিট (যেমন ইউনিয়ন, থানা এবং জেলা পরিষদ) থাকা উচিৎ, আবার কেউ বলেন বাংলাদেশ যেহেতু একটি ছোট দেশ, সেহেতু স্থানীয় সরকারের তিনটি ইউনিটের কোন প্রয়োজন নেই, ইউনিয়ন এবং থানা পর্যায়ের দু'টি ইউনিটই যথেষ্ঠ।

স্থানীয় সরকারকে সক্রিয় করতে হলে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা সুচিন্তিত কোন মতামত দিতে পারছি না। সকলেই বলছি এদের আরও সম্পদ দেয়া উচিৎ। কিন্তু কিভাবে দেয়া উচিৎ তা বলছি না।

মাহে আলম

ঐতিহাসিকভাবে স্থানীয় সরকার রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এর স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি।

জনৈক প্রশ্নকর্তা

জনাব ইসমাইল হোসেনের কাছে প্রশ্ন : আজকের অধিকাংশ আলোচক জেলা পরিষদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া অন্যান্য যতগুলি স্থানীয় পরিষদ কাঠামো আছে সেখানে আমলাদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

এসমস্ত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং আমলাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে সেটা সমাধানের পথ কি ?

ইসমাইল হোসেন

আজকে যে প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে জনপ্রতিনিধি এবং আমলাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোন উল্লেখ নেই । আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাই বলে । ব্রিটিশরা জেলা পরিষদ তাদের স্বার্থে সৃষ্টি করেছিল । কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা জেলা পরিষদকে যথেষ্ঠ ক্ষমতা দিয়েছিল । যেমন প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন প্রভৃতি এসব জেলা পরিষদের আওতায় ছিল । কিন্তু ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরে স্বাধীন দেশে শাসন কর্তারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিশ্বাস করল না বরং জেলা প্রশাসককে পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে বসালো । আমার মতে এ সিদ্ধান্তটি স্থানীয় সরকারের বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ।

সভাপতির বক্তব্য

সভাপতি

মাহে আলম
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

এই কর্মশালায় মূলতঃ স্থানীয় সরকারের উদ্যোগের উপর একটি সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে আলোচনা হয়েছে । আমার মতে, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশে উদ্যোগ গ্রহণ করার মানসিকতা অনুপস্থিত । এ ধরনের পরিবেশে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ।

কোন জরীপ করতে গেলে সেখানে উদ্দেশ্যমূলক কোন মন্তব্য করার অবকাশ নেই । যেমন ইউনিয়নে আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে, চোর ডাকাত কমে গেছে প্রভৃতির ব্যাপারে আরও গভীর এবং তথ্যভিত্তিক আলোচনা করলে জরীপের উদ্দেশ্য আরও বস্তুনিষ্ঠ হতো ।

আলোচ্য ইউনিয়নে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যেমন প্রহরা দেয়া, ধূমপান নিষিদ্ধ করা প্রভৃতির সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কতটুকু অবদান রাখবে ? উন্নয়নের সর্বপ্রধান শর্ত হচ্ছে উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি । স্থানীয় উদ্যোগের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা

যেমন আয়, পুষ্টি, শিক্ষার হার প্রভৃতি যদি বৃদ্ধি না পায় বা এ ব্যাপারে যদি কোন তথ্য না থাকে তবে এ উদ্যোগকে বস্তুনিষ্ঠ আকারে সকলের কাছে উপস্থাপন করা সম্ভব না ।

বিনিয়োগ না করলে উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন হবে না । এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে হোল্ডিং ট্যাক্স ৪৫% আদায় হয়েছে । কিন্তু বিনিয়োগটা কোথা থেকে আসল ? সমীক্ষায় বর্ণনামূলক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে । এ ব্যাপারে আরও সমীক্ষা হওয়া উচিৎ । ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১৯৯২ সালে । এ ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার পূর্বে আমাদের এর কার্যকারিতা আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং তার জন্য আমাদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে ।

সমীক্ষায় গ্রাম উন্নয়ন কমিটির উপর জোর দেয়া হয়েছে । কিন্তু স্থানীয় সরকার আমাদের একটি প্রতিষ্ঠিত কাঠামো আছে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড এবং তারপরও নির্বাচিত ও অনির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে যে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে তা কতটুকু গণতান্ত্রিক ও কার্যকর এ ব্যাপারে আমার প্রশ্ন আছে । সমীক্ষার উপসংহারে দেখা গেছে এ কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে । কেউ এটাকে পছন্দ করছে, কেউ করছে না । জনপ্রতিনিধিদের মতে, এটা তাদের ক্ষমতা খর্ব করেছে এবং ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে ।

বাংলাদেশের আদর্শ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের হোল্ডিং ট্যাক্স হলো মাত্র .১৮ টাকা । যদি স্থানীয়ভাবে আমরা সম্পদ সংগ্রহ করতে না পারি এবং শ্রম শক্তিকে যদি পুঁজিতে পরিণত করতে না পারি তবে সার্বিকভাবে গ্রাম উন্নয়ন করা অসম্ভব । জিএনপি বৃদ্ধি, উৎপাদন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে না । উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে শ্রমশক্তি আছে তার যদি উন্নয়ন বা দক্ষতা বৃদ্ধি না করতে পারি তবে উৎপাদন বাড়বে না । যদি জোর করে বাড়াতে যাই তবে সেটা ধারণক্ষম হবে না ।

আলোচ্য ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রমে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা হয়নি । মহিলাদের উৎপাদন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে পারলে, তা বস্তুনিষ্ঠ উন্নয়নে সহায়তা করবে। অর্থের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি না করে, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দিয়ে গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে । যারা এ সমীক্ষাটি উপস্থাপন করেছেন এ প্রতিবেদনটিকে আরও তথ্যমূলক করে আবার উপস্থাপন করতে পারেন । আমরা আবার এটা দেখতে পারি, বিবেচনা করতে পারি এবং গ্রাম উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময় যে মডেল বিল্ডিং করা হচ্ছে সেখানে এ সমীক্ষাটি একটি বিশিষ্ট অবদান রাখতে পারে । বাংলাদেশের লোক এতে উপকৃত হবে । ধন্যবাদ ।

চতুর্থ অধ্যায়

দলীয় আলোচনা, সুপারিশ উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৯৫
(১৪:৩০ - ১৬:০০)

কার্যক্রম

ক. দলীয় সুপারিশ উপস্থাপন

খ. দলীয় সুপারিশ পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ

গ. সভাপতির ভাষণ

ঘ. কামারখালী ইউ,পি চেয়ারম্যানের প্রস্তাব

তৃতীয় ও চতুর্থ কর্ম অধিবেশন

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে তৃতীয় ও চতুর্থ কর্ম অধিবেশন দু'টি পরিচালনা করেন জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের সভাপতি ড: সানাউল্লা মোস্তাফা। অংশগ্রহণমূলক এই অধিবেশন দু'টিতে তাঁকে সহায়তা করেন (ক) জনাব মাহফুজুর রশিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-মহাব্যবস্থাপক (খ) বেগম শীপা হাফিজ, কর্মকর্তা, ব্র্যাক এবং (গ) জনাব মনিরুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, প্যাক্ট ।

অংশগ্রহণমূলক দলীয় আলোচনার জন্য অনুসৃত তৃতীয় কর্ম অধিবেশনে GOPP (Goal oriented project planning) পদ্ধতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন ড: সানাউল্লা মোস্তফা । এই অধিবেশনে GOPP পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কিত বিষয়ের উপর একটি অনুশীলনীতে অংশগ্রহণ করেন কর্মশালার অংশগ্রহণকারীবৃন্দ ।

চতুর্থ কর্ম অধিবেশনের দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য বর্ণিত ৩টি বিষয় নির্ধারণ করা হয় :

ক. স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ

খ. স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহ ও বিনিয়োগের কৌশল নির্ধারণ

গ. স্থানীয় পর্যা য় মানব সম্পদ উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ ।

উল্লিখিত বিষয়সমূহে ব্যক্তিগত আগ্রহ, কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দলীয় আলোনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় অংশগ্রহণকারীদেরকে । এভাবে কেন্দ্রের সিন্ডিকেট ভবনের ২০২, ২০৬ ও ২১৬ নং কক্ষে অনুষ্ঠিত অংশগ্রহণমূলক দলভিত্তিক আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তালিকা 'সংযোজনী-গ'তে দেখা যেতে পারে । GOPP পদ্ধতিতে পরিচালিত এই অধিবেশনে প্রণীত সুপারিশমালা পঞ্চম অধিবেশনে উপস্থাপিত হয় ।

পঞ্চম কর্ম অধিবেশন

সভাপতি

রফিকুল ইসলাম ভুঞা
এমডিএস, বিপিএটিসি, সাভার

পঞ্চম কর্ম অধিবেশনে পর্যায়ক্রমে চতুর্থ অধিবেশনে অংশগ্রহণমূলক দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত সুপারিশমালা উপস্থাপন এবং পর্যালোচনা করা হয়। এভাবে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

<u>'ক' দলের সুপারিশ উপস্থাপন</u>

উপস্থাপক
শংকর কুমার দাস
থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, ভান্ডারিয়া থানা, পিরোজপুর

বিষয় : <u>স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ।</u>

স্থানীয় পর্যায় তথা ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে চিহ্নিত প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত সমস্যাসমূহ ও গৃহীত যে সুপারিশসমূহ আলোচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

চিহ্নিত সমস্যাবলী

<u>প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো</u>

১। একজন চেয়ারম্যান ও নয়জন মেম্বর দ্বারা ইউনিয়নের সকল জনগোষ্ঠীর সমস্যা শোনা বা দেখা সম্ভব নয়।

২। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এর সাথে বর্তমান স্থানীয় সরকার কাঠামো অত্যন্ত সংকীর্ণ।

৩। গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকায় উন্নয়নে গ্রামবাসীর করণীয় নির্দিষ্ট হচ্ছে না।

৪। গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

৫। একটি ইউনিয়নের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীর সংখ্যা কম।

৬। স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায়ে দুর্বল প্রশাসনিক (প্রাতিষ্ঠানিক) কাঠামো বিদ্যমান।

নির্বাচন

৭। মহিলা সদস্যা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের মতের প্রতিফলন নেই ।

৮। স্থানীয় নির্বাচনে শিক্ষিত লোকের অংশগ্রহণ কম ।

৯। স্থানীয় পরিষদ কাঠামোতে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হয় না ।

সমন্বয়

১০। উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকারিতা কমে গেছে ।

১১। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান ইউ,পি'র অবকাঠামো যথেষ্ঠ নয়।

১২। ইউ,পি'র উন্নয়ন কর্মকান্ড অপরিকল্পিত ।

১৩। ইউ,পি সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ কম ।

অংশগ্রহণ

১৪। ইউ,পি চেয়ারম্যানের জবাবদিহিতার কার্যকরী ব্যবস্থা নেই ।

১৫। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্ভর হওয়ায় অপরিকল্পিত উন্নয়ন বজায় আছে।

১৬। প্রাক্তন বা পরাজিত ইউ,পি চেয়ারম্যান ও মেম্বর প্রার্থীদের ইউনিয়নের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেই ।

১৭। ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের ইউ,পি বা গ্রামের জনগণের নিকট জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই ।

১৮। ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তফাৎ (দূরত্ব) বিদ্যমান ।

১৯। জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়নের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত নেই ।

সুপারিশমালা

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন ও ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য গ্রাম ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা ।

২। ইউনিয়ন পরিষদের মতামতের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (গ্রাউক) গঠন এবং থানা উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা করা ।

৩। একটি ইউনিয়নে ২৭টি গ্রাউক গঠন করা (প্রতি ওয়ার্ডে ৯টি করে) ।

৪। ১১ সদস্য বিশিষ্ট গ্রাউক গঠন এবং প্রতিটি কমিটির দায়িত্ব বন্টন নিশ্চিতকরণ ।

৫। গ্রাম ভিত্তিক ১০০ থেকে ১২০ পরিবারের ইউনিট গঠনপূর্বক গ্রাম পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৬। ভৌগোলিক অবস্থার আলোকে সমগ্র ইউনিয়নকে কতিপয় উন্নয়ন এলাকায় বিভক্তকরণ, তবে তা ৯টি এলাকার কম হবেনা।

৭। গ্রামের নাম অভিন্ন রেখে একাধিক গ্রাউক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন।

৮। একজন ইউ,পি সদস্য ৩টি গ্রাউকের সমন্বয়কারী হবেন।

৯। আইন শৃংখলা, শিক্ষা, কৃষি সম্পদ, উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ৮০-১০০ পরিবার প্রধান সমন্বয়ে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন।

১০। সরকারী প্রশাসন বিভাগে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

১১। গ্রাউক এবং ইউ,পি'র কার্যক্রম তদারকীর সমন্বয়কারী হিসেবে থানা ও জেলা প্রশাসনকে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ক্ষমতা প্রদান।

১২। ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সরকারের যতগুলি বিভাগীয় কর্মী আছে, ততজন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন।

১৩। ইউ,পি'র কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, যেমন-

সচিব	-	১ জন
সহকারী সচিব	-	১ জন
গ্রাম পুলিশ	-	২৭ জন

<u>নির্বাচন</u>

১। নির্বাচন কমিশনকে প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে হবে।

২। যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিতকরণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩। জনগণের মতামত প্রতিফলনে মনোনয়ন প্রথা রহিত করতে হবে।

৪। নির্বাচনে প্রার্থীদের অর্থ-ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

<u>সমন্বয়</u>

১। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত যে কোন সংস্থা যে কোন কর্মকান্ড বা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদের এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের পূর্বানুমতি/পরামর্শ গ্রহণ করবে।

২। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত বা পরামর্শ গ্রহণ।

৩। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি/স্থানীয় কমিটির সংগে ইউনিয়ন পরিষদের এবং ইউনিয়ন পরিষদের সংগে থানা সমন্বয় কমিটির সমন্বয় নিশ্চিতকরণ।

৪। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সকল প্রতিষ্ঠান (যেমন সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও) স্থানীয় কমিটি ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সংগে পরামর্শ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।

অংশগ্রহণ

১। জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নকে ১২টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হবে এবং সদস্যদের নেতৃত্বে উন্নয়ন উপ-কমিটি গঠন করতে হবে।

২। থানা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে (সমন্বয়ে) থানা প্রকৌশলী সহ বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তার সহযোগিতায় ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হবে এবং তা থানা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

৩। অনাস্থা প্রস্তাব পাশের ২ মাসের মধ্যে তদন্ত সম্পাদন পূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে।

৪। নিয়মিত পরিদর্শন ও সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫। ইউনিয়নের বিভিন্ন বিধিবদ্ধ কমিটি অবশ্যই গঠন এবং তাদের নিয়মিত সভা ও কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

৬। পরাজিত ও প্রাক্তন ইউ,পি চেয়ারম্যান ও মেম্বরসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোককে বিভিন্ন কমিটিতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৭। ইউ,পি চেয়ারম্যানকে পরিষদে জবাবদিহি করতে হবে।

৮। সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন পরিদর্শন ও তার ভিত্তিতে দ্রুত প্রয়োজনীয় সরকারী সিদ্ধান্ত প্রদান।

৯। ইউ,পির বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণ; যেমন-বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির কার্যক্রম।

সুপারিশমালা বাস্তবায়নে গৃহীতব্য কার্যক্রম

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ে

১। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি বা গ্রাউক গঠনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। যেমন ১০০ বা ১২০টি পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদেরকে একত্রিত করে তাদের হাতে কাগজ কলম দেয়া হবে, তারা তাদের মনোনীত প্রার্থীর নাম ও পদ উল্লেখ করে জমা দেবে এবং সেগুলো গণনা করে বেশী ভোট প্রাপ্তদেরকে কমিটিতে ও সংশ্লিষ্ট পদে মনোনীত করা হবে।

২। প্রতিটি গ্রাউক সদস্যের দায়িত্ব বিভাজিত থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইউ,পি'র সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে যতগুলো সরকারী বিভাগীয় কর্মী কর্মরত আছে, তাদেরকে একেকজন গ্রাউক সদস্যের সংগে সংযুক্ত করে দিতে হবে। এর ফলে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজে কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহায়তাকারী সৃষ্টি হবে এবং কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে।

৪। ইউ,পি'র বর্ধিত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানে এবং তহবিল গঠনে গ্রাউককে ক্ষমতা দিতে হবে।

৫। গ্রাউকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঐ গ্রামের অর্জিত/গঠিত তহবিলের এক তৃতীয়াংশ গ্রাউক তহবিলে প্রদান করতে হবে।

৬। গ্রাউক সরাসরি ইউ,পি'র নিকট জবাবদিহি করবে।

৭। গ্রাউকের প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব বন্টন করে দিতে হবে।

<u>নির্বাচন</u>

১। স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরেই নির্বাচন প্রথা সক্রিয়ভাবে বলবৎ করতে হবে।

২। নির্বাচনে জনগণের নির্ভয় মতামত প্রকাশ ও প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হবে।

৩। মহিলা সদস্যা নির্বাচনে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। বর্তমানের মনোনয়ন প্রথা বিলুপ্ত করতে হবে।

<u>অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কর্তৃক পর্যালোচনার মাধ্যমে 'ক' দলের কতিপয় সুপারিশ পরিমার্জন ও সংযোজন</u>

<u>প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ে</u>

১। স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সবার জন্যই সরকারী কর্মকর্তাদের মত জবাবদিহির ব্যবস্থা আইনগতভাবে থাকতে হবে।

২। স্থানীয় পর্যায়ে (তৃণমূল পর্যায়ে) কর্মরত কোন সরকারী কর্মচারী যদি কোন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেন, তবে স্থানীয় পরিষদে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

৩। ৩ জন মহিলা সদস্যার (ইউ,পি মেম্বর) সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং দায়িত্ব বন্টনের বিষয়টি সংযুক্ত করতে হবে।

<u>সমন্বয় বিষয়ে</u>

১। ইউ,পি ও গ্রাউক সদস্যদের নিয়মিত (পাক্ষিক বা মাসিক) আলোচনা সভার ব্যবস্থা নিতে হবে।

<u>অংশগ্রহণ বিষয়ে</u>

১। ইউনিয়ন পরিষদের পরাজিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সংখ্যা পরিষদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী হবে। তাই তাদেরকে সংযুক্ত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হবেনা। বরঞ্চ প্রাক্তন চেয়ারম্যানবৃন্দ ও নির্বাচনে পরাজিত চেয়ারম্যান ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মেম্বরদেরকে উন্নয়নে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

২। একটি ইউনিয়ন পরিষদকে ১২টি ওয়ার্ডের স্থলে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা সমীচীন হবে।

৩। ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কেবল থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানা প্রকৌশলী ও বিভাগীয় কর্মকর্তা থাকলে চলবেনা। গ্রাউক ও ইউ,পি'র প্রতিনিধিকেও সংযুক্ত করতে হবে।

(সভাপতি মহোদয়ের সম্মতিক্রমে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের উপর্যুক্ত পরিমার্জন ও সংযোজন 'ক' দলের সুপারিশে সংযুক্ত করা হয়)

'খ' দলের সুপারিশমালা উপস্থাপন

উপস্থাপক

মো: শাহাদাত হোসেন
থানা নির্বাহী কর্মকর্তা
ধামরাই

মো: আমিন শরীফ
থানা সমাজ সেবা কর্মকর্তা
ধামরাই থানা

কাজী সুফিয়া আখতার
ব্রতী, ঢাকা

বিষয় : <u>স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহ ও বিনিয়োগের কৌশল নির্ধারণ</u>

খ দলের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কর্তৃক বিশদভাবে আলোচনার পর সুপারিশমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে, আমি তা উপস্থাপন করছি।

সমস্যা	সুপারিশ
১। খাস জমি ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ	ক. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনার মাধ্যমে খাস জমি বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। খ. খাস জমি উৎপাদন কাজে ব্যবহারকরণ।
২। অনাবাদী জমি চাষের উদ্যোগ নেই	ক. অনাবাদী জমি চিহ্নিত করতে হবে। খ. চাষের আওতায় আনতে হবে। গ. চাষ প্রক্রিয়া তদারক করতে হবে।
৩। রাস্তার ধারে ফলবান ও কাঠের বৃক্ষরোপণ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ	ক. রাস্তার পাশে সম্ভাবনাময় স্থান চিহ্নিত করতে হবে। খ. গ্রাউকের মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের জমি/রাস্তা ইজারা দিতে হবে। গ. উৎপাদন তদারক করতে হবে।
৪। কুটির শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেই	ক. কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা নির্বাচন করতে হবে। খ. উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। গ. শিল্প স্থাপনের মূলধন সংগ্রহ করতে হবে। ঘ. শিল্প স্থাপন ও উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। ঙ. উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫। অব্যবহৃত জলাশয় ব্যবহারের উদ্যোক্তা/ব্যবস্থা নেই	ক. অব্যবহৃত জলাশয় চিহ্নিতকরণ। খ. জলাশয় লিজ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া।

গ. সমবায় সমিতি গড়ে তোলা ।
ঘ. মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ দেয়া ।
ঙ. উপকরণ সংগ্রহ করা ।

৬। উন্নত ভৌত অবকাঠামো না থাকা	ক. নির্মাণযোগ্য রাস্তাঘাট নির্বাচন । খ. নির্মাণ ব্যবস্থা । গ. তদারকী ।
৭। ইউ,পি কতৃ'ক ধার্যকৃত টোল/ হোল্ডিং ট্যাক্স অনাদায় থাকা	ক. আদায়যোগ্য হোল্ডিং ট্যাক্স তালিকা প্রণয়ন । খ. তালিকানুযায়ী আদায় কর্মসূচী গ্রহণ । গ. আদায়কৃত টাকার কিছু অংশ গ্রাউককে প্রদান ।
৮। গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য কোনরূপ চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা নেই ।	ক. চাঁদা আদায়যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়ন করা । খ. প্রতিমাসে চাঁদা আদায় নিশ্চিত করা ।

<u>অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কতৃ'ক পর্যালোচনার মাধ্যমে খ দলের কতিপয় সুপারিশ পরিমার্জন ও সংযোজন</u>

১। স্থানীয় পরিষদের সম্পদ, বিশেষ করে অনাবাদী জমি চাষ ও মৎস্য চাষ বিষয়ে সমবায় পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে ।

২। চাষ প্রক্রিয়া তদারকীর ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে ।

৩। সরকারী রাস্তার পাশে ফলবান ও কাঠের বৃক্ষ রোপনে সরকারী ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অনুমতি ইউ,পিকে প্রদান করতে হবে ।

৪। বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি বৃক্ষ পরিচর্যার বিষয়টি সরকার/ইউ,পি কতৃ'ক সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । নচেৎ বৃক্ষরোপণ কোনভাবেই ফলপ্রসূ হবেনা ।

৫। খাস জমিতে সরকার কতৃ'ক বৃক্ষ রোপণের একটা লক্ষ্যমাত্রা (যেমন ২৫ বা ৩০ হাজার) পূর্বেই নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং তা অবশ্য পালনীয় করে আইন পাশ করতে হবে ।

৬। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের যে ৬টি উৎস সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছে, (যেমন বসতবাটী, হাটবাজার, ট্রেড লাইসেন্স, যানবাহন কর প্রভৃতি) সেগুলো ইউ,পি কতৃ'ক আদায় নিশ্চিত করতে হবে ।

৭। কুটির শিল্প সহ ইউ,পি'র আয় বর্ধনে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে ।

৮। বিভিন্ন বিষয়ে সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে এবং যে কোন বিনিয়োগ সমবায় পদ্ধতিতে করতে হবে ।

৯। গ্রামের জনগণের নিকট থেকে 'চাঁদা আদায়' শব্দটির পরিবর্তে 'অনুদান সংগ্রহ' শব্দটি ব্যবহার করা যুক্তিসংগত হবে ।

(সভাপতি মহোদয় খ দলের সুপারিশের সংগে অংশগ্রহণকারীদের উত্থাপিত পরিমার্জন ও সংযোজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সুপারিশ চূড়ান্ত করেন ।)

'গ' দলের সুপারিশমালা উপস্থাপন

উপস্থাপক

কাজী বজলুল করিম
পরিচালক
আরডিএ (বগুড়া)

বিষয় : স্থানীয় পর্যায়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ ।

স্থানীয় পর্যায়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এ বিষয়ে প্রণীত সুপারিশমালা নিম্নরূপ :

সমস্যা	সুপারিশ
১। স্থানীয় মানব সম্পদের সার্বিক ও সঠিক তথ্য নেই	ক. জরীপের জন্য লোক নিয়োগ । খ. মাঠ পর্যায়ে তথ্য জরীপ । গ. প্রতি পরিবারে প্রশ্নপত্র সরবরাহের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা (যেমন পরিবারের লোক সংখ্যা, চাষের জমি, শিক্ষার হার, চাকরি, পেশা, বেকারত্ব আয়ের উৎস ইত্যাদি) ।
২। অদক্ষ জনশক্তি	ক. অদক্ষ জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ খ. স্থানীয়ে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগকরণ । গ. কারিগরী ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ । ঘ. গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করণ ও দক্ষ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো ।
৩। সার্বজনীন শিক্ষার অভাব	ক. বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা । খ. স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সুবিধাদির পর্যাপ্ততা নিরূপণ । গ. বিদ্যালয় গমণযোগ্য শিশুদের অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করা । ঘ. বিত্তবানদের নিকট থেকে সাহায্য নিয়ে বিদ্যালয় খোলা । ঙ. বই পুস্তক সুলভমূল্যে প্রদান । চ. গ্রামের যুব শ্রেণীকে শিক্ষিতকরণে পুরস্কার প্রদান ।
৪। মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় কুসংস্কারের বাধা	ক. জরীপ/আলোচনা/জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে কুসংস্কার চিহ্নিতকরণ

	খ. সর্ব পর্যায়ের শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ধর্মীয় নেতাদের ধর্ম ও কুসংস্কার চিহ্নিত করণে প্রশিক্ষণ প্রদান । গ. স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা । ঘ. পাঠক্রমে ধর্মীয় কুসংস্কারের কুফল অন্তর্ভুক্তকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাব প্রদান । ঙ. পোষ্টার, লিফলেট এর মাধ্যমে কুসংস্কারের কুফল সম্পর্কে প্রচারাভিযান চালানো ।
৫। স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব	ক. স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে প্রচার ও গণযোগাযোগের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা । খ. সভা/সমিতি ও সমাবেশের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার কারণ অবহিত করা । গ. সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও গণশিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ ।
৬। স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা	ক. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরীপ করা। খ. স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ । গ. সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ঘ. স্থানীয় পর্যায়ে TBA নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান । ঙ. প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ । চ. মা ও শিশুদের টীকা প্রদান । ছ. মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষদের সচেতনতা সৃষ্টি করা জ. বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
৭। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী/বেসরকারী সম্পদের অভাব	ক. স্থানীয়ভাবে কর আদায় । খ. বিত্তবানদের সাহায্য নিয়ে তহবিল গঠন । গ. স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণ ও তার যথার্থ বিনিয়োগ । ঘ. সরকারী/বেসরকারী অনুদান আদায়ের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ। ঙ. সরকারী ও বেসরকারী অব্যবহৃত সম্পদ ব্যবহার করণ ।

<u>গ দলের সুপারিশমালার পরিমার্জন ও সংযোজনে অংশগ্রহণকারীদের পেশকৃত সুপারিশ</u>

১। স্থানীয়ভাবে তহবিল গঠন বা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে প্রকল্পের অনুকূলে সরকারী অনুদানকেও তহবিলের অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে ।

২। স্থানীয় পর্যায়ে মানব সম্পদ উন্নয়নে কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি করতে হবে । কর্ম সংস্থান না থাকলে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যাবেনা ।

৩। সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে মানব সম্পদকে সক্রিয় করে তোলা সম্ভব। সুতরাং সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

৪। সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেয়া হলে মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

৫। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলার মাধ্যমে জনগণের চরিত্র গঠনে সহায়তা করা দরকার।

৬। বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে তুলতে হবে।

(সভাপতি মহোদয় উপযুক্ত প্রস্তাবসমূহ সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।)

সভাপতির ভাষণ

সভাপতি

রফিকুল ইসলাম ভুঞা
এমডিএস, বিপিএটিসি, সাভার

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন সম্পর্কে মনীষী মন্টগোমারী বলেছেন যে, "আকাঙ্খিত সাধারণভাবে পরিকল্পিত আর সরকারী কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক পরিবর্তনের নাম উন্নয়ন।" জাতিসংঘ উন্নয়নের সংজ্ঞা অনুসারে "উন্নয়ন বলতে বুঝানো হয়েছে এমন এক প্রক্রিয়াকে যার মাধ্যমে জনগণ তার আশা ও আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে।"

প্রণিধানযোগ্য যে, সার্ক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সদস্য শ্রীলংকা (আমাদের প্রতিবেশী), সেখানে 'পিআইডিএ' বা 'পার্টিসিপেটরী ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ' এর মাধ্যমে এ ধরনের অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নয়নের মডেল হিসেবে পিআইডিএ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ভারতের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী নেহেরু একদা বলেছিলেন যে, "আমাদের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো এমন এক ধরনের প্রতিষ্ঠান, যার বুনিয়াদ যথাযথভাবে রচিত না হলে মূল গণতন্ত্রের প্রাসাদ ধ্বসে পড়তে পারে।" অনুরূপভাবে লর্ড মেডকাফ বলেছিলেন "স্থানীয় সরকারগুলো লিটল রিপাবলিক।" সেই বহু দিন আগেই তিনি স্থানীয় সরকারগুলোকে লিটল-রিপাবলিক বলে অভিহিত করেছিলেন। লর্ড রিপন ১৮৮২ সালে বলেছিলেন যে, "আজকে আমি একটি বৃক্ষ রোপণ করে যাচ্ছি, স্থানীয় সংস্থা হিসেবে, ভবিষ্যতে যার ছায়া গ্রহণ করবে জনগণ এবং ফলও আস্বাদন করবে জনগণ।"

এ ধরনের বহু আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্র করে এবং বিশ্বের বহু দেশে স্থানীয় উদ্যোগে যুগান্তকারী কাজ হয়েছে । আমাদের দেশে প্রধান সম্পদ হলো মানব সম্পদ এবং এদেশ হলো ৮৬ হাজার (বা অন্য যে কোন সংখ্যা) গ্রামের সমষ্টি । এসব গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে । কবির ভাষায়, বাংলাদেশ ৮৬ হাজার বুটি বিশিষ্ট একটি সবুজ শাড়ী । গ্রামগুলো হলো এর বুটি। এগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এদেশে দুটো প্রধান বিষয় রয়েছে, তাহলো জনগণ ও গ্রাম ।

এই কর্মশালায় গ্রামের জনগণের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা মডেল উপস্থাপন করা হয়েছে । সেটা ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের মডেল । ভিটাবাড়িয়া একটি ছোট্ট স্থান, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে । 'স্মল ইজ বিউটিফুল, স্মল ইজ পসিবল' তত্ত্বের মত ভিটাবাড়িয়ার উন্নয়নের কথা শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি । এই উন্নয়ন আমাদের জন্য ছোট হলেও একটা দিক দর্শন । যেমন চাঁদে গিয়ে প্রথম মানব নীল আর্মস্টং বলেছিল যে - এটা মানবের প্রথম পদ যাত্রা, ইনডাকটিভ লীপ । আমিও ভিটাবাড়িয়ার পর্যক্রমকে ইনডাকটিভ লীপ বলে আখ্যায়িত করছি ।

আজকের কর্মশালায় আপনাদের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি আমাকে মুগ্ধ করেছে । সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে অংশগ্রহণকারীগণ এসেছেন, এদের সকলের মস্তিষ্ক থেকে স্থানীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে চিন্তার যে ফসল বেরিয়ে আসবে, জাতির জন্য তা কল্যাণ বয়ে আনবে । কর্মশালা অর্থবহ হয়েছে বলে আমি মনে করি । এখানে চূড়ান্তকৃত সুপারিশমালাসমূহ সরকার ও বিপিএটিসি'র অনেক উপকারে আসবে। সর্বোপরি উপকৃত হবে জনগণ ।

কামারখালী ইউ,পি চেয়ারম্যানের প্রস্তাব

এই পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় কর্মশালায় উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের আহবান জানান যে, "আপনাদের মধ্যে এমন কোন চেয়ারম্যান আছেন কি, যিনি ইতোমধ্যে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করেছেন অথবা আজকের কর্মশালার আলোচনায় উদ্দীপ্ত হয়ে কোন উন্নয়ন আরম্ভ করবেন ?"

তাঁর এই আহবানে সাড়া দিয়ে ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার কামারখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব রাকিব হোসেন চৌধুরী জানান যে, তাঁর ইউনিয়নকে নিরক্ষরতামুক্ত করার জন্য তিনি স্থানীয় উদ্যোগে একটি সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন । তাঁর ইউনিয়নের জনসংখ্যা মোট ১৬ হাজার । তার মধ্যে ৩,৫০০ জনগণ সম্পূর্ণ নিরক্ষর । বিগত ছয়মাস আগে একটি পরিকল্পনা বা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে । তাঁর ইউনিয়নে ব্র্যাক ও সম্ভগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ নামক বেসরকারী সংস্থা রয়েছে । তাদের সহযোগিতায় ও ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে আগামী ১ বছরের মধ্যে ইউনিয়নটিকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতামুক্ত করা হবে । এ উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে এবং ১০টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে ৪০ জন করে ছয় মাসের কোর্স চালু করা হয়েছে । বর্তমানে ১৪টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ২০টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হবে । এভাবে কার্যক্রম চালিয়ে ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব হবে ।

তিনি বিপিএটিসিকে এবং বিশেষ করে 'উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগ' সম্পর্কিত নিবন্ধ লেখকদ্বয়কে তাঁর ইউনিয়নটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের আমন্ত্রণ জানান। তিনি প্রস্তাব রাখেন যে, ভবিষ্যতে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিপিএটিসি যদি কোন সেমিনার বা কর্মশালা আয়োজন করে, তাহলে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি যুক্ত থাকবেন এবং তাঁর ইউনিয়নে গৃহীত অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে বিবরণ পেশ করতে সক্ষম হবেন ।

সভাপতি মহোদয় জনাব রাকিবের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেন ।

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মশালার সাফল্য কামনা করে সভাপতি মহোদয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাপনী অধিবেশন

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৯৫
(১৬:০০ - ১৭:৪০)

সভানেত্রী

দিলুকার বেগম
সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

প্রধান অতিথি

ডঃ শেখ মাকসুদ আলী
সম্পাদক, জেলা গেজেটিয়ার
ঢাকা

কার্যক্রম

ক. সভাপতির প্রারম্ভিক বকতব্য

খ. চূড়ান্ত সুপারিশ উপস্থাপন

গ. ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের প্রতিক্রিয়া ব্যকতকরণ

ঘ. প্রধান অতিথির ভাষণ

ঙ. সভানেত্রীর সমাপনী ভাষণ

সভানেত্রীর প্রারম্ভিক বক্তব্য

'স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মশালায় দূর-দূরান্ত থেকে আগত সমাজের বিভিন্ন স্তরের জন প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ স্থানীয় সরকারের বর্তমান অবস্থা, কাঙ্খিত উন্নয়ন এবং ভান্ডারিয়া থানার ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের স্ব-উদ্যোগে উন্নয়ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান ও আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। আজ দু'টি কর্ম-অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তিনটি নির্ধারিত বিষয়ে সমস্যাবলী চিহ্নিত করে সুপারিশ পেশ করেছেন। আমরা এই অধিবেশনে চূড়ান্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কর্তৃক তা অনুমোদনের প্রয়াস পাবো।

[এ পর্যায়ে তিনটি দলের পক্ষ থেকে পথম অধিবেশনে উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকৃত সুপারিশসমূহ পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। 'ক' দলের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সুপারিশ উপস্থাপন করেন জনাব জি,এম, আব্দুর রউফ (বিষয়বস্তু কর্মকর্তা, ভান্ডারিয়া থানা, পিরোজপুর)। 'খ' দলের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সুপারিশ উপস্থাপন করেন জনাব মো: আমিন শরীফ (থানা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ধামরাই থানা, ঢাকা)। 'গ' দলের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সুপারিশ পেশ করেন ডা: যোবায়দা হান্নান (প্রকল্প পরিচালক, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, কুমিল্লা)। চূড়ান্ত সুপারিশসমূহ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। সভানেত্রী এ বিষয়ে সবার ঐকমত্য গ্রহণ করে সভার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করেন।]

কর্মশালা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকরণ

খান মো: এনায়েত করিম
চেয়ারম্যান
ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ

বিপিএটিসিকে এই দু'দিন ব্যাপী কর্মশালা আয়োজনের জন্য আমার ও আমার এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অংশগ্রহণকারীবৃন্দকেও আমাদের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ছোট্ট একটি ইউনিয়ন ভিটাবাড়িয়া। এই ইউনিয়নের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিজেদের তথা স্থানীয় উদ্যোগে যে সামান্য প্রচেষ্টা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছি, সে বিষয়ে কর্মশালায় বিশদ আলোচনা হয়েছে এবং বিজ্ঞ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বহুবিধ সুপারিশ

পেশ করেছেন; ভুলত্রুটি পর্যালোচনা করেছেন; তা আমাদের জন্য পাথেয় স্বরূপ । আমার অনুরোধ, গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আরও যদি কোন পরামর্শ আমাদেরকে দেয়া হয়, আমরা তা সাদরে গ্রহণ করবো ।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় প্রতিটি সরকার গ্রামের উন্নয়নের কথা বলে গেছে, কিন্তু শেষাবধি গ্রামের জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য তেমন কিছুই করা হয়নি । আমরা নিজেদের উদ্যোগে সামান্য যা কিছু করার প্রচেষ্টা নিয়েছি; যা এই কর্মশালায় আলোচিত হলো, এ বিষয়ে আমাদের কর্ম-পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের জন্য আরও যদি কোন সুপারিশ থাকে, তা জানাবার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি । গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সফলতার জন্য আপনাদের সকলের দোয়া কামনা করে শেষ করছি ।

<u>প্রধান অতিথির ভাষণ</u>

ডঃ শেখ মাকসুদ আলী
সম্পাদক, জেলা গেজেটিয়ার

আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি, অত্যন্ত সুন্দর একটি বিষয়ের উপরে আপনাদের আয়োজিত কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে এসে এবং চূড়ান্ত সুপারিশমালা শুনতে পেয়ে অতি অল্প সময়ে বেশী উপকৃত হলাম ।

আপনারা সবাই জানেন, আমাদের দেশটি এখন বিদেশী সাহায্য নির্ভর । পূর্বে সাহায্যদাতারা কেবল অর্থ দিতেন, এখন কেবল অর্থ নয়, তা কোথায়, কি কাজে কতটুকু লাগাতে হবে সে বিষয়েও নির্দেশ প্রদান করেন । ফলে আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব হয়ে গেছে । এখন লোন দিলে তার সংগে 'লোন কন্ডিশন'ও জুড়ে দেয়া হয় । কন্ডিশন পূর্ণ না করলে ঋণ বা সাহায্য পাওয়া যায়না । শুধু শর্তই নয়, মেয়াদও ধার্য করে দেয়া হয়, কতদিনের মধ্যে কত অংশ এবং কতদিনে সম্পূর্ণ সমাপ্ত করতে হবে । আমাদের এখন সময় বা মেয়াদ পরিবর্তনেরও আর কোন ক্ষমতা থাকছে না । এ অবস্থাটি হলো কেন ? কারণ আমরা শুধু ঋণ বা সাহায্যই নিয়ে গেছি, কখনও সার্বিকভাবে চিন্তা করে দেখিনি । অথচ 'স্বাধীনতা' শব্দটির অর্থই হলো স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার, যেটি আমাদের প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে । আপনারা কথা বলেছেন যে, স্থানীয় কাঠামোকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক হতে

হবে। কিন্তু মূলতঃ আমরা ৪ বছর পরে একবার ভোটাধিকার প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোনভাবে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করতে শিখিনি। যদি শিখতাম, তাহলে আজ চিন্তার ক্ষেত্রে এই দৈন্য আসতোনা। মাঝে মাঝে দু'একবার আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছি, যেমন স্বাধীনতাযুদ্ধে এবং ১৯৯০ সালে। কিন্তু এর পরবর্তীকালে নিজেদের চিন্তার উদ্যোগ অপরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা প্রধান শর্ত এই যে, আমরা গণতন্ত্রকে নীচের দিকে কতটা নিয়ে যাবো এবং জনগণকে কতটা ক্ষমতা দেবো, চিন্তা ও কাজ করার ক্ষমতা তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না দিলে যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ হয়না। আমাদের বিকেন্দ্রীকরণে চিন্তাটা কেন্দ্রের হাতেই ন্যস্ত থাকে, কাজ করার দায়িত্বটা নীচের অংশে দেয়া হয়। ফলে দেশ গড়ে উঠে না। চিন্তার স্বাধীনতাটারই বিকেন্দ্রীকরণ বেশী প্রয়োজনীয়।

লক্ষ্য করুন, যেখানে যেখানে স্থানীয় সরকার স্বাধীন চিন্তা করা হচ্ছে, সেখানেই কিছু না কিছু উন্নয়ন ঘটছে। তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে হচ্ছে। দু'একজন ব্যক্তি নিজেদের এলাকায় স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছেন। এরূপ জোয়ার মাঝে মাঝে স্থানিক পর্যায়ে এসে যায়, কিন্তু আমরা সেটাকে ধরে রাখতে পারিনা।

আপনাদের মনে আছে, একবার গ্রাম সরকার গঠনের জোয়ার এসেছিল ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। সে সময়ে আমি একটি গ্রামে গ্রাম সরকার পরিদর্শনে গিয়েছিলাম, তাদের চিন্তার ধরন দেখতে। গিয়ে দেখি, গ্রাম সরকারের বিভিন্ন ব্যক্তিকে 'মন্ত্রী' বলা আরম্ভ হয়েছে। তখন স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে একটা সার্কুলার দিয়ে 'মন্ত্রী' বলা বন্ধ করা হয়েছিল। গ্রামটির লোকজনের সংগে আমার পরিচয় ছিল। তাই অত্যন্ত সাবলীলভাবে কথা বলতে পেরেছিলাম। আমি তাদেরকে 'মন্ত্রী' বলা প্রসংগে সার্কুলারের কথা বললাম। এমন কি গ্রাম সরকার প্রসংগেও। তারা উত্তর দিয়েছিলেন, "গ্রাম সরকার আমরা সার্কুলার ছাড়াই গঠন করেছি, আপনারা সার্কুলার দিয়ে তা ভাংতে পারবেন না।" আমি সে জবাবে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। তাছাড়া তারা 'গ্রাম সরকার' সম্পর্কে জানিয়েছিলেন যে, "স্থানীয় সরকার শব্দটিতে যদি সরকারের আপত্তি না থাকে, তবে 'গ্রাম সরকার' শব্দটিতেও তো আপত্তি থাকা উচিৎ

নয়। তাছাড়া 'গ্রাম সরকার' আমাদের শিশু, আমরা আমাদের শিশুর নাম যা ইচ্ছা তাই রাখতে পারি, সরকারের মুখাপেক্ষী হবো কেন ?"

তাদের আরও অনেক কথা ছিল। যেমন, একবার একজন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে, 'জনগণই আসল সরকার।' যদি তাই হয়, তাহলে সরকারের একটা কেবিনেট এবং একটা পার্লামেন্ট থাকা দরকার। না হলে সরকার হয় কি করে ? সুতরাং গ্রাম সরকার হচ্ছে কেবিনেট এবং গ্রামের বয়স্ক জনগণ হলো পার্লামেন্ট। কেবিনেট পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকবে।

আমরা এই সৃষ্টিধর্মী বিষয়টি নিয়ে তেমন চিন্তা করিনি এবং এটাকে ধরেও রাখিনি। ফলে সেই জোয়ার হারিয়ে গেছে। এই সৃষ্টিধর্মী চিন্তাটিকে কাজে লাগালে কি করে অবকাঠামো তৈরী হবে, কিভাবে মানব সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে এবং সম্পদ আহরণ ও বিনিয়োগ কিভাবে হবে, এসব বিষয়ে বিদেশ থেকে চিন্তা ধার করার দরকার হতোনা।

এখন সময় এসেছে এটি বুঝবার যে, স্থানীয় পর্যায়ে চিন্তা ও উদ্যোগের সুযোগ না দেয়া হলে দেশের সমস্যার সমাধান কোনদিনই সম্ভব হবে না। যেমন, ভিটাবাড়িয়ায় একটি গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে একটা গ্রামে যখন ৯ জন মেম্বরকে উজ্জীবিত করা হচ্ছে, তখন ৩০টি কমিটিতে প্রায় ৩০০ জনকে উজ্জীবিত করা হচ্ছে। ফলে স্ব-কর্ম সংস্থান, সম্পদ আহরণ, প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে গতিশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এই গতিশীলতা ছাড়া দেশের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব ?

আমি সম্প্রতি ভারতের জওহর লাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে অধ্যাপকদের একটি সভায় তাঁরা বললেন যে, ভারতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দরিদ্রদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এটা সরকারীভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে সরকারীভাবে বহু আগে থেকেই দরিদ্র বর্ধনের বিষয়টি স্বীকৃত। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টায় কখনই দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়, যতক্ষণ না স্থানীয় উদ্যোগকে কাজে লাগানো হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের সমস্যা আরও জটিল। স্থানীয় সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামের দিকে নজর দিচ্ছে না, তার নজর থানার দিকে, কেননা সম্পদ রয়েছে

থানার হাতে। তাই থানায় যুরাধুরিই বেশী জরুরী বিবেচিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব সম্পদ সংগৃহীত হচ্ছে না। কারণ গ্রামের জনগণের বিশ্বাস অর্জন করা যাচ্ছে না। যেখানে বিশ্বাস অর্জিত হয়, সেখানে গ্রামের দিকেই নজর যাচ্ছে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি সুপারিশ হলো; প্রতিটি গ্রামে একটি করে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি থাকবে। প্রথমে গ্রামের লোক দ্বারা গ্রামটিকে জরীপ করতে হবে, গ্রামের শিক্ষিত ছেলে মেয়ে দ্বারা। ফলে গ্রামের লোকের পেশা, আয়, শ্রেণী, নিরক্ষরতা, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী বেরিয়ে আসবে এবং সেসব শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে সেই গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠিত হবে। আজকের কর্মশালার সুপারিশেও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠনের কথা আছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে; গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সংগে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্কটা কিভাবে গঠিত হবে? সংশ্লিষ্ট ইউ,পি মেম্বর যদি গ্রাম উন্নয়ন কমিটির উপদেষ্টা হয়, বা সভাপতি হয়, তাহলেই কিন্তু সংযোগটা হয়ে যাচ্ছে। এই কমিটিগুলোকে পৃথকভাবে কাজ করার ও প্রকল্প তৈরীর যদি দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে সেসব প্রকল্প সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কতটা সম্পদ ইউনিয়ন পরিষদ দিতে পারবে তারও পরিমাপ করা সম্ভব। এসব ইউনিয়ন পরিকল্পনা থানায় প্রেরিত হলে থানা কতটা সহায়তা দিতে পারবে তার হিসেব কষে নেয়া সম্ভব হয়। এছাড়া পাক্ষিক বা মাসিকভাবে থানার বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সংগে ইউনিয়ন পরিষদের আলোচনার ব্যবস্থা করা গেলে পরিকল্পনাগুলো আরও বাস্তবানুগ হবে। আর এটাই হলো নীচ থেকে উপরে গৃহীত পরিকল্পনা (বটম-টপ প্ল্যানিং)।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরেকটি সুপারিশ রয়েছে যে, প্রতি বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থানা পরিষদকে তাদের সেই আর্থিক বছরে কি কি প্রকল্প নির্ধারিত আছে তা জানিয়ে দেবে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় থানা পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, কিন্তু থানা পরিষদ আগে থেকে তা জানতে পারেনা। সেসব প্রকল্পে প্রচুর লোক নিয়োগও হয়। প্রকল্প শেষে সেসব লোক কোথায় যাবে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার কোন পরিকল্পনা থাকেনা। ফলে জটিলতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি থানা বা ইউনিয়নকে বাস্তবায়নের

দায়িত্ব নেবার বিষয়ে পূর্বেই জানানো হয়, তাহলে বেশ কিছু দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদ নিতে পারে। কিছু সম্পদও যদি ইউ,পিকে দেয়া হয়, এবং লোক নিয়োগ যদি ইউনিয়ন থেকে হয়, তাহলে বহু সমস্যা কমানো যায়।

থানা পর্যায়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে যদি কেন্দ্র থেকে পরিকল্পনা যায় এবং ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পরিকল্পনা থানা পর্যায়ে যায়, তাহলে এ দুটো পরিকল্পনা থানা পর্যায়েই সমন্বয় করা সম্ভব হয় এবং সহজে বাস্তবায়নযোগ্য হয়ে উঠে। তাহলে ইউ,পিকে আরও বেশী দায়িত্ব দেয়া সম্ভব। এভাবে বর্তমানে নিস্ক্রিয় ইউ,পিগুলোকে সক্রিয় করে তোলা যায়।

স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে যে সব উন্নয়ন মডেল পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলোকে একত্রিত করে পর্যালোচনা/সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে পরিমার্জন করে বিপিএটিসি যদি স্থানীয় পর্যায়ে প্রেরণ করা দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তারা তাদের মডেলের কিছুটা উন্নততর মডেল পেয়ে যেতে পারে। সারা দেশের জন্য একটা প্রমিত মডেল যদি বানানো হয়, সেখানে অবশ্যই স্থানিক পর্যায়ের জন্য কিছুটা নমনীয়তা থাকবে, এবং মোটামুটিভাবে বলা যায় সর্বজন- গ্রহণযোগ্যতা থাকবে, সেটা যদি কেন্দ্রে প্রেরণ করা যায়, তাহলে কেন্দ্রকে বলা যাবে যে, উন্নয়ন বাজেটের একটা অংশ স্থানীয় সরকারকে প্রদান করা হোক। তবে এখনও সেরুপভাবে স্থানীয় পর্যায়গুলো সংগঠিত নয়। সময় লাগবে।

ভারতে এখন পঞ্চায়েত রাজকে কিছু কিছু বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, যেখানে শর্ত থাকে যে, তফসীলী সম্প্রদায়ের জন্য ৩০% ব্যয় করতে হবে আর মহিলাদের জন্য ৩০%। আমাদের দেশে ধর্মীয়ভাবে তফসীলী সম্প্রদায় নেই বললেই চলে। ফলে 'অতি দরিদ্ররা' এরূপ ৩০% এর সুযোগও পাচ্ছে না। তবে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে স্থানীয় সরকারের জন্য বাজেট চাওয়া হয়, তাহলে মহিলাদের উন্নয়নে পৃথক বাজেট রাখতে হবে, এবং অতি-দরিদ্র ১০ বা ২০ ভাগের জন্যও কিছু বাজেট রাখতে হবে। তাহলে কেন্দ্রের কাছে বাজেট চাওয়া যৌক্তিক হবে। তখন এনজিওদেরকেও বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য আহবান জানানো যাবে। এনজিওরাও স্থানীয় পর্যায়ে সক্রিয়তা পেলে সহায়তায় আগ্রহী হবে। ১৯৯৩ সালে সার্কের ৭টি রাষ্ট্র প্রধানগণ

মিলিতভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোক দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলে বাস করে। এদের শতকরা ৪০-৫০ ভাগ জনসাধারণ দরিদ্র। এই দারিদ্র যদি বিমোচন না করা যায়, তাহলে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। তাই তারা ২০০২ সালের মধ্যে দারিদ্র বিমোচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রত্যেক দেশ পৃথকভাবে পরিকল্পনা করবে এদের উন্নয়নের জন্য। ঐ সভার পরে সার্ক দেশসমূহের অর্থ মন্ত্রীদের একটি সভা হয়েছে। সেখানে তঁারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এখন থেকে দরিদ্রদের জন্য টাকা দেয়া হবে। শর্ত হলো যে, প্রকল্প প্রণীত হতে, তৃণমূল পর্যায় থেকে, নীচের ১০ ভাগ দরিদ্রদের জন্য।

স্থানীয় সরকারসমূহের জন্য এটা একটা সুযোগ তঁারা যদি তৃণমূল পর্যায় থেকে ১০ ভাগ অতি-দরিদ্রদের জন্য প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে তাহলে সরকারের সংগে এ বিষয়ে দাবী জানানো যাবে। আমি এ বিষয়ে তথ্য দিলাম। প্রয়োজনে এ বিষয়ে কাগজপত্রও আমার নিকট থেকে নিয়ে যেতে পারেন।

আজ বিপিএটিসি স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন বিষয়ক যে কর্মশালার উদ্যোগ নিয়েছে, আমার বিনীত অনুরোধ, এটাই যেন এ বিষয়ে শেষ কর্মশালা না হয়। এটা যেন প্রারম্ভিক বলে বিবেচিত হয়। আগামী ৩-৬ মাসের মধ্যে বিপিএটিসি যদি একটি সার্থক মডেল ভিটাবাড়িয়ার ভিত্তিতে প্রণয়ন করে জেলায় জেলায় প্রেরণ করতে পারে, তাহলে জেলাগুলোতে সাড়া জাগবে। কেন্দ্রে পাঠালে সরকারও এ বিষয়ে ভাববার সুযোগ পাবে। যদিও সরকার এখনও জেলা ও থানা পরিষদের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে পারেনি, তবু তারা সক্রিয় হতে পারে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা হলেও এখানে সরকারী পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সম্পৃক্ততা রয়েছে। যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমি আশা করছি, বিপিএটিসিসহ আপনারা বিষয়টিকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরাও এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ করছি। এরূপ সেমিনার হলে আমরাও কিছু জানাতে পারবো, আবার আপনাদের নিকট থেকেও শিখতে পারবো। আমাকে দুটো কথা বলার সুযোগ দানের জন্য এখানে আহবান জানানোর জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সভানেত্রীর ভাষণ

নীলুফার বেগম
এমডিএস, বিপিএটিসি, সাভার

আপনাদের মত আমিও প্রধান অতিথির ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম । সাধারণত: কর্মশালার শেষ প্রান্তে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম দেখলাম । সবাইকে বেশ আগ্রহী ও সজীব দেখাচ্ছে । এর থেকে আমরা পরবর্তী কর্মশালা আয়োজনের অনুপ্রেরণা পাচ্ছি । আমরা যাঁরা উদ্যোক্তা ছিলাম, তাঁরা নিজেদের প্রয়াসকে সফল মনে করছি । স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা যেন কর্মশালার সমাপনীর সাথে শেষ না হয়ে যায়, এ আমাদের কামনা ।

ভিটাবাড়িয়ায় যে কর্ম প্রচেষ্টা খান এনায়েত করিম দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে হয়তো এরূপ আরও প্রচেষ্টা থাকতে পারে; যার খবর আমরা রাখিনা । এই কর্মশালা থেকে দু'একটি উদ্যোগ সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি । যেমন, কুমিল্লার ডা: খোবায়দা হান্নান জানালেন নাংগল কোটের উদ্যোগের কথা, জনাব খায়রুল কবির বলেছেন কুমিল্লা বার্ড ও বগুড়া আরডিএ'এর পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক স্থানীয় কর্মকান্ডের খবর । আরও অনেক খবর হয়তো দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে, এরূপ কর্মশালা হলে সেগুলো বেরিয়ে আসবে, আমরাও জানতে পারবো । তাই আজকের সমাপনী এ বিষয়ক কর্মশালার শেষ সমাপনী নয়, বরঞ্চ এটাই শুরু । আমরা এই কর্মশালাকে কেন্দ্র করে আরও এগিয়ে যাবো ।

স্থানীয় উদ্যোগের যে বাতি খান এনায়েত করিম ভিটাবাড়িয়ায় জ্বালিয়েছেন, সেরূপ বাতি প্রত্যেক ইউনিয়নে জ্বলে উঠুক - এই আমাদের কামনা । আমাদের প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় উদ্যোগের বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ও লেখক । এক সময় তিনি "Own Village Development" এর উপর কাজ করেছিলেন, সেখানে আমি তাঁর সংগে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম । এ বিষয়ে তাঁর জানাজানি অনেক ।

আমরা যথা সম্ভব আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে অর্থাৎ ঘরোয়া আমেজের সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে কর্মশালার কাজ আরম্ভ করেছিলাম । তাই খোলামেলা আলোচনায় আপনাদের গভীর আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছি । আনুষ্ঠানিকতার মাত্রা বেশী

থাকলে হয়তোবা এতটা আন্তরিকতা দেখতে পাওয়া যেতোনা। এই কর্মশালায় যাঁরা সমালোচক বা প্যানেল আলোচক হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও দক্ষ, বিশেষ করে পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় উদ্যোগ বিষয়ে। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অন্য যে সব সহায়তাকারী এই কর্মশালায় এসেছেন, সময় দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রধান অতিথির সদয় আগমণ ও মূল্যবান ভাষণের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সকল অংশগ্রহণকারীর প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইলো।

এই কর্মশালায় আমার যেসব সহকর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রেক্টর মহোদয় আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আর যাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের এই কর্মশালা, সেই খান এনায়েত করিমকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

দূর দূরান্ত থেকে এসে যাঁরা এই কর্মশালাকে সফল করলেন, তাঁদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ।

সংযোজনী-ক

কর্মসূচী

<u>২৯ জানুয়ারী ১৯৯৫</u>

০৯০০-১০০০ : নিবন্ধন

১০০০-১০৩০ : <u>উদ্বোধন</u>

সভাপতি : কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা
রেক্টর, বিপিএটিসি

প্রধান অতিথি : সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কার্যক্রম

১০০০-১০০৫ : স্বাগত ভাষণ

১০০৫-১০২০ : প্রধান অতিথির ভাষণ

১০২০-১০২৫ : সভাপতির ভাষণ

১০২৫-১০৩০ : ধন্যবাদ জ্ঞাপন

১০৩০-১১০০ : চা-চক্র

১১০০-১১৩০ : প্রথম কর্ম অধিবেশন

সভাপতি : ড: বোরহান উদ্দিন খান জাহাংগীর
অধ্যাপক ও সভাপতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১১০০-১১৩০ : প্রবন্ধ উপস্থাপন

প্রবন্ধের শিরোনাম - "উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগ:
একটি ঘটনা সমীক্ষা"

উপস্থাপন - মোহাম্মদ জাহাংগীর হোসেন
আ,ক,ম, মাহবুবুজ্জামান

১১৩০-১২৩০ : নির্ধারিত আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা

আলোচক

কাজী রজলুল করিম
পরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

মুহ: আফতাব উদ্দিন খান
মহাপরিচালক
জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
আগারগাঁও, ঢাকা

খান এনায়েত করিম
চেয়ারম্যান
ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ

১২৩০-১৩৩০ : মুক্ত আলোচনা

১৩৩০-১৪৩০ : দুপুরের আহারের বিরতি

১৪৩০-১৬৩০ : দ্বিতীয় অধিবেশন

সভাপতি : মাহে আলম
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১৪৩০-১৫৩০ : প্যানেল আলোচনা

বিষয় : স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন: অবকাঠামো নির্মাণ, তহবিল গঠন ও বিনিয়োগ

আলোচক

ক. ড: মহীউদ্দিন খান আলমগীর
সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

খ. ইসমাইল হোসেন
অতিরিক্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

গ. ইব্রাহীম খালেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কৃষি ব্যাংক

ঘ. ড: সালেহ উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা

ঙ. ডা: যোবায়দা হান্নান
প্রকল্প পরিচালক
ডায়াবেটিক হাসপাতাল, কুমিল্লা

১৫৩০-১৬৩০ : প্রশ্নোত্তর

২০০০-২১০০ : নৈশ আহার

২১০০-২২৩০ : চলচিত্র প্রদর্শনী

৩০ জানুয়ারী ১৯৯৫

০৮৩০-১০৩০ : তৃতীয় কর্ম অধিবেশন

সভাপতি : ডঃ সানাউল মোস্তফা
সভাপতি, ব্যবসা প্রশাসন বিভাগ
জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সহায়তাকারী : ক. মাহফুজুর রশীদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক

খ. শীপা হাফিজ
কর্মকর্তা, ব্র্যাক

গ. মনিরুজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক, প্যাক্ট/প্রিপ

০৮৩০-১০৩ : অংশগ্রহণমূলক অধিবেশন

বিষয় : "স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা"

১০৩০-১১০০ : চা-চক্র

১১০০-১৩৩০ : চতুর্থ কর্ম অধিবেশন

সভাপতি : মাহফুজুর রশীদ

সহায়তাকরী : ক. ডঃ সানাউল মোস্তফা

খ. শীপা হাফিজ

গ. মনিরুজ্জামান

১১০০-১১৩০ : দল গঠন

১১৩০-১৩৩০ : দলীয় আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন

বিষয় - ক. স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ

খ. স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহ ও বিনিয়োগের কৌশল নির্ধারণ

গ. স্থানীয় পর্যায়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ

১৩৩০-১৪৩০ : মধ্যাহ্নভোজ

১৪৩০-১৬০০ : পঞ্চম কর্ম অধিবেশন

সভাপতি : রফিকুল ইসলাম ভুঞা
সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, বিপিএটিসি

১৪৩০-১৫৩০ : দলীয় সুপারিশ উপস্থাপন ও পর্যালোচনা

১৫৩০-১৬০০ : দলীয় সুপারিশ চূড়ান্তকরণ

১৬০০-১৭০০ : সমাপনী অধিবেশন

প্রধান অতিথি : ড: শেখ মাকসুদ আলী
সম্পাদক, জেলা গেজেটিয়ার

সভাপতি : নীলুফার বেগম
সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, বিপিএটিসি

কার্যক্রম

১৬০০-১৬১৫ : চূড়ান্ত সুপারিশ উপস্থাপন

১৬১৫-১৬২৫ : কর্মশালা পরিচালকের বক্তব্য

১৬২৫-১৬৪৫ : প্রধান অতিথির বক্তব্য

১৬৪৫-১৬৫৫ : সভাপতির বক্তব্য

১৬৫৫-১৭০০ : ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সংযোজনী-খ

'স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন' কর্মশালা
১৬-১৭ মাঘ, ১৪০১/২৯-৩০ জানুয়ারী, ১৯৯৫

অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং নাম	পদবী	ঠিকানা
১। ডাঃ যোবায়দা হান্নান	পরিচালক	ডায়াবেটিক হাসপাতাল, কুমিল্লা
২। বেগম সালমা সাঈদ	থানা মৎস্য কর্মকর্তা	সাভার, ঢাকা
৩। মোঃ সাইদুর রহমান	সমাজ সেবক	ভিটাবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া পিরোজপুর
৪। মোঃ শহিদুল ইসলাম	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
৫। শংকর কুমার দাস	থানা নির্বাহী কর্মকর্তা	"
৬। মোঃ খবিরুল হক	উপ-প্রধান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৭। ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম	আবাসিক মেডিঃ অফিসার	ধামরাই থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
৮। মোঃ দেলোয়ার হোসেন	চেয়ারম্যান	সুতিপাড়া ইউপি, ধামরাই
৯। সায়ীদুল হক	গবেষণা কর্মকর্তা	এন,আই,এল,জি
১০। আশরাফ উদ্দিন খান ইমু	চেয়ারম্যান	সাভার পৌরসভা
১১। মোঃ আঃ করিম ভুইয়া	চেয়ারম্যান	ইয়ারপুর ইউপি, সাভার
১২। ডঃ তোফায়েল আহমেদ	সহযোগী অধ্যাপক	লোক-প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১৩। মোঃ ফারুক হোসেন	চেয়ারম্যান	ধামসোনা ইউপি, সাভার
১৪। মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	এ,এস,পি	সার্কেল এ,এস,পি, সাভার
১৫। কাজী বজলুল করিম	পরিচালক	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
১৬। মোঃ আফরোজ বখ্স	থানা সমবায় অফিসার	ধামরাই
১৭। মোঃ শাহাদত হোসেন	থানা নির্বাহী অফিসার	ধামরাই

১৮। এস,এম, ওয়াহিদুজ্জামান	প্রভাষক	ঢাকা কলেজ
১৯। আলহাজ্ব মোঃ শামসুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	ভাকুর্তা ইউপি, সাভার
২০। মোঃ শফিকুল ইসলাম	থানা প্রকল্প বাস্তঃ অফিসার	ধামরাই
২১। মোঃ আনোয়ার হোসেন	থানা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	ধামরাই
২২। বেগম রওশন জাহান আফরোজ	থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	ধামরাই
২৩। জনাব রাকিব হোসেন চৌধুরী	চেয়ারম্যান	কামারখালী ইউ,পি, মধুখালী ফরিদপুর
২৪। খন্দকার সামছুল আলম	থানা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	ধামরাই
২৫। খন্দকার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	লেকচারার	কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২৬। মোঃ মীজানুর রহমান	সদস্য	১ নং ভিটাবাড়িয়া ইউ,পি ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
২৭। খান এনায়েত করিম	চেয়ারম্যান	ভিটাবাড়িয়া ইউ,পি, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
২৮। খায়রুল কবীর	প্রকল্প পরিচালক	বার্ড, কোটবাড়ী, কুমিল্লা
২৯। মুহাম্মদ আফতাব উদ্দিন খান	মহাপরিচালক	এন,আই,এল,জি, ঢাকা
৩০। উইলিয়াম অতুল কুলুন্তনু	উর্দ্ধতন তথ্য কর্মকর্তা	তথ্য অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
৩১। মীর্জা গোলাম কুদ্দুস	সিনিয়র শিক্ষক	মধুখালী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মধুখালী, ফরিদপুর
৩২। কাজী সুফিয়া আখতার	চীফ, অপারেশন/ কনসালটেন্সী	ব্রতী, কে,জে,এইচ, ম্যানশন ৮৩, ল্যাবরেটরী রোড, ঢাকা
৩৩। মোঃ ফয়জুর রহমান	থানা সমাজ সেবা অফিসার	সাভার
৩৪। আহমেদুর রহিম	থানা নির্বাহী অফিসার	সদর থানা কমপ্লেকস ফরিদপুর সদর
৩৫। মোঃ জাকির হোসেন	থানা কৃষি অফিসার	মধুখালী, ফরিদপুর
৩৬। মোঃ রফিকুল হাসান	বিষয়বস্তু কর্মকর্তা	মধুখালী, ফরিদপুর

৩৭। আব্দুল কুদ্দুস মোল্যা	শিক্ষক	ডুমাইন রামলাল উচ্চ বিদ্যালয় ডুমাইন, মধুখালী, ফরিদপুর
৩৮। অনুপ কুমার মজুমদার	সমাজ সেবক	মধুখালী, ফরিদপুর
৩৯। আ: মান্নান সরকার	চেয়ারম্যান	বালিয়া ইউ,পি, ধামরাই
৪০। এ,কে,এম, শামসুল আলম	চেয়ারম্যান	যাদবপুর ইউ,পি, ধামরাই
৪১। মো: শরিফুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	ডুমাইন ইউপি, ফরিদপুর
৪২। মো: ফজলুর রহমান	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	চেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ
৪৩। কাজি মতিউর রহমান	অনুদেষ্টা/ উপ-পরিচালক	বিআরডিটিআই, খাদিমনগর সিলেট
৪৪। এম, এ, কামাল	পরিচালক (প্র:)	বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
৪৫। সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন	উপদেষ্টা	গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন+ ভিটাবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া পিরোজপুর
৪৬। মো: দেলোয়ার হোসেন খান	সচিব ·	ভিটাবাড়িয়া ইউ,পি, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
৪৭। এস,এম, মজিবর রহমান	যুগ্ম-সচিব	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪৮। মো: আব্দুল মতিন	উপ-পরিচালক	বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
৪৯। মো: আতাউর রহমান	গবেষণা কর্মকর্তা	"
৫০। মো: সিরাজুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	"
৫১। মো: জাকির হোসেন	সহকারী পরিচালক	"
৫২। বেগম ফাহমিদা জিগর জাহান	কর্মসূচী সমন্বয়ক	নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, ২২/১৮ খিলজি রোড, ব্লক-বি মোহাম্মদপুর, ঢাকা
৫৩। বেগম রওশন আখতার	থানা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সাভার, ঢাকা
৫৪। মো: আমীর উদ্দীন মোড়ল	থানা পরিসংখ্যান অফিসার, ধামরাই	
৫৫। মো: ফিরোজ খান	থানা নির্বাহী অফিসার	মধুখালী, ফরিদপুর
৫৬। জাহাংগীর আলম জনি	প্রকল্প সমন্বয়ক	উবিনীগ
৫৭। ড: এ,কে,এম, আবুল কালাম	সহযোগী অধ্যাপক	ভুগোল বিভাগ, জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৫৮। মো: হুমাউন কবির	চেয়ারম্যান	আশুলিয়া ইউপি, সাভার

৫৯। জি,এম, আবদুর রউফ	বিষয়বস্তু কর্মকর্তা	ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
৬০। মোঃ সালেহ আহমদ	উপ-পরিচালক	বিআরডিবি, ঢাকা জেলা দপ্তর ৫/৩, মনিপুরি পাড়া, তেঁজগাঁ
৬১। এ,কে,এম, তৈয়েবুর রহমান	উপ-পরিচালক	বিআরডিবি, পল্লী ভবন ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা
৬২। মোঃ রফিকুল ইসলাম	থানা মৎস্য কর্মকর্তা	ধামরাই
৬৩। ডাঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	আবাসিক মেডিঃ অফিসার	সাভার থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাভার
৬৪। মোঃ মোজাম্মেল হক	থানা প্রকৌশলী	ধামরাই
৬৫। মোঃ আমিন শরীফ	থানা সমাজসেবা কর্মকর্তা	ধামরাই
৬৬। এ,বি,এম, আবুল কাশেম	সভাপতি	স্বনির্ভর গ্রাঃ বাঃ কমিটি, ২নং পোড়িয়া ইউপি, নাংগলকোট, কুমিল্লা
৬৭। মিসেস জাকিয়া বেগম	সিনিয়র ট্রেইনার	কমিউনিকা ৪২৮, রোড নং-২, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, শ্যামলী, ঢাকা
৬৮। মোহাম্মদ শামসুর রহমান	প্রফেসর	লোক-প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৬৯। এম, এ, জলিল	চেয়ারম্যান	সোমভাগ, ধামরাই
৭০। মফিজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান	আমিন বাজার ইউপি, পোঃ আমিনবাজার, সাভার,ঢাকা
৭১। জি,এম, ইদ্রিস	থানা কৃষি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)	ধামরাই
৭২। মোঃ হাবিবুর রহমান তুলা	চেয়ারম্যান	সুয়াপুর ইউপি, ধামরাই
৭৩। সৈয়দ মুনাওয়ার হোসেন বোখারী	অধ্যাপক	জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাভার, ঢাকা
৭৪। রেহানা বেগম	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা	সাভার পৌরসভা, সাভার ঢাকা

সংযোজনী-গ

'দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

'ক' দল

ক্রমিক নং নাম	পদবী	ঠিকানা
১। মো: সাইদুর রহমান	সমাজ সেবক	ভিটাবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া পিরোজপুর
২। মো: শহিদুল ইসলাম	সহ: কমিশনার (ভূমি)	ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
৩। শংকর কুমার দাস	থানা নির্বাহী কর্মকর্তা	"
৪। মো: আ: করিম ভুইয়া	চেয়ারম্যান	ইয়ারপুর ইউপি, সাভার
৫। মো: ফারুক হোসেন	চেয়ারম্যান	ধামসোনা ইউপি, সাভার
৬। আলহাজ্জ মো: শামসুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	ভাকুর্তা ইউপি, সাভার
৭। মো: শফিকুল ইসলাম	থানা প্রকল্প বাস্ত: অফিসার	ধামরাই
৮। জনাব রাকিব হোসেন চৌধুরী	চেয়ারম্যান	কামারখালী ইউ,পি, মধুখালী ফরিদপুর
৯। মো: মীজানুর রহমান	সদস্য	১ নং ভিটাবাড়িয়া ইউ,পি ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
১০। খান এনায়েত করিম	চেয়ারম্যান	ভিটাবাড়িয়া ইউ,পি, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
১১। উইলিয়াম অতুল কুলুন্তনু	উর্ধতন তথ্য কর্মকর্তা	তথ্য অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
১২। আহমেদুর রহিম	থানা নির্বাহী অফিসার	সদর থানা কমপ্লেক্স ফরিদপুর সদর
১৩। মো: জাকির হোসেন	থানা কৃষি অফিসার	মধুখালী, ফরিদপুর
১৪। মো: রফিকুল হাসান	বিষয়বস্তু কর্মকর্তা	মধুখালী, ফরিদপুর
১৫। অনুপ কুমার মজুমদার	সমাজ সেবক	মধুখালী, ফরিদপুর
১৬। আ: মান্নান সরকার	চেয়ারম্যান	বালিয়া ইউ,পি, ধামরাই
১৭। এ,কে,এম, শামসুল আলম	চেয়ারম্যান	যাদবপুর ইউ,পি, ধামরাই

১৮।	মো: ফজলার রহমান	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ
১৯।	মো: দেলোয়ার হোসেন খান	সচিব	ভিটাবাড়িয়া ইউ,পি, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
২০।	জি,এম, আবদুর রউফ	বিষয়বস্তু কর্মকর্তা	ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
২১।	মো: রফিকুল ইসলাম	থানা মৎস্য কর্মকর্তা	ধামরাই
২২।	মো: মোজাম্মেল হক	থানা প্রকৌশলী	ধামরাই
২৩।	এম, এ, জলিল	চেয়ারম্যান	সোমভাগ, ধামরাই
২৪।	জি,এম, ইদ্রিস	থানা কৃষি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)	ধামরাই
২৫।	মো: হাবিবুর রহমান তুলা	চেয়ারম্যান	সুয়াপুর ইউপি, ধামরাই
২৬।	রেহানা বেগম	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা	সাভার পৌরসভা, সাভার ঢাকা

'খ' দল

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
১।	মো: দেলোয়ার হোসেন	চেয়ারম্যান	সুতিপাড়া ইউপি, ধামরাই
২।	মো: আফরোজ বখ্স	থানা সমবায় অফিসার	ধামরাই
৩।	মো: শাহাদত হোসেন	থানা নির্বাহী অফিসার	ধামরাই
৪।	মো: আনোয়ার হোসেন	থানা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	ধামরাই
৫।	বেগম রওশন জাহান আফরোজ	থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	ধামরাই
৬।	খন্দকার সামছুল আলম	থানা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	ধামরাই
৭।	কাজী সুফিয়া আখতার	চীফ, অপারেশন/ কনসালটেন্সী	ব্রতী, কে,জে,এইচ, ম্যানশন ৮৩, ল্যাবরেটরী রোড, ঢাকা
৮।	এম, এ, কামাল	পরিচালক (প্র:)	বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

৯। সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন		উপদেষ্টা	গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন+ ভিটাবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া পিরোজপুর
১০। বেগম রওশন আখতার		থানা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সাভার, ঢাকা
১১। মো: আমীর উদ্দীন মোড়ল		থানা পরিসংখ্যান অফিসার, ধামরাই	
১২। মো: আমিন শরীফ		থানা সমাজসেবা কর্মকর্তা	ধামরাই

'গ' দল

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
১।	ডা: যোবায়দা হান্নান	পরিচালক	ডায়াবেটিক হাসপাতাল, কুমিল্লা
২।	মো: খবিরুল হক	উপ-প্রধান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৩।	ডা: মো: সিরাজুল ইসলাম	আবাসিক মেডি: অফিসার	ধামরাই থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
৪।	সায়ীদুল হক	গবেষণা কর্মকর্তা	এন,আই,এল,জি
৫।	কাজী বজলুল করিম	পরিচালক	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
৬।	খন্দকার মো: মোস্তাফিজুর রহমান	লেকচারার	কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৭।	মো: ফয়জুর রহমান	থানা সমাজ সেবা অফিসার	সাভার
৮।	মো: শরিফুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	ডুমাইন ইউপি, ফরিদপুর
৯।	কাজী মতিউর রহমান	অনুদেষ্টা/ উপ-পরিচালক	বিআরডিটিআই, খাদিমনগর সিলেট
১০।	মো: আতাউর রহমান	গবেষণা কর্মকর্তা	"
১১।	মো: সিরাজুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	"
১২।	বেগম ফাহমিদা জিগর জাহান	কর্মসূচী সমন্বয়ক	নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, ২২/১৮ খিলজি রোড, ব্লক-বি মোহাম্মদপুর, ঢাকা
১৩।	মো: ফিরোজ খান	থানা নির্বাহী অফিসার	মধুখালী, ফরিদপুর
১৪।	জাহাংগীর আলম জনি	প্রকল্প সমন্বয়ক	উবিনীগ

১৫। মোঃ হুমাউন কবির	চেয়ারম্যান	আশুলিয়া ইউপি, সাভার
১৬। মোঃ সালেহ আহমদ	উপ-পরিচালক	বিআরডিবি, ঢাকা জেলা দপ্তর ৫/৩, মনিপুরি পাড়া, তেঁজগা
১৭। এ,কে,এম, তৈয়েবুর রহমান	উপ-পরিচালক	বিআরডিবি, পল্লী ভবন ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা
১৮। ডাঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	আবাসিক মেডিঃ অফিসার	সাভার থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাভার
১৯। এ,বি,এম, আবুল কাশেম	সভাপতি	স্বনির্ভর প্রঃ বাঃ কমিটি, ২নং পোড়িয়া ইউপি, নাংগলকোট, কুমিল্লা
২০। মিসেস জাকিয়া বেগম	সিনিয়র ট্রেইনার	কমিউনিকা ৪২৮, রোড নং-২, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, শ্যামলী, ঢাকা
২১। মোহাম্মদ শামসুর রহমান	প্রফেসর	লোক-প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২২। মফিজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান	আমিন বাজার ইউপি, পোঃ আমিনবাজার, সাভার,ঢাকা
২৩। মোঃ হাবিবুর রহমান তুলা	চেয়ারম্যান	সুয়াপুর ইউপি, ধামরাই